হিউয়েন সাঙের ভারতভ্রমণ

বিপুল সাহা

অনুভাব প্রকাশনী

Hiuen Tsanger Bharat Vraman
by Bipul Saha
published by Anubhab Prakashani
Price ঃ Rs.75.00

গ্রন্থসত্ত্ব ঃ ভারতী সাহা

প্রথম প্রকাশ ঃ আগস্ট, ২০০৮
মার্জিত সংস্করণ ঃফাল্গুন, ১৪১৫, ফেব্রুয়ারী, ২০০৯

প্রকাশক ঃ বিপ্রদাস ভট্টাচার্য
অনুভাব প্রকাশনী
৪১৩, যোধপুর পার্ক কলকাতা - ৭০০০৬৮
ফোন - ০৩৩২৪৮৩৫৪২৬

মুদ্রক ঃ আশুতোষ লিথোগ্রাফিক কোম্পানি
১৩, ছিদাম মুদি লেন কলকাতা - ৭০০০০৬
ফোন -০৩৩২৫৫৪৫৫৯৩, ৯৮৩০৩৬৯৫৪২

প্রচ্ছদচিত্র ঃ হিউয়েন সাঙের ব্রোঞ্জ মূর্তি ও
জুয়ান জ্যাঙ মেমোরিয়াল হল, নালন্দা, বিহার

প্রচ্ছদ রূপায়ন ঃ রূপা পাল

প্রাপ্তিস্থান ঃ দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট -৭৩
আদিনাথ ব্রাদার্স, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট -৭৩
পাত্রজ পাব্লিকেশন, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট -৭৩
মহাবোধি বুক এজেন্সি, ৪এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট -৭৩
এবং
পি-২৪৫/১ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড -১০
দূরভাষ - ০৩৩-৩২৫৫-০২৯১

মূল্য ঃ ৭৫ টাকা

মহামানব বুদ্ধ

ও

পরিব্রাজক
হিউয়েন সাঙ

স্মরণে

ভূমিকা

বিদ্যালয়ের পাঠ্যগ্রন্থে হিউয়েন সাঙের মুদ্রিত চিত্রটি আমাদের খুব আকর্ষণ করত। চৈনিক পর্যটকের পৃষ্ঠদেশে থাকা বাঁকানো জিনিসটা নিয়ে অনেক গবেষণার পর ইজিচেয়ার-কাম-ছাতার মতো কিছু একটা বলে মনে হয়েছিল। দীর্ঘ পথপরিক্রমায় ঐ বস্তুটি তাঁর শয়ন-উপবেশনের জন্য দারুণ কাজের। ভাবনায় ছিল, যদি কখনো দীর্ঘ পর্যটনে বেরিয়ে পড়ি তবে ওটা অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে। বড়ো হয়ে অনেক ঘুরলাম বটে কিন্তু হিউয়েন সাঙের সেই ইজিচেয়ার-কাম-ছাতা আর বানানো হল না।

সম্প্রতি বিহারের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিছনে হিউয়েন সাঙের নামে স্মৃতিমন্দির নির্মিত হয়েছে। সেখানে ঐ মহান পরিব্রাজকের পূর্ণাবয়ব মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইতিমধ্যে তাঁকে গুরুপদে বরণ করে নিয়েছি। ভাবলাম — এই সুযোগে একবার দেখে আসা যাক। রাজগৃহ থেকে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অদূরে 'জুয়ান জ্যাঙ মেমোরিয়াল হল'। স্মৃতিমন্দিরে প্রবেশমূল্য পাঁচ টাকা। অন্য দর্শক নেই বললেই চলে। ইতিহাস নিয়ে আজকাল কে আর মাথা ঘামায়! সবুজ উদ্যানের মুক্ত পরিবেশে উচ্চ বেদীর উপর স্থাপিত হয়েছে সেই পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর মূর্তি। অবিকল ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে-আসা হিউয়েন সাঙের চিত্র। মাথার উপর ওটা ছাতাই তো। তা থেকে সামনের দিকে ঝুলছে ঘট। ওটা আলোকদীপ না ধূপদানী? পিঠের উপর বাঁকানো ইজিচেয়ারের মতো সেই জিনিসটা আছে। ইজিচেয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যাক বা না-যাক রুকস্যাক হিসেবে অভিনব। দুরন্ত পর্যটকের পরনে হাঁটু অবধি ঝোলা পোষাক। গায়ে ঢোলাহাতা চিনা কামিজ। পায়ে স্যান্ডাল। এ বেশেই উনি চিন থেকে বেরিয়েছেন? মূর্তির পিছনে বড়ো সভাকক্ষ। ভিতরে হিউয়েন সাঙ ও শীলভদ্রের ছবি আছে। সামনে আরাধ্য মূর্তি। দু'পাশে সোনালি রঙে আঁকা বিশাল দু'টি চিত্র। স্মৃতিমন্দিরে হিউয়েন সাঙের পুস্তিকাদির খোঁজ করে নিরাশ হতে হল।

সেখানেই ব্যাপারটার ইতি হল না। প্রবাদ আছে, নেই কাজ তো খই ভাজ। ভ্রমণ-গুরু সম্পর্কে তত্ত্বতালাশ শুরু হল। তারই ফলশ্রুতি — অযোগ্য হাতে

সাধারণ পাঠককুলের জন্য তাঁর ভ্রমণকথা তুলে ধরার চেষ্টা। ইতিহাসের সুদূর অতীতেও যে এমন আশ্চর্য দেশকালের ধূসর গন্ধমাখা ভ্রমণকাহিনী আছে যদি তা কারো ভালো লেগে যায়, এই আশায়।

হিউয়েন সাঙের জীবনকাহিনী লিখেছেন তাঁর শিষ্য হুই-লি এবং ইয়েন-সাঙ। চিনা ভাষায় রচিত জীবনকথার সমগ্র দশটি অধ্যায় ইংরেজিতে অনুবাদ করেন লি-ইয়াং-সি ১৯৫৮ সালে। পিকিংয়ের চিনা বৌদ্ধসঙঘ প্রকাশ করে। পুনর্মুদ্রিত প্রকাশনা হয় ২০০৫ সালে নিউ দিল্লির অ(য় প্রকাশন থেকে। স্যামুয়েল বিল ১৮৮৪ সালে চিন থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন 'সি-ইউ-কি বুদ্ধিস্ট রেকর্ড অব দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্লড'। ১৯৯৫ সালে তারই পুনর্মুদ্রিত খণ্ড হাতে পেয়েছি। আর টমাস ওয়াটার্স লিখেছেন 'অন ইউয়েন চোয়াংস ট্রাভেল ইন ইণ্ডিয়া' ১৯০৪-০৫ সালে। পরে সম্পাদনা করেছেন রিস ডেভিডস ও বুসেল। ২০০৪ সালে তার পুনর্মুদ্রন দিল্লি থেকে প্রকাশিত হয়। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথের রচনাটিও সেখানে আছে। এগুলি বর্তমান রচনার আকর গ্রন্থ।

এ ছাড়া সাহায্যলাভ করেছি শ্রী অনুকুল চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের 'বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম', শ্রী সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণের 'বুদ্ধদেব', শ্রী কৃষ(চৈতন্য মুখোপাধ্যায়ের 'বিদেশীদের চোখে ভারতবর্ষ ফা হিয়েন', শ্রী রাহুল সাংকৃত্যায়নের 'বৌদ্ধদর্শন', শ্রী রজনীকান্ত চত্র(বর্তীর 'গৌড়ের ইতিহাস', ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্যর 'বৌদ্ধদের দেবদেবী', ডঃ মণিকুন্তলা হালদার (দে) রচিত 'বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস' ও ডঃ সাধন চন্দ্র সরকারের 'বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্য' নামক গ্রন্থাবলী থেকে। কিছু তথ্য আন্তর্জাল (ইন্টারনেট) ঘেঁটে পেয়েছি।

আলোচ্য গ্রন্থ ঠিক অনুবাদ নয় – ইতিহাস অবিকৃত রেখে আশ্চর্য ভ্রমণের আনন্দধারায় অবগাহনই প্রধান উদ্দেশ্য। কিছু কিছু স্থান নাম, বৌদ্ধ দেবদেবী ও বৌদ্ধাচার্যের চৈনিক নাম দেওয়া হয়েছে চিনা পরিব্রাজকের স্মরণে। প্রাচীন সেই সকল রাজ্য ও নগর বর্তমানে অন্য নামে পরিচিত – তার কিছুর হদিশ মিলেছে, কিছুর নয়। বিবরণে নানা অলৌকিক কাহিনী আছে। আছে নানা জাতক কাহিনী। কিছু কিছু (ত্রে সং(প্ত ব্যাখ্যা জুড়তেই হয়েছে অর্থবোধে সাহায্য হবে বলে। কিছু কাহিনী বর্জিত হয়েছে। কিছু কাহিনীর (ত্রে ঘটেছে সং(প্ত অবতারণা। উদ্দেশ্য – গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধি করে পাঠকসমাজের আরো শিরঃপীড়ার কারণ না হই এবং গ্রন্থমুদ্রণের জন্য অর্থদণ্ড কিঞ্চিৎ সীমিত রাখা যায়।

পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ সমস্ত দূরত্বের হিসেব দিয়েছেন 'লি' নামক স্কেলে। সাধারণভাবে ১৬ লি = ৩ মাইল। এক লি এক মাইলের এক-পঞ্চমাংশের মতো। পর্যটন মানচিত্র হুই-লি ও ইয়েন চাঙের গ্রন্থ থেকে নেওয়া। হিউয়েন সাঙের একটি ছবিও।

ভ্রাতৃপ্রতীম শ্রী দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় একেবারে শেষলগ্নে অধুনা দুষ্প্রাপ্য শ্রী প্রেমময় দাশগুপ্তর 'হিউয়েন সাঙের দেখা ভারত' গ্রন্থের প্রতিলিপি দিয়ে প্রভূত সাহায্য করেছেন। প্রচ্ছদ রচনায় শ্রীমতী রূপা পাল ও মুদ্রণে শ্রী সঞ্জীব সাহা সাহায্য করেছে। প্রকাশকের ছত্রছায়া দান করেছেন শ্রী বিপ্রদাস ভট্টাচার্য। মুদ্রণব্যয় বহনে অভাবিত দায় নিয়েছে ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান সন্দীপ্ত। সকলকেই ধন্যবাদ জানাই।

এখন পাঠক সমাজের কাছে কিঞ্চিৎ সমাদৃত হলেই তবে সকলের সকল শ্রম সার্থক।

– বিপুল সাহা

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড
কোলকাতা -১০

সংযোজন

পাঠকসমাজে ঈষৎ সমাদরলাভ করার সুবাদে গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রন করতে হল। সেই সুযোগে জরুরী কিছু সংশোধন ও মার্জনা সেরে নেওয়াও সম্ভব হল। অনেকে দাবী করেছিলেন হিউয়েন সাঙের একটি সং(প্ত জীবনপঞ্জীর ও প্রাচীন ভারতের মানচিত্র। বর্তমান সংস্করণে তা সংযোজিত হল। মানচিত্রটি স্যামুয়েল বিলের 'সি-ইউ-কি' থেকে অবিকল গৃহীত। ভারত ভ্রমণের যাত্রাপথ হিউয়েন সাঙের জীবনীগ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। গ্রন্থটির শোভাবর্ধনের জন্য কিছু চিত্রও যুক্ত(হল। ফলে সামান্য কলেবর বৃদ্ধি অনিবার্য হয়ে পড়ল।

আশা করি গ্রন্থটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য হবে।

– বিপুল সাহা

ফেব্রুয়ারী, ২০০৯

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
১। পটভূমি	...	১১
২। প্রস্তুতি	...	১৩
৩। যাত্রা - চ্যাঙান থেকে তুরফান	...	১৯
৪। তুরফান থেকে বামিয়ান	...	২৯
৫। বামিয়ান থেকে কাশ্মীর	...	৪৭
৬। কাশ্মীর থেকে কনৌজ	...	৬৩
৭। অযোধ্যা থেকে মগধ	...	৮১
৮। বুদ্ধগয়া নালন্দা রাজগৃহ	...	১০৩
৯। অবশিষ্ট ভারতভ্রমণ	...	১২১
১০। নালন্দা কামরূপ কনৌজ প্রয়াগ	...	১৪১
১১। প্রত্যাবর্তন	...	১৫৫
১২। হিউয়েন সাঙের জীবনপঞ্জী	...	১৭৬

মানচিত্র ঃ

হিউয়েন সাঙের যাত্রাপথ	...	৮-৯
(সৌজন্যে - দ্য লাইফ অফ হিউয়েন সাঙ)		
প্রাচীন ভারত (সৌজন্যে - সি-ইউ-কি)	...	১৬৮-১৬৯

চিত্র ঃ উৎসর্গপত্রে বুদ্ধগয়ার মহাবোধি মন্দিরের বুদ্ধমূর্তি। শীলভদ্রের চিত্র জুয়ান জাং স্মৃতিমন্দিরে রক্ষিত চিত্র থেকে সংগৃহীত। ১৪০ পৃষ্ঠায় জু-এন মঠ ও তায়েন প্যাগোডার চিত্র 'দ্য লাইফ অফ হিউয়েন সাঙ' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

এক মহান উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এই পশ্চিমের পথে নেমেছি। ব্রাহ্মণ্যদেশ অবধি না পৌঁছে আর পূর্বদিকে ফিরে যাব না। পথে যদি মৃত্যু আসে, আসুক, দুঃখ নেই। (পৃঃ ২১)

পূর্বদেশে শুধু বেঁচে থাকার চেয়ে পশ্চিমদেশে পা বাড়ালে যদি মরণ আসে, তবে তাই হোক। (পৃঃ-২৪)

রাজন, আপনি আমার দেহকে আটক রাখতে পারেন। আমার মনকে পারেন না। (পৃঃ-২৬)

ভগবান বুদ্ধের চরণে প্রণতি নিবেদন করতে যাত্রা করেছি। পথে হিংস্র জন্তু থাকলেও যাত্রাপথ থেকে বিচ্যুত হবো না। আর ডাকাতরাও তো মানুষ। (পৃঃ-৫২)

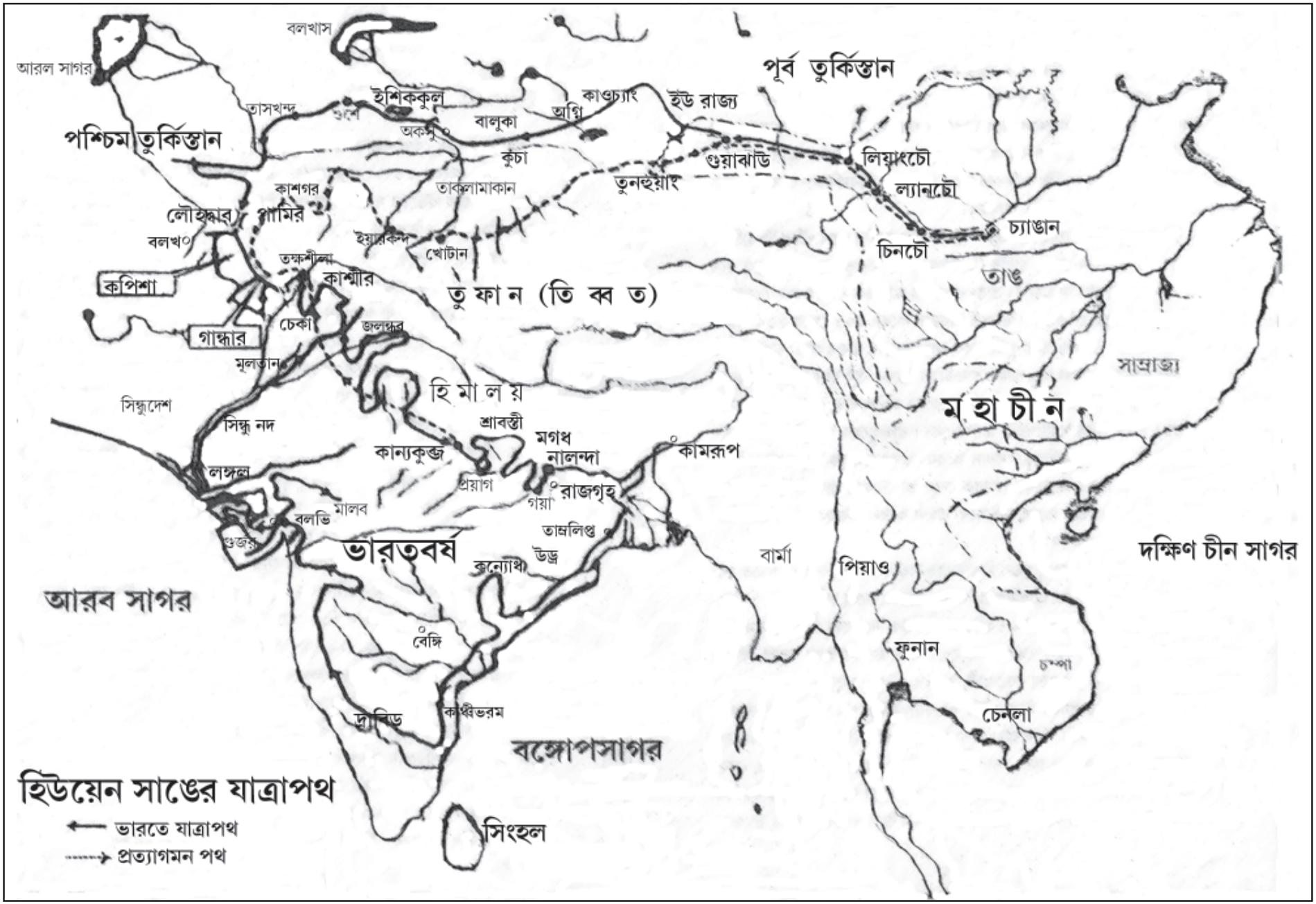

হিউয়েন সাঙের যাত্রাপথ
ভারতে যাত্রাপথ
প্রত্যাগমন পথ
বলখাস
আরল সাগর
তাসখন্দ
ইশিককুল
পশ্চিম তুর্কিস্তান
বালুকা
অগ্নি
কাওচ্যাং
ইউ রাজ্য
পূর্ব তুর্কিস্তান
কুচা
কাশগর
তাকলামাকান
তুনহুয়াং
গুয়াঝাউ
লিয়াংচৌ
ল্যানচৌ
চ্যাঙান
চিনচৌ
তাঙ
পামির
বলখ
ইয়ারকন্দ
খোটান
কপিশা
তক্ষশীলা
কাশ্মীর
তুফান (তিব্বত)
গান্ধার
চেকা
জলন্ধর
মূলতান
সিন্ধুদেশ
হিমালয়
সাম্রাজ্য
মহাচীন
সিন্ধু নদ
শ্রাবস্তী
মগধ
নালন্দা
কামরূপ
কান্যকুব্জ
লঙ্গল
প্রয়াগ
রাজগৃহ
গয়া
মালব
বলভি
তাম্রলিপ্ত
গুজর
ভারতবর্ষ
উড্র
বার্মা
পিয়াও
দক্ষিণ চীন সাগর
আরব সাগর
বেঙ্গি
ফুনান
চম্পা
দ্রাবিড়
কাঞ্চীভরম
চেনলা
বঙ্গোপসাগর
সিংহল

হিউয়েন সাঙের ভারতভ্রমণ

১। পটভূমি

'পূর্বদেশে শুধু বেঁচে থাকার চেয়ে পশ্চিমে পা বাড়ালে যদি মরণ আসে তবে তাই হোক।' আজ থেকে ১৩৭৮ বছর আগে একথা বলেছিলেন ভারত ভ্রমণে উন্মুখ চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ। যাত্রা করেছিলেন সুদূর চিন থেকে জু-লাই (ভগবান বুদ্ধ)-র লীলাভূমি ভারতবর্ষের দিকে। পূর্ব থেকে পশ্চিম দিশায়। ঠিক পশ্চিমও নয়, বলা উচিত দ(ি ণ-পশ্চিম দেশে।

তখন দ্রুতগামী যন্ত্রযান ছিল না। মানুষ পদব্রজে অতিত্র(ম করত দুর্গম গিরি কান্তার মরু। নয়তো অ(ারোহণে বা গজ-উটের পিঠে সওয়ার হয়ে। প্রাচীনকাল থেকে বণিকের দল পণ্য নিয়ে পথে নেমেছে ও সমুদ্রযাত্রা করেছে ব্যবসার প্রয়োজনে। তারাও অতিত্র(ম করেছে জলেস্থলে সহস্রাধিক মাইল। আর পর্যটক পথে নেমেছে কখনো একান্ত কৌতূহল চরিতার্থ করতে বা নতুন দেশ আবিষ্কারের নেশায় অথবা তীর্থভ্রমণে। স্বার্থসিদ্ধি নয়। জাগতিক মঙ্গল ভাবনায় বা পরমার্থ সাধনায়।

মেগাস্থিনিস, ফা-হিয়েন, মার্কোপোলো, ইবন বতুতা প্রমুখ পর্যটকবৃন্দের কথা আমরা জানি। মেগাস্থিনিস আনুমানিক ৩০২ খৃষ্টপূর্বাব্দে সিরিয়ার গ্রীক রাজা সেলুকাস নিকোতারের দূত হিসেবে মগধরাজ্যে মৌর্য সম্রাট স্যান্ড্রোকোট্টাস (চন্দ্রগুপ্ত)-এর রাজসভায় আসেন। ইতিপূর্বে আরাকোসিয়া (কান্দাহার)-তে কর্মরত ছিলেন। অথবা সেখানে বাস করতেন সাইবিরটিয়াসের সঙ্গে। জন্ম গ্রীক-এশিয়া মাইনরের আইয়োনিয়াতে। জীবনকাল আনুমানিক ৩৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দ থেকে ২৯০ খৃষ্টপূর্বাব্দ । ব্যবিলন-জয়ী সম্রাট সেলুকাসের রাজত্বকাল ৩১২ থেকে ২৮০ খৃষ্টপূর্বাব্দ। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালের শুরু আনুমানিক ৩২২ খৃষ্টপূর্বাব্দে। তাঁর রচিত 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থ পাওয়া না গেলেও ঐ গ্রন্থের অংশবিশেষ অন্য লেখকের কাহিনীতে পাওয়া গিয়েছে। ইনি ছিলেন রাজদূত। রাজকীয় কর্তব্য পালনে এসেছিলেন।

চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন (জীবনকাল আঃ ৩৭৩ - আঃ ৪২২ খৃষ্টাব্দ) চিন থেকে ভারতে এসেছিলেন স্থলপথ ধরে। ইনি পিং-ইয়াঙের উ-ইয়াং নামক এলাকা থেকে এসেছেন । পারিবারিক পদবী কুং। চার সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠতম। অগ্রজ ভ্রাতারা শৈশবে গত হয়েছে। সেকারণেই বুঝি শিশু কুংকে বৌদ্ধমঠের নানা কাজে যুক্ত(করে রাখেন তাঁর পিতৃদেব। শি(ানবিশী হিসেবে। পনেরো বৎসর হলে প্রব্রজ্যা গ্রহণ

করে শ্রমণ হতে পারবেন। ইতিমধ্যে বালক কুং একবার ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তখন তাঁকে মঠে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সুস্থ হয়ে তিনি মঠেই থেকে যান। সংসারে আর ফিরে যান নি। দশ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ হল। তারপর আত্মীয়স্বজনেরা অনেক অনুরোধ করল। তবু তিনি মঠ ছেড়ে ঘরে ফিরে গেলেন না। বললেন – 'আমি পিতৃ ইচ্ছাপূরণে মঠে আসিনি(ধুলিধূসর কুৎসিত জীবনযাপন থেকে দূরে থাকতে এসেছিলাম, মঠের জীবন গ্রহণ করেছিলাম।' কিছুকাল পরে মাতৃদেবী গত হলেন। অন্তিম সংস্কার করে আবার মঠে ফিরে গেলেন। বিশ বৎসর বয়সে পুরোপুরি উপসম্পদা গ্রহণ করে পূর্ণ ভি(হলেন ও সঙেঘর সর্ববিধ অধিকার লাভ করলেন। বিনয়পিটকের সম্পূর্ণ পাঠ সংগ্রহের উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর ভারতে আগমন।

চিন থেকে যাত্রা শু(করেছিলেন ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে। তখন তাঁর বয়স পঁচিশ কি ছাব্বিশ বৎসর হবে। পশ্চিম চিন থেকে গোবি (তাকলামাকান) মরুভূমির দ(ি ণ প্রান্ত হয়ে সাচাউ ও লপনর হয়ে খোটান এলেন। তারপর পামির অতিত্র(ম করে উদয়ন (সোয়াট) হয়ে ত(শিলা-পুরুষপুর পৌঁছলেন। ভারতে অবস্থান করেন ৪০১ থেকে ৪১০ খৃষ্টাব্দ অবধি। তখন এদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক গুপ্তরাজাদের রাজত্বকাল। রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত উত্তর ভারতের প্রবল প্রতাপান্বিত শাসক। ফা-হিয়েন তিন বছর পাটলীপুত্রে বাস করে রাজগৃহ-গয়া হয়ে কাশী চলে যান। দর্শন করেছেন কপিলাবাস্তু, বোধগয়া, সারনাথ ও কুশীনগর। ৪০৯ সালে বোধগয়ায় এসেছিলেন। রাজগৃহের গৃধকূট শিখর দর্শন করেছিলেন। দুই বৎসর তাম্রলিপ্তে বসবাস করেন। তখন তমলুক সমৃদ্ধ বন্দর ছিল। অনেক বৌদ্ধ বিহার ছিল। আজকের তমলুক দেখে তা বোঝার সাধ্য নেই। তাম্রলিপ্ত থেকে জলপথে তিনি স্বদেশ অভিমুখে প্রস্থান করেন। সিংহল-জাভা হয়ে চিনে প্রত্যাবর্তন করেন ৪১৪ খৃষ্টাব্দে।

হিউয়েন সাঙের পরে অন্তত দু'জন বি(েবিখ্যাত পর্যটকের নাম উল্লেখ করতে হয়। মার্কোপোলো আর ইবন বতুতা। ভেনিসের পর্যটক মার্কোপোলো (জীবনকাল ১২৫৪-১৩২৪ খৃষ্টাব্দ) পর্যটনে বেরিয়েছিলেন ১২৭১ সালে। বাবা নিকোলো এবং কাকা মাফেও পোলোর সঙ্গে। তখন তাঁর বয়স ষোলো-সতেরো। মরোক্কোবাসী ইবন বতুতা ছিলেন আরেক বি(েপর্যটক। জন্ম ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৩০৪ খৃষ্টাব্দ। মৃত্যু ১৩৬৮ বা ১৩৭৭ খৃষ্টাব্দ। দীর্ঘ ত্রিশ বছরের পর্যটন জীবনে ইনি ৭৩,০০০ মাইল পথ পরিত্র(মা করেছেন। মার্কোপোলো ভারতে আসেননি। সিল্করুট ধরে যাতায়াত করেছেন। ইবন বতুতা ভ্রমণ যাত্রায় বেরিয়ে ভারতে এসেছিলেন। আমরা ভারতভ্রমণে এঁদের তেমন করে পাই না, যেমন পাই ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাঙকে।

ফা-হিয়েন পথিকৃৎ হলেও কার্যকরী প্রভাব বেশি হিউয়েন সাঙের। শ্রেষ্ঠ পর্যটক বলতে উঠে আসে হিউয়েন সাঙের নাম।

২। প্রস্তুতি

হিউয়েন সাঙ দীর্ঘ পর্যটনে বেরিয়েছিলেন সপ্তম শতকে। ২০০৮ সাল থেকে হিসেব কষলে ঠিক ১৩৭৯ বৎসর আগে। ভগবান বুদ্ধ ১,১১২ বৎসর পূর্বে দেহর(া করেছেন (অবশ্য যদি তাঁর দেহান্তকাল খৃষ্টপূর্ব ৪৮৩ ধার্য করা হয়)। এ ঘটনা ফা-হিয়েনের ভারতভ্রমণের ২৩০ বৎসর পরবর্তীকালের।

চিনা ভাষায় তাঁর নামের সঠিক উচ্চারণ নিয়ে নানা প্রস্তাব আছে। ইংরেজি অ(রবিন্যাসে তাঁকে কখনো বলা হয় জুয়ান জ্যাঙ, কখনো বা ইউয়েন চোয়াঙ। আরো অনেক উচ্চারণের কথা আমরা শুনি। আমাদের কাছে তিনি হিউয়েন সাঙ নামেই অধিক পরিচিত। আমরা সেই শব্দকল্পই ব্যবহার করছি।

ইনি ছিলেন একাধারে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, পণ্ডিত ও অনুবাদক। অন্যদিকে অসামান্য পর্যটক। বাষট্টি বছরের জীবনকালের মধ্যে একটানা ষোলো-সতেরোটা বছর কাটিয়ে দিয়েছিলেন প্রায় দশ হাজার মাইল পথ পরিত্র(মায়। চিন থেকে পদব্রজে ভারতে এসেছেন। সমগ্র ভারতভূমি ভ্রমণ করেছেন এবং তারপর চিনে প্রত্যাবর্তন করেছেন। তাঁর প্রাণাধিক আকাঙ্খা ছিল ভগবান বুদ্ধের জন্মভূমি দর্শন করে মূল বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করবেন। তারপর শাস্ত্রাদি সংগ্রহ করে দেশে ফিরে মূল শাস্ত্র থেকে চিনা ভাষায় সেসব অনুবাদ করবেন। তাঁর সমস্ত বাসনা সফল হয়েছিল।

জন্ম হয় চিনের সম্ভান্ত পরিবারে। পূর্বপুরুষগণ হোনান প্রদেশের চেনলিউ (বর্তমান কাইফেং) এলাকায় বসবাস করতেন। পরবর্তী কোন অধস্তন পুরুষ হোনানের তাইচিউ শাসনাঞ্চলের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। হিউয়েন সাঙের প্রপিতামহ চিন ছিলেন শানসি প্রদেশের ইয়াঙ-তুং (শাঙ-তুঙ) কাউন্টির প্রধান শাসনকর্তা। পিতামহ চেন-ক্যাঙ রাজধানীর ইম্পেরিয়াল কলেজের অধ্যাপক। হোনান প্রদেশের চৌনান (বর্তমান নাম লুয়োইয়াঙ বা লোইয়াঙ) এলাকায় তাদের যথেষ্ট জায়গাজমি ছিল। খাজনা বাবদ যে উপার্জন হত তাতে পরিবারটি আর্থিকভাবে যথেষ্ট স্বচ্ছলই ছিল বলা যায়।

তাঁর পিতার নাম হুই। ইনি অতীব র(ণশীল কনফুসিয়াস ধর্মাবলম্বী ছিলেন। ছিলেন ক্লাসিক সাহিত্যের উৎসাহী পাঠকও। শোনা যায়, তিনি বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সুই রাজবংশের শেষের দিকে এলাকার রাজনৈতিক শান্তিশৃঙ্খলা ভয়ানক ব্যাহত হয়ে পড়েছিল। তিনি অসুস্থতার দোহাই দিয়ে স্বেচ্ছায় শাসনকর্তার মতো রাজপদ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট বা গভর্নর বা গ্যারিসন কম্যাণ্ডার কোন পদেই যুক্ত(থাকতে সম্মত হলেন না। চলে গেলেন চেন-পাও-কু গ্রামে। নতুন করে বসবাস শুরু করলেন। ওই গ্রামেই সম্ভবত হিউয়েন সাঙের জন্ম হয়।

জীবনীকার লিখেছেন — ৬০২ খৃষ্টাব্দে চিনের হোনান প্রদেশের লোইয়াঙের কাছে সাং-শেন-পাও-কু (বা চেন-হে বা চেন-লিউ) গ্রামে তাঁর জন্ম। মতান্তরে জন্মকাল ৬০০ বা ৬০৩ খৃষ্টাব্দ। কোন কোন সূত্র অনুসারে তিনি নাকি ৫৯৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আমরা তাঁর জন্মকাল ৬০২ খৃষ্টাব্দ হিসেবে গ্রহণ করেছি। পাঠক-পাঠিকা সচ্ছন্দে অন্য জন্মকাল নির্বাচন করে নিতে পারেন।

হিউয়েন সাঙের পারিবারিক নাম চেন। বাল্যনাম চেন-হুই। চার সন্তানের মধ্যে তিনি কনিষ্ঠতম। জন্মের পরে হিউয়েন সাঙের মাতৃদেবী নাকি একদিন স্বপ্নে দেখেন যে শ্বেতবসন পরিহিত তাঁর কনিষ্ঠ সন্তান পশ্চিম দিকে চলেছেন। 'কোথায় যাচ্ছ' প্রশ্ন করতে উত্তরে জানায় — 'আমি সত্যধর্মের সন্ধানে যাচ্ছি।' হিউয়েন সাঙ যে একদা পশ্চিম দিশায় ভারতভূমি পরিভ্রমণে যাবেন তারই পূর্বাভাষ ছিল যেন ওই স্বপ্নে।

আট বছর বয়স থেকেই কনফুসিয় রীতিপ্রকরণ মান্য করার বিষয়ে বালক চেন হুইর চমৎকার মেধা ও আন্তরিকতা দেখে পিতৃদেব মুগ্ধ হয়েছিলেন। অন্যান্য সন্তানের মতো তাঁরও পিতার কাছে প্রাথমিক শি(ালাভ। পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য বিষয়ে সাবেকী রচনা এবং গোঁড়া কনফুসিয় যাজন-কর্ম নিয়ে প্রচলিত রচনাদি সম্বন্ধে তাঁকে আগ্রহী করে তোলায় ব্যাপারে পিতার বিশেষ নজর ছিল।

দ্বিতীয় অগ্রজ ভ্রাতার নাম চেনসু। পরবর্তী কালে ইনি পরিচিত হন চ্যাঙজিয়ে নামে। চেনসুর প্রভাব তাঁর জীবনে অপরিসীম। চেনসু বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে বসবাস শুরু করেন লোইয়াঙের জিংতু (পবিত্র ভূমি) মঠে। তখন লোইয়াঙের ঐ বৌদ্ধমঠের পৃষ্ঠপোষক ছিল সুই রাজবংশ। কনফুসিয় পরিবারে জন্মেও বাল্যবয়সে হিউয়েন সাঙ বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন অগ্রজ চেনসুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে। ত্র(মে জিংতু মঠে চেন হুইর যাতায়াত বেড়ে যায়। একজন শি(ানবীশ মঠ-সন্ন্যাসী হিসেবে নিযুক্ত(হন মাত্র ছয় বৎসর বয়সে। নির্ধারিত বয়সের এক বছর আগেই। কথিত আছে, যথাবিহিত পরী(াদির পরেই তাঁর সেই নিযুক্তি(হয়েছিল। মঠেই নাকি তাঁর নতুন নাম হয়েছিল হিউয়েন সাঙ বা জুয়ান ঝাঙ।

জিংতু মঠে শুরু করেন পবিত্র শাস্ত্রাদির অধ্যয়ন। চিঙ নামক শি(কের কাছে 'মহাপরিনির্বাণ সূত্র' অধ্যয়ন করেন। ইয়েন নামের আরেকজন শি(কের কাছে 'মহাযান-সংগ্রহ' পাঠ করেন। এই গ্রন্থটি এতই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল যে একদমে তিনি সমগ্র গ্রন্থখানি পাঠ করেছিলেন। প্রায় পাঁচ বছর তিনি ঐ মঠে ছিলেন। মূলত সেই সময় বৌদ্ধ থেরবাদী শাস্ত্র ও মহাযানী শাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর প্রাথমিক জ্ঞানলাভ হয়। তবে তাঁর অনুরাগ গড়ে উঠেছিল নাকি শেষোক্ত(টির প্রতি।

বাল্যকালেই তাঁর বিস্ময়কর মেধার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল। কোন শাস্ত্রগ্রন্থের উপর একবার মাত্র বক্ত(তা শুনে এবং তারপর আরেকবার মাত্র নিজে অধ্যয়ন করে সমগ্র

গ্রন্থটি কণ্ঠস্থ করার মতো আশ্চর্য স্মরণশক্তি(ছিল তাঁর। সহযোগী অন্য ছাত্রগণ তাঁকে তখন থেকেই প্রতিভাসম্পন্ন বালক বলে মনে করত।

৬১১ খৃষ্টাব্দে পিতৃবিয়োগ ঘটে। তখন তাঁর বয়স মাত্র নয় বৎসর। চার বৎসর পরেই বৌদ্ধমঠে যোগদানের বাসনা প্রকাশ করেন। মঠাধ্য(জেঙ শ্যাঙয়ু (চেং শান-কুয়ো)-র তাতে বিশেষ আপত্তি ছিল না। কেননা ইতিমধ্যে তিনি ওই বিস্ময় বালকের নিষ্ঠা, আচরণ ও শাস্ত্রজ্ঞানে মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন।

একবার মঠে সাতাশ জন শি(ার্থীকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে। তার জন্য শতাধিক প্রার্থী এসেছে। কম বয়সের জন্য মঠে প্রবেশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত এক বালক তবু সরকারী ভবনদ্বারে অপে(া করছিল। তাঁকে দেখে রাজপ্রতিনিধি কৌতূহল প্রকাশ করল। তার প্রশ্নের জবাবে সুশীল বালক দৃপ্ত কণ্ঠে উত্তরে জানিয়েছিল — 'আমি কম সময় শাস্ত্র পাঠ করেছি বলে প্রবেশিকা পরী(ায় অংশ নেবার উপযুক্ত(হতে পারিনি।'

কেন তাঁর মঠে প্রবেশ করতে এত আগ্রহ। এ প্রশ্নের উত্তরে বালকটি জানাল — 'তথাগতের কর্মধারা এগিয়ে নিয়ে যেতে আর তাঁর বাণীর গৌরব বৃদ্ধি করতে মঠে যোগ দিতে চাই।'

তারপর রাজপ্রতিনিধির বিশেষ (মতাবলে মঠে তাঁর প্রবেশাধিকার মঞ্জুর করা হল। নিয়মভঙ্গ করেই তাঁকে স্থান দেওয়া হয়েছিল। এভাবে ৬১৫ খৃষ্টাব্দে হিউয়েন সাঙ সংসার ত্যাগ করে মঠে যোগ দিলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র তেরো।

৬১৮ সালে চিনে সুই রাজবংশের পতন হল। সেই সঙ্গে হোনানে ঘোর অশান্তি শুরু হয়ে গেল। পীতনদী থেকে হো নদী পর্যন্ত সমগ্র এলাকা তখন লুঠেরাদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত। বিশেষ করে বৌদ্ধদের জীবনযাপন অতি দুর্বিষহ হয়ে উঠল। তারা রাজ্যের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ল। সম্রাট তাঙ ততদিনে সিনইয়াঙ থেকে সৈন্যসামন্ত নিয়ে চ্যাঙান দখল করেছেন। হিউয়েন সাঙ এবং তাঁর অগ্রজ ভ্রাতা চ্যাঙান পালিয়ে গেলেন। চ্যাঙানের বর্তমান নাম জি-অ্যান। সুই রাজবংশের পরে চিনের শাসনভার বর্তায় নবাগত তাঙ রাজবংশের উপর। তাদের রাজধানী স্থাপিত হল চ্যাঙানে যার অর্থ 'চির শান্তি'।

দুই ভাই সেখানে পৌঁছে দেখেন, সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাজধানীতে তখনো চলছে যুদ্ধের পরিস্থিতি। শি(াসংস্কৃতির পরিবেশটাই নেই। সুই রাজবংশের সময় যে সকল স্বনামধন্য শি(কবৃন্দ ছিলেন তাঁরা কে কোথায় আছেন কে জানে! নিরূপায় হয়ে দুই ভাই চিনলিঙ পর্বতমালার জু-উ উপত্যকার মধ্য দিয়ে দ(ণের সেচুয়ানের (ঝেচুয়ান) দিকে পা বাড়ালেন। উপস্থিত হলেন হানচুয়ান (বর্তমানে সেনসি প্রদেশের নানচেঙ কাউন্টি)। সেখানে দুই লব্ধপ্রতিষ্ঠিত শি(ক কাঙ ও চিঙের সঙ্গে তাঁদের সা(াত হল। মাসাধিককাল তাঁদের নিকট শি(ালাভ করলেন। তারপর আরো দ(ণে সেচুয়ানের পার্বত্য প্রদেশের চেংদু (চেংতু বা শেঙতু) নামক স্থানের কোং-হুই মঠে আশ্রয় নিলেন।

এভাবে মঠে মঠে নানা শাস্ত্র পাঠ করে দু'জনেই জ্ঞানলাভে ব্যস্ত। 'মহাযান-সংগ্রহ' ও 'অভিধর্ম-সমুচ্চয়' অধ্যয়ন করলেন খ্যাতনামা শি(াগুরু তাও-চি ও পাও-শিয়েনের কাছে। আরেক শ্রদ্ধেয় শি(ক তাও-চেনের নিকট শি(ালাভ করলেন কাত্যায়ন রচিত 'অভিধর্ম-জ্ঞান-প্রস্থান শাস্ত্র'। প্রায় দুই থেকে তিন বছর তাঁরা কোং-হুই মঠে বসবাস করেন। তারপর কুড়ি বছর বয়সে হিউয়েন সাঙ পুরোপুরি বৌদ্ধসন্ন্যাসী হিসেবে ঐ মঠে যোগ দিলেন। সময়কাল ৬২২ খৃষ্টাব্দ। ততদিনে নিষ্ঠাবান ও জ্ঞানী ভি(হিসেবে তাঁর সুনাম হয়েছে।

অনতিকালের মধ্যে হিউয়েন সাঙ ল(্য করলেন যে চিনা ভাষায় অনুদিত বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থে বহুবিধ ভেদাভেদ আছে। বহু অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা আছে। পারস্পরিক বিরোধ আছে। শি(কগণ এই মতভেদের নিরসনে এবং শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার অসম্পূর্ণতা দূর করতে অপারগ। এর কারণ হয়তো চিনা ভাষা সম্পর্কে যথেষ্ট পারদর্শী নয় এমন বিদেশীদের দ্বারা বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহের অনুবাদকর্ম হয়েছিল যার ফলে মূল গ্রন্থের প্রকৃত অর্থ-ভাব পরিস্ফুট হতে পারেনি।

ত্র(মশ হিউয়েন সাঙ অনুভব করছিলেন, ধর্মের প্রকৃত অর্থ জানতে, তাঁকে বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব হয়েছিল যেদেশে, সেই ভারতে গিয়ে মূল শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করতে হবে।

চেংদু মঠে আর কিছু শি(াপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই দেখে হিউয়েন সাঙ অস্থির হয়ে পড়লেন। রাজধানী চ্যাঙানে ফিরে যেতে মনস্থ করলেন। এদিকে অগ্রজ ভ্রাতা সেনসি রাজ্যের রাজধানীতে যেতে রাজি নয়। হিউয়েন সাঙের তখন এমন অবস্থা যে তিনি অগ্রজের সঙ্গ পরিত্যাগ করতেও রাজি। প্রবল জ্ঞানতৃষ(ার নিবারণ হয়নি যে!

একদিন একাকী কোন বণিকদলের সঙ্গে ইয়াংসি নদীপথে ভেসে পড়লেন। তিনটি গিরিখাত অতিত্র(ম করে উঠলেন নদীর ভাটিতে চিংচাউ (হুপে প্রদেশের কিয়াংলিং কাউন্টি) নগরে। সেখানকার তিয়েন-হুয়াং মঠে যোগ দিলেন। তাঁর ধর্মচেতনা ও জ্ঞানভাণ্ডার ইতিমধ্যে তাঁকে বিখ্যাত করেছে। শ্রমণদের অনুরোধে মঠে ধর্মপ্রচার করলেন কিছুকাল। তারপর অগ্রসর হলেন উত্তরের দিকে। অন্য গুরুর সন্ধানে। পৌঁছলেন সিয়াংচাউ (হোনান প্রদেশের আনিয়াং কাউন্টি)। দেখা পেলেন গুরু হুই-সিউর। সন্দিগ্ধ মনের অন্ধকার দূর করতে তাঁর কাছে যা যা জানার ছিল, সেসব জানার চেষ্টা করলেন।

তারপর এগিয়ে গেলেন চাওচৌ (হুপেই প্রদেশের চাও কাউন্টি) নামক নগরের দিকে। সেখানে আছেন গুরু তাও-শেন। তাঁর নিকট 'সত্যসিদ্ধিশাস্ত্র' অধ্যয়ন করলেন। পাঠ সমাপ্ত হলে পাড়ি দিলেন রাজধানী চ্যাঙান। সেখানকার মঠে যোগ দিলেন। সেখানে আবার স্বনামধন্য গুরু তাও-ইয়োর কাছে 'অভিধর্ম-কোষ' পাঠ করলেন।

ত্র(মশ উপযুক্ত(গুরুর প্রাদুর্ভাব অনুভূত হল। রাজধানীতে হীনযান ও মহাযান শাস্ত্রে পণ্ডিত দুই খ্যাতনামা গুরু ছিলেন ফা-চ্যঙ এবং সেং-পিয়েং নামে। বহু লোক তাঁদের

কাছে শি(ালাভ করেছে। হিউয়েন সাঙও ঐ শি(কদ্বয়ের দ্বারস্থ হলেন। তাঁদের নিকট পাঠ গ্রহণ করলেন। অনতিকালের মধ্যে সেই শি(াপর্বও সাঙ্গ হয়ে গেল।

গুরুদ্বয় হৃষ্টচিত্তে বললেন — 'বৌদ্ধধর্মে তোমার আশ্চর্য জ্ঞানলাভ হয়েছে। অতঃপর জ্ঞানসূর্যের আরো দীপ্তি প্রকাশিত হবে কিনা তা একান্তভাবে তোমার উপর নির্ভর করছে। দুঃখ এই যে আমরা বৃদ্ধ হয়েছি, সেই সুদিন প্রত্য(করতে বেঁচে থাকব না।'

রাজধানীতে যুবক তপস্বীর কথা প্রচারিত হল। সৌভাগ্যত্র(মে সেখানে দেখা হয়ে গেল এক ভারতীয় ধর্মপ্রচারকের সঙ্গে। নালন্দা বি(বিদ্যালয় থেকে আচার্য শীলভদ্র কর্তৃক সমুদ্রপথে প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি। ঐ ধর্মপ্রচারক হিউয়েন সাঙের ভারতযাত্রার কথা শুনলেন। তাঁকে বললেন — 'শাস্ত্রাদির প্রকৃত অর্থ জানতে হলে অবশ্যই তাঁকে পূর্ব ভারতের জগদ্বিখ্যাত নালন্দা বি(বিদ্যালয়ে যেতে হবে এবং আচার্য শীলভদ্রের নিকট অধ্যয়ন করতে হবে।' ইতিমধ্যে তিনি ফা-হিয়েন ও চিয়েনের স্মৃতিকথা পড়ে ভারতভ্রমণের জন্য উৎসাহিত হয়ে ওঠেন হয়তো।

বিভ্রান্ত হিউয়েন সাঙের কাছে তৎ(ণাৎ একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল। তাঁর আগামী জীবনের কর্তব্যকর্ম কি হবে তার রূপরেখা তৈরী হয়ে গেল যেন ঐ ভারতীয় ধর্মপ্রচারকের উপদেশের মধ্য দিয়ে। পুণ্য ভারতভূমিতে পৌঁছে বি(বন্দিত নালন্দা বি(বিদ্যালয়ে পাঠ করাই তাঁর জীবনের প্রধান কাজ। সেখান থেকে 'সপ্তদশ-ভূমি শাস্ত্র' ও 'যোগাচার-ভূমি শাস্ত্র' সংগ্রহ করে তবে দেশে ফিরবেন।

ইতিমধ্যে নানা শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশের ভাষাও শিখতে শুরু করেছেন। চব্বিশ বছর বয়সে সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করেন। সেই সময় হয়তো তিনি বৌদ্ধ যোগাচার ধর্ম সম্পর্কেও জ্ঞানলাভ করছিলেন। এছাড়া মধ্য এশিয়ার আঞ্চলিক ভাষা, অধুনালুপ্ত টোকারিয়ান ভাষা, শিখে নিয়েছিলেন।

সম্পূর্ণ অচেনা অজানা রাজ্যে পদার্পণ করতে হবে একা একা। দুর্গম বন্ধুর পথে। প্রচুর দৈহিক শ্রম আছে। অপরিসীম কষ্ট সহ্য করতে হবে। নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে হবে তার জন্যে। ভগবান বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা জানালেন — তাঁর অভিষ্ট যেন সিদ্ধ হয়। সমস্ত দেবতার কাছে মিনতি জানালেন যেন তাঁর যাত্রা সফল হয়।

৬২৭ খৃষ্টাব্দে তাঙ রাজবংশের সম্রাট তাঙ-ঝেন-গুয়ান (তাঙ তাইজং) রাজসিংহাসনে বসলেন। তাঁর রাজত্বকাল ছিল ৬২৭ থেকে ৬৪৯ খৃষ্টাব্দ।

এর ঠিক দু'বৎসর পরের কথা।

এক রাতে হিউয়েন সাঙের স্বপ্নদর্শন হল। দেখলেন মহার্ণবের মধ্যে রয়েছে রত্নে সুসজ্জিত সুমেরু শৃঙ্গ। প্রাণপণে তিনি শৃঙ্গে আরোহণের চেষ্টা করছেন। বারংবার। কিন্তু ব্যর্থ হচ্ছেন। নৌকা নেই, ভেলা নেই। প্রবল তরঙ্গদোলা। শৃঙ্গের কাছে পৌঁছবেন কি করে? এমন সময় এক প্রস্তর নির্মিত কমলাসন জলতরঙ্গের উপর দিয়ে এগিয়ে

এল। তার উপর পা রেখে তিনি সমুদ্রলহরী পেরিয়ে এগিয়ে গেলেন। তারপর যেই না ঐ পর্বতের পাদদেশে উপনীত হলেন, অমনি কমলাসনখানি অন্তর্হিত হল। তিনি পর্বতের পাদদেশ থেকে পর্বতশীর্ষে আরোহণের চেষ্টা করছিলেন। তাঁর চেষ্টা সফল হচ্ছিল না। তখন এক প্রবল বাত্যাপ্রবাহ ধেয়ে এল। আর তাঁকে অক্লেশে পর্বতশীর্ষে তুলে নিয়ে গেল। তখন আকাশ ও সমগ্র জগত তাঁর কাছে স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ ও নির্মল মনে হচ্ছিল। তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল, এ নিছক স্বপ্ন নয়। এক প্রগাঢ় ইঙ্গিত বহন করছে। স্বপ্নের মধ্য দিয়ে পরম দেবতার শুভ আশীর্বাদ বর্ষিত হচ্ছে তাঁর উপর।

এই ঘটনার পরেই ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে হিউয়েন সাঙের যাত্রার সিদ্ধান্ত একপ্রকার সুনিশ্চিত হয়ে যায়। তখন তাঁর বয়স মাত্র সাতাশ বৎসর।

স্বপ্নদর্শন — মানুষ আসলে যা আন্তরিকভাবে কামনা করে, তাই তো তার কাছে স্বপ্নে ধরা দেয়। জাগরণে যা অধরা, স্বপ্নের শুভেচ্ছায় তাই ধরাছোঁয়ার আওতায় পা রাখে।

তখন চিনে প্রবল রাজনৈতিক সমস্যা উদ্ভূত হয়েছে। তাঙ রাজবংশ ও পূর্বদেশীয় তুর্কি (গোরতুর্ক বা গোকতুর্ক)-দের মধ্যে প্রায়শ সীমান্ত সংঘর্ষ চলছে। সেকারণে চিনসম্রাট তাঙ তাইজং দেশবাসীর বিদেশগমন সম্পূর্ণ অবৈধ ঘোষণা করলেন। বিশেষত পশ্চিম দেশে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হল। নিষেধাজ্ঞার আওতা থেকে বাদ গেল কেবল বিদেশী পর্যটক ও বণিকেরা। হিউয়েন সাঙকে ভারতে যেতে হলে পশ্চিমের পথেই যেতে হবে। মধ্য এশিয়ার বাণিজ্যপথ সিল্ক রুট ধরে।

তিনি আরো কয়েকজনের সঙ্গে মিলে ভারতভূমি যাত্রার সম্মতিপত্রের (গুয়ো শুয়ো) জন্য রাজার কাছে আবেদন করলেন। প্রত্যাশিতভাবেই প্রশাসন অসম্মতি জ্ঞাপন করল। সকলে খুব হতাশ হয়ে পড়ল। হাল ছাড়লেন না ল(্যে অবিচল হিউয়েন সাঙ।

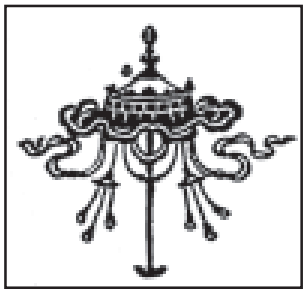

৩। যাত্রা - চ্যাঙান থেকে তুরফান

চ্যাঙান- চিনচৌ - ল্যানচৌ - লিয়াংচৌ - গুয়াঝাউ- ইউমেনকুয়ান- মোহোইয়েন মরুভূমি- ইউ- কুমুল- তুরফান

একদিন **চ্যাঙান** থেকে বেরিয়ে পড়লেন অজানা পশ্চিমের দিকে। সময় চেঙ-কুয়ানের তৃতীয় বর্ষের অষ্টম মাস। মোটামুটি ৬২৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস হবে। ল(্য ভারতবর্ষ। ল(্য নালন্দা বি(বিদ্যালয়। ল(্য ভগবান বুদ্ধের পুণ্যভূমি দর্শন এবং মূল শাস্ত্র অধ্যয়ন। রাজধানীতে সিয়াও-তা নামের এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তিনি 'মহাপরিনির্বাণ সূত্র' অধ্যয়ন সাঙ্গ করেছেন। দেশে ফিরবেন। তাঁর দেশ চিনচৌ (সিন-সাউ, কানসু প্রদেশের টিয়েনসুই কাউন্টি)। হিউয়েন সাঙ তাঁর সঙ্গে চলে গেলেন **চিনচৌ**। একরাত কাটালেন সেখানে। পরিচয় হল আরেক যাত্রীর সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে চলে গেলেন কানসু প্রদেশের রাজধানী **ল্যানচৌ**।

সা(াত হল আরেকদল যাত্রীর সঙ্গে। তারা লিয়াংচৌ ফিরে যাবে। নগরটির অবস্থান বর্তমান কানসু (গনসু) প্রদেশের উওয়েই কাউন্টিতে। তাদের সঙ্গে পৌঁছে গেলেন **লিয়াংচৌ** (লিয়ংঝউ)। চিনের পশ্চিমতম সীমান্তে অবস্থিত হোসি প্রদেশের রাজধানী এই লিয়াংচৌ। চিন ও মধ্য এশিয়ার বাণিজ্যপথ সিল্ক-রুটের দ(ণতম নগর। পামির মালভূমির পূর্বদিকের রাজ্যাদি থেকে এই নগরে নিরন্তর বণিকদলের সমাগম লেগে থাকে। হিউয়েন সাঙ সেখানে বসে সুযোগের অপে(ায় রইলেন। ইতিমধ্যে নগরবাসী বৌদ্ধসন্ন্যাসী ও জনতার অনুরোধে তাঁকে সত্যধর্ম সম্পর্কে কিছু উপদেশ দিতে হল। ব্যাখ্যা করলেন 'মহাপরিনির্বাণ সূত্র', 'মহাযান-সংগ্রহ' ও 'মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র'। পূর্বদেশ থেকে আগত বণিকদল তাঁর ধর্মদেশনা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেল। তারা নানা মূল্যবান উপহার দিল। হিউয়েন সাঙ যে পশ্চিমের দেশ হয়ে ব্রাহ্মণ্য দেশে যেতে চান, সেকথা তিনি তাদের কাছে প্রকাশ করলেন। তারা স্বদেশে ফিরে গিয়ে প্রচার করে দিল ঐ নবীন চৈনিক শ্রমণের কথা যিনি ভগবান বুদ্ধের দেশে গমনের উদ্দেশ্যে শীঘ্রই যাত্রা করবেন।

লিয়াংচৌর গভর্নর লি-তালিয়াং রাজকীয় নিষেধাজ্ঞা কঠোরভাবে মেনে চলার প(। কোন চিনা নাগরিকের পশ্চিমের দেশে পা রাখা নিষেধ। গভর্নর খোঁজখবর নিলেন। হিউয়েন সাঙের বিদেশ যাত্রার মূল উদ্দেশ্য কি তা জানতে চেষ্টা করলেন। সব শুনে গভর্নর তাঁকে রাজধানী চ্যাঙান ফিরে যেতেই পরামর্শ দিলেন। তবে তা গৃহীত হল না।

ধর্মদেশনা করতে করতে ইতিমধ্যে প্রায় এক মাস কেটে গেল। হুই-উয়েই নামের এক বৌদ্ধ পণ্ডিত তখন হোসি প্রদেশে ছিলেন। তিনি হিউয়েন সাঙের সত্যধর্ম প্রচারের

কথা ও তাঁর অপূর্ব দেশনার কথা শুনেছেন। আরো শুনেছেন তাঁর ভারত ভ্রমণের বাসনার কথা। তাঁর দুই শিষ্য, হুই-লিন ও তাও-চেঙ। তাদের পাঠিয়ে দিলেন হিউয়েন সাঙের কাছে। জানালেন যে এরা তাঁকে পশ্চিমে পৌঁছে দেবে। গভর্নরের নিষেধ থাকায় কাজটা গোপনে করতে হবে। ঠিক হল, তাঁরা রাতে পথ চলবেন আর দিনের বেলা আত্মগোপন করে থাকবেন। এভাবে তাঁরা **গুয়াঝাউ** (কুয়াচাউ) পর্যন্ত পৌঁছেও গেলেন। কানসু প্রদেশের আনশি কাউন্টির পুবদিকের জনপদে। গভর্নর টুকু-তা সাদরে গ্রহণ করল তাঁকে।

গুয়াঝাউ পৌঁছে পশ্চিমে যাত্রাপথের হালহকিকত সম্পর্কে সন্ধান করলেন স্থানীয় লোকজনের কাছে। জানা গেল, পঞ্চাশ লি উত্তরে হু-লু (সু-লেহ-হো বা বুলুঙ্গির) নদী আছে। নদীটি নিচের দিকে চওড়া কিন্তু উজানে সংকীর্ণ। তবে প্রচণ্ড জলস্রোত সেখানে। হেঁটে পার হওয়া অসম্ভব। অথচ ওটাই ইউমেন-কুয়ান পৌঁছনোর একমাত্র পথ। ('কুয়ান' মানে গিরিপথ।) কুয়ান পেরিয়ে তবে পশ্চিমে যাওয়া যাবে। সেটাই একমাত্র পথ। তারপর সুবিস্তৃত মরুপ্রান্তর। একদিকে গোবি মরুভূমি অন্যদিকে তাকলামাকান। মাঝখানে চিন সরকারের গোটা পাঁচেক প্রহরা-ঘাঁটি (নিরী(ণ বুরুজ) আছে। কমবেশি একশ' লি অন্তর ব্যবধানে। পথে জল নেই। একবিন্দু ঘাস পর্যন্ত নেই। বুরুজ পেরিয়ে শুরু হচ্ছে মো-হো-ইয়েন মরুভূমি। আর তার মধ্যে ইউ কাউন্টির জনপদ হামি। সেই দুর্গম পথে পাড়ি দিতে হবে। এদিকে তাঁর বাহন ঘোড়াটি মারা পড়েছে। মনে মনে ভাবছেন, এবার কি করা যায়। কিভাবে এগোনো যায়।

ইতিমধ্যে লিয়াংচৌ থেকে সংবাদ আসে গুয়াঝাউতে। জনৈক সন্ন্যাসী, নাম হিউয়েন সাঙ, পশ্চিম সীমান্ত পেরিয়ে বিদেশে পাড়ি দিতে পারে। তাঁর কাছে বৈধ অনুমতিপত্র নেই। তাঁকে আটক করার নির্দেশ আছে। গুয়াঝাউর শাসনকর্তা টুকু-তা সোজাসুজি হিউয়েন সাঙকে প্রশ্ন করে জেনে নেয় যে তিনিই সেই পলায়নপর ব্যক্তি(কি না। ঘটনাচক্রে(ঐ রাজকর্মচারী ছিলেন একনিষ্ঠ বৌদ্ধ। তিনি সত্যটা জানতে চান এবং সম্ভব হলে সহযোগিতা করবেন এমনই আভাষ দেন। হিউয়েন সাঙ তাকে সব কথা খুলে বললেন। আর আশ্চর্য হয়ে দেখলেন ঐ রাজকর্মচারী তাঁর সামনেই সরকারী নির্দেশনামা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে বললেন — 'আর দেরী নয়, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যাত্রা করুন।'

পথ-প্রদর্শক দু'জনের মধ্যে চাও-চেঙ ইতিমধ্যে তুন-হুয়াং চলে গিয়েছে। সঙ্গে আছে কেবল হুই-লিন। পথকষ্ট সহ্য করা তার মতো দুর্বল মানুষের প(সম্ভব নয় বিবেচনা করে তাকেও বিদায় দিলেন। নতুন ঘোড়া কেনা হল। এবার দরকার একজন অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শকের। মঠে বসে হিউয়েন সাঙ প্রার্থনা জানান — মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব যেন এবার কোন একটা উপায় করে দেন।

এমন সময় মঠের এক বিদেশী সন্ন্যাসী, ধর্ম, এগিয়ে এসে অদ্ভুত কথা জানালেন। তিনি নাকি স্বপ্নে দেখেছেন যে কমলাসনে বসে হিউয়েন সাঙ পশ্চিমে চলেছেন।

আবার স্বপ্ন! আর তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন শুভ ইঙ্গিত! তবে বুঝি তাঁর ভারতভূখণ্ডে যাত্রা বাস্তবায়িত হবেই। মন্দিরে ভগবান বুদ্ধের সামনে নতজানু হয়ে বসে থাকেন তিনি।

এমন সময় আরেক বিদেশী অতিথির আবির্ভাব হল। নাম — পান-তো-শি। হিউয়েন সাঙকে প্রদ(ি)ণ করে সে তাঁর কাছে ধর্মোপদেশ প্রার্থনা করল। তাকে পাঁচটি নীতিবাক্য দান করা হল। একটু পরে পান-তো-শি গুরুর জন্য কিছু ফল ও কেক নিয়ে এল। বিদেশী পান-তো-শিকে দেখে শক্ত(সমর্থ ও বুদ্ধিমান বলেই মনে হয়েছিল গুরুর। তার কাছে ভি(হিউয়েন সাঙ একান্ত মনোবাসনার কথা প্রকাশ করলেন। সব শুনেটুনে ঐ বিদেশী তাঁকে সাহায্য করতে সম্মত হল।

পরদিন বিদেশীর জন্য ঘোড়া ও পোষাক সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে ঝোপের অন্তরালে অপে(া করছিলেন। একটু পরে পান-তো-শি এল। সঙ্গে নিয়ে এল আরেকজন বৃদ্ধ মানুষকে। সেও বিদেশী। সঙ্গে তার লাল রঙের ঘোড়া। সেও বেশ বুড়ো। তবে লোকটি ওদিককার বাসিন্দা বলে পথঘাট খুব ভালো চেনে। বার তিরিশেক অন্তত ইউ কাউন্টিতে যাতায়াত করেছে।

লোকটি হিউয়েন সাঙকে যাত্রাপথের ভয়াবহতার কথা জানাল — 'মরুপথে তপ্ত বালুঝড় আছে। দানো আছে। পদে পদে মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে। সেই দুর্গম পথে মান্যবর একাকী যাত্রার বাসনা করেছেন। দয়া করে আরেকবার ভেবে দেখুন।'

হিউয়েন সাঙ জানালেন — 'এক মহান উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এই পশ্চিমের পথে নেমেছি। ব্রাহ্মণ্যদেশ অবধি না পৌঁছে আর পূর্বদিকে ফিরে যাব না। পথে যদি মৃত্যু আসে, আসুক, দুঃখ নেই।'

'— তবে ভদন্ত আপনি আমার এই ঘোড়াটি নিয়ে যান। এটিও এপথে বার পনেরো যাতায়াত করেছে। আপনার ঘোড়াটি এ পথে চলার জন্য বড়োই আনকোরা।'

একথা শুনে তাঁর মনে পড়ে গেল, চ্যাঙানের হো-হাং-তা যাদুকরের কথা। যাদু, ডাকিনীবিদ্যা ও ভবিষ্যদ্বাণীতে তার খুব সুনাম ছিল। সে বলেছিল — 'আপনার প্রার্থিত যাত্রা সফল হবে। এক বুড়ো শীর্ণকায় লাল ঘোড়ায় চেপে আপনি পশ্চিমে যাবেন। আর দেখবেন, ঐ ঘোড়ার জিনের সামনে লোহার টুকরো বাঁধা আছে।'

হিউয়েন সাঙ দেখতে পেলেন ঐ বুড়ো লাল ঘোড়ার জিনেও লোহার টুকরো বাঁধা। তবে তো সেই ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক ঠিক মিলে গেল। আনন্দিত মনে তিনি ঘোড়া বদল করে নিলেন। তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়লেন পথে। রাতের অন্ধকারে।

পথে যেতে যেতে নদী পড়ল। নাম বুলুঙ্গির (হু-লু) নদী। অল্প দূরে **ইউমেন-কুয়ান** দেখা যাচ্ছে। উজানপথে আরো দশ লি এগিয়ে গেলেন। নদী সেখানে ফুট দশেকের মতো চওড়া। সঙ্গীটি বড়ো বড়ো গাছের ডালপালা কেটে তার উপর ঘাস-বালি বিছিয়ে সেতু নির্মাণ করে ফেলল। ঘোড়াদুটি অনায়াসে পার হয়ে গেল।

বড়ো বাঁধা অতিত্র(ম করা গিয়েছে দেখে হিউয়েন সাঙ আনন্দিত মনে শয্যা পেতে বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন। একটু পরে দেখেন — পান-তো-শি উন্মুক্ত(তরবারী হাতে এগিয়ে আসছে তাঁরই দিকে। মনে মনে কী কুমতলব ছিল তার মনে কে জানে! খানিকটা এগিয়ে এল। তারপর কি মনে করে পিছিয়ে গেল। সজাগ হয়ে হিউয়েন সাঙ মনে মনে মন্ত্র উচ্চারণ করে যেতে লাগলেন। সেই সঙ্গে অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের নাম জপ। একটু পরে পান-তো-শি শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন পান-তো-শি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে অস্বীকার করল। পথ দুর্গম। শাস্ত্রীদের প্রহরাঘাঁটি ছাড়া আর কোথাও পানীয় জল নেই। রাতে লুকিয়ে লুকিয়ে ঐ বুরুজের কাছে গিয়ে জল আনতে হবে। তারা যদি টের পায়, মৃত্যু অনিবার্য। তার থেকে ফিরে যাওয়াই ভাল। এই সব কথা বলছিল।

এদিকে হিউয়েন সাঙও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একপাও পিছনে যাবেন না। দু'জনে আরো কয়েক লি পথ অতিত্র(ম করল। তারপর লোকটি পুরোপুরি বেঁকে বসল। জানাল যে তাকে বড়োসরো পরিবারের ভরণপোষণ চালাতে হয়। তাই দেশের আইনের বিরুদ্ধে যাওয়া তার প(সম্ভব নয়। বোঝা গেল — লোকটিকে দিয়ে জোর করে কিছু করা যাবে না। বিদায় করাই মঙ্গল। তবে পান-তো-শি-র কাছে হিউয়েন সাঙকেও প্রতিজ্ঞা করতে হল যে শাস্ত্রীদের হাতে ধরা পড়লে তিনি কখনো তার নাম উচ্চারণ করবেন না।

এখন সর্বার্থে চিনা ভি(একা। সামনে মরুভূমি। কোন পথপ্রদর্শক নেই। জনমানবহীন পথ। পথই বা কোথায়! মানুষের কঙ্কাল আর ঘোড়ার মল দেখে পথের হদিশ করে নিতে হচ্ছে। সেসব দেখতে দেখতে ভয় আরো চেপে বসে। সেই মৃতদের স্তূপে তাঁরই মতো পশ্চিমের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া পর্যটকরাও নিশ্চয়ই আছেন। আর এই কঙ্কালে তাদের অন্তিম পরিণতি! কি ভয়ঙ্কর আর অনিশ্চিত এই পথপরিত্র(মা। কতদূরে ভগবান বুদ্ধের দেশ। যতদূরেই হোক না কেন সেখানে যে তাঁর পৌঁছোনো চাই-ই চাই। জন্মভূমি থেকে শি(াভূমির দিকে। সত্যজ্ঞানের উৎস যেখানে সেই দেশের উদ্দেশে। জ্ঞানের তো কোন দেশ নেই। সত্যের কোন প্রাদেশিকতা নেই। তা সর্বত্র বিচরণ করে। তাকে সর্বজনহিতায় ভেবে গ্রহণ করলে তবেই না মঙ্গল।

পথে আচমকা কয়েকশ' মানুষের কাফিলা নজরে এল। মনে হচ্ছে অশ্বারূঢ় একটি দল। তাদের পরনে মোটা পশমের পোষাক। হাতে পতাকা ও বল্লম। এরা কি ডাকু-লুঠেরা? এগিয়ে আসছে আবার যেন হারিয়ে যাচ্ছে । কাছে এসে পড়ার বদলে হঠাৎ তারা উধাও হয়ে গেল। তবে কি এরাই সেই দানো, যাদের কথা আগে শুনেছিলেন? হঠাৎ কোথা থেকে কে যেন বলে উঠল — 'ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না।'

আশি লি-র মত দূরত্ব অতিত্র(ম করার পরে প্রথম নিরী(ণ বুরুজটা নজরে এল। তাড়াতাড়ি খাদের মধ্যে আত্মগোপন করলেন। তারপর রাতের অপে(ায় বসে রইলেন।

অন্ধকার ঘন হয়ে এলে বুরুজের পশ্চিমে যেখানে জল আছে সেদিকে এগিয়ে গেলেন। প্রথমে জলপান করলেন। হাতমুখ ধুয়ে সঙ্গে-আনা জলপাত্র ভরতে যাবেন, অমনি সাঁ করে তীর ছুটে এল। প্রায় তাঁর হাঁটু ঘেঁষে। পর(ণেই আরেকটি তীর। বুঝতে পারলেন যে তিনি আর গোপন নেই। মৃত্যু শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে। চিৎকার করে জানিয়ে দিলেন — 'আমি রাজধানী থেকে আগত এক সন্ন্যাসী, তীর ছুঁড়ো না।'

তারপর এগিয়ে গেলেন বুরুজের দিকে। ঘাঁটির সর্দার ওয়াং-সিয়াং দীপালোকে দেখলেন — সত্যি ইনি এক সন্ন্যাসী। তবে হোসির লোক নয়। হিউয়েন সাঙ জানিয়ে দিলেন যে তিনি রাজধানী থেকে আগত সেই ব্যক্তি(যার উপর পশ্চিমে না-যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা আছে।

সর্দার চাইছিলেন, ইনি যখন তুনহুয়াং-এর লোক, তুনহুয়াং-এই ফেরত পাঠানো যাক। সেখানে চ্যাঙ-চিয়াও নামে এক পণ্ডিত আছে। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। কিন্তু সন্ন্যাসী পিছন দিকে ফিরে যেতে সম্মত নয়। জানালেন — দুই রাজধানী চ্যাঙান আর লোইয়াং থেকে সেখানকার সকল গুরুর কাছে সমস্ত শি(ালাভ করেছেন তিনি। দেশের গুরুদের কাছ থেকে নতুন জ্ঞানলাভের আর কোন সম্ভাবনা নেই। এবার তাঁকে যেতে হবে পশ্চিমদেশে। ভারতভূমিতে। যেতে তাঁকে হবেই। সর্দার যত ইচ্ছে শাস্তি দিতে চায়, দিতে পারেন। তিনি ফিরে যাবেন না।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সন্ন্যাসীর কথা শুনে সর্দার বিস্মিত হলেন। এমন একজন ব্যক্তি(র মনোবাসনা ব্যর্থ হয়ে যায় এমন কিছু করা সম্ভব হল না তার প(। পরিবর্তে তাঁর রাতের বিশ্রামের সুব্যবস্থা হল। পরদিন সকালে বিদায়কালে পাত্র ভরে জল দেওয়া হল। সেই সঙ্গে কিছু খাদ্যসম্ভার। তারপর সর্দার ভি(সন্ন্যাসীকে এগিয়ে দিলেন দশ লি পথ।

বিদায়কালে বললেন — 'মান্যবর, আপনি এই পথে চলে যান, চতুর্থ নজর মিনারে পৌঁছে যাবেন। সেখানে পৌঁছে আমার নাম করবেন সর্দার ওয়াং পাই-লাঙের কাছে। আমার আত্মীয় সে। বলবেন যে আমি আপনাকে পাঠিয়েছি। সাধ্যমতো সাহায্য করবে আপনাকে। আপনার যাত্রা শুভ হোক।'

সাশ্রু নয়নে বিদায় জানালেন সর্দার ওয়াং-সিয়াং।

সন্ধ্যা নাগাদ চতুর্থ বুরুজ পৌঁছলেন। ভাবলেন — চুপিচুপি একটু জল ভরে নিয়ে চলে যাবেন(কে জানে আবার তাঁকে আটক করে বসবে কি না! জল নিতে এগোচ্ছেন, অমনি নি(প্ত তীর ধেয়ে এল। বিলম্ব না করে আগের মতোই নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করে দিলেন। পায়ে পায়ে বুরুজের দিকে এগিয়ে জানালেন, প্রথম ঘাঁটির সর্দার ওয়াং-সিয়াং পাঠিয়েছে তাঁকে।

অমনি কেল্লার পরিবেশ বদলে গেল। রাতের আশ্রয় জুটে গেল নির্বিঘ্নে। পরদিন সকালে পাত্রভরা জল পেলেন। সেই সঙ্গে কিছু পশুখাদ্য। সর্দার ওয়াং পাই-লাঙ তাঁকে

বললেন — 'পঞ্চম বুরুজ এড়িয়ে আপনি এই পথে এগিয়ে যান। একশ' লির মতো দূরত্বে মিষ্টি জলের ঝর্ণা পাবেন। আসলে পঞ্চম বুরুজের সর্দার লোকটি ভালো নয়।'

সর্দারকে বিদায় জানিয়ে চিনাভি(এগিয়ে গেলেন। সামনে আটশ' লি দূরত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে ভয়ঙ্কর '**মো-হো-ইয়েন**' মরুভূমি। প্রাচীন লোকেরা বলত একে মরুনদী। দিনের বেলা প্রবল উত্তাপ আর রাতে ভীষণ শৈত্যপ্রবাহ। দিনেরাতে তাপমাত্রার বিশাল ব্যবধান মারাত্মক। এ পথের যাত্রীকে তা সহ্য করতে হবে। এখানে পাখি ওড়ে না। প্রাণী বিচরণ করে না। গোটা পথে একবিন্দু জল নেই। খাদ্য নেই, আশ্রয় নেই। সর্বত্র যেন মৃত্যুর ফাঁদ বিছানো। সেই হাড় হিম করা মরুদেশের মধ্য দিয়ে একাকী এক সন্ন্যাসী পথিক ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন। চারদিকে মৃত মানুষের চিহ্(ছড়ানো। সেসব দেখতে দেখতে আরো ভয় চেপে বসে। হিউয়েন সাঙ ত্র(মাগত অবলোকিতেশ্বের বোধিসত্ত্বের নামজপ করেন আর 'প্রজ্ঞাপারিমিতাহৃদয় সূত্র' আবৃত্তি করেন পথ চলতে চলতে।

এমনি করে একশ' লির মতো পথ পার হলেন। তারপর পথ হারিয়ে বসলেন। মরুভূমিতে পথ হারালে একই বৃত্তে বারবার ঘুরে মরতে হয়। সেটাই হচ্ছিল। কোথায় সেই মিষ্টি জলের ঝর্ণা! সঙ্গে সামান্য জল ছিল। হাত থেকে জলপাত্র পড়ে যাওয়ায় সেটুকুও খোয়া গেল। ফিরে যাবেন বলে পূর্বদিশায় চতুর্থ বুরুজের দিকে পা বাড়ালেন। কিছুদূর এগিয়ে আবার ফিরে এলেন। তাঁর যে শপথ ছিল, সামনে এগোবেন, কখনো পিছনের দিকে যাবেন না। মনে মনে বললেন — পূর্বদেশে শুধু বেঁচে থাকার চেয়ে পশ্চিমদেশে পা বাড়ালে যদি মরণ আসে, তবে তাই হোক।

এভাবে উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেলেন। কী ভয়ঙ্কর মরুদেশ! কোথাও প্রাণের স্পন্দন নেই। দিনের বেলা প্রবল বালুঝড়। রাতের আকাশে বুঝি অশরীরী আত্মারা জ্বলজ্বল করছে। তেষ্টায় প্রাণ কণ্ঠাগত। জল নেই। (ধায় জর্জরিত দেহ। খাদ্য নেই। তবু তিনি অকুতোভয়। চার রাত পাঁচ দিন ধরে মরীচিকায় পড়ে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত তৃষ(ার্ত ও (ধার্ত হয়ে পড়েছেন। এক সময় বালির উপর শুয়ে পড়লেন। আর উঠে চলার (মতা নেই। উঠে দাঁড়ানোর শক্তি(নেই। সা(াৎ মৃত্যু শিয়রে। আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে আছেন। আর নাম জপ করছেন। কোন ধনসম্পদের লোভে তাঁর এই পরিব্রাজন নয়। কোন যশাকাঙ্খার জন্য এই পর্যটন নয়। এ তো শুধু মহান সত্যকে জানার তীব্র আকাঙ্খায়। বোধিসত্ত্ব কি তাঁকে র(া করবেন না? তাঁর প্রার্থনা কি তিনি শুনবেন না?

মধ্যরাতে শীতল বাতাস বইল। কোথা থেকে এল কে জানে! সমস্ত শরীর স্নিগ্ধ হয়ে গেল। মনে হচ্ছিল এই বুঝি শীতল জলে স্নান সেরে উঠলেন। অবসন্ন শরীরে তন্দ্রা এল। মনে হল কে যেন শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে। এক বিশাল দীর্ঘকায় ব্যক্তি(। তাঁর হাতে বল্লম। ইনি কি দেবতা?

তিনি বলছেন – 'ওঠো, ভি(ওঠো, নির্ভয়ে সামনে এগিয়ে যাও। ভগবান বুদ্ধ তোমাকে র(া করবেন।'

প্রাণে সাহস এল। কোনরকমে উঠে দাঁড়ালেন। পা বাড়ালেন সামনের দিকে। কিছুদূর এগিয়ে গেলেন। হঠাৎ তাঁর বাহনটি গতিমুখ পরিবর্তন করল। উত্তেজিত হয়ে প্রাণীটি মরুভূমির এক দিকে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। বিপর্যস্ত পথিক রাশ আলগা করে বসে রইলেন ঘোড়ার পিঠে। মরুভূমিতে চলাফেরায় অভ্যস্ত ঘোড়া এটি। দেখা যাক ভাগ্য তাঁকে কোথায় নিয়ে যায়! অ(ে তাঁকে নিয়ে এল এক মরুদ্যানে। সামনে সবুজ ঘাস। প্রাণীটি বাঁচল। আরেকটু এগিয়ে তিনি পেলেন জল। তাঁরও প্রাণ বাঁচল।

একটা গোটা দিন বিশ্রাম নিলেন সেই জলাধারের পাশে। তারপর জল আর ঘাস সংগ্রহ করে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন পথে। দু'দিন চলার পরে মরুভূমি পার হতে পারলেন।

ইউ রাজ্যের নগর (ই-গু) এসে গেল। কাও-চ্যাঙ রাজ্যের অধীন (ুদ্র রাজ্য এটি। সেখানকার মঠে দেখা হল তিন চিনা সন্ন্যাসীর সঙ্গে। দূরদেশে স্বদেশবাসীর দেখা পেয়ে তাঁরা আবেগে ভেসে গেল। তারপর পার হয়ে এলেন ইউ রাজ্যের **কুমুল** তথা হামি নামক মরুদ্যান। হামি তখন সমৃদ্ধ জনপদ।

কুমুল ত্যাগ করে টিয়েনশানের দ(িণ প্রান্ত ধরে চু নদীর প্রবাহ অনুসরণ করে এগিয়ে গেলেন। চলার পথের ডানহাতে টিয়েনশান পর্বতমালা। এসে পৌঁছলেন **তুরফান** রাজ্যে। সময় ৬৩০ খৃষ্টাব্দ। তুরফান রাজ্য গাও-চ্যাঙ বা কাও-চ্যাঙ নামেও পরিচিত। তার অর্থ হচ্ছে 'উন্নতির শিখর'। রাজা চৈনিক বংশোদ্ভূত, নাম ক্যু-ওয়েন-তাই (চু-ওয়েন-তাই)। কুকা নামেও ডাকা হয়। শক্তি(মান রাজা। একজন নিষ্ঠাবান বৌদ্ধও বটে।

হিউয়েন সাঙ যখন ইউ-রাজ্যে পৌঁছেছিলেন, তখনই তুরফানের রাজা মান্য সন্ন্যাসীকে প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছিলেন। ফলে পরিব্রাজকের যে পরিকল্পনা ছিল তুরফানের উত্তর দিকের খানস্তূপ (কাগান স্তূপ, বিশবালিক বা পেইতিং) হয়ে অগ্রসর হবেন, তা বাতিল করতে হল। তিনি 'দ(িণ মরুভূমি' পার করে ছ'দিন পরে এসে পৌঁছলেন তুরফান রাজ্যের সীমান্ত নগর পাই-লি (পিহলি, পিহচ্যান বা পিহচ্যাং)। সন্ধ্যা নাগাদ। বিশ্রাম না নিয়ে ঘোড়া বদলে বদলে মধ্যরাতে এসে পৌঁছলেন রাজধানী কিয়াওহোর রাজপ্রাসাদে।

কিয়াওহোর আধুনিক পরিচয় ইয়ারখোতো। তুরফানের কুড়ি লি পশ্চিমে অবস্থিত রাজধানী। অন্য সূত্রে রাজধানীর নাম হুও-চউ বা কারাখোজো। ৫০৭ খৃষ্টাব্দে কিয়ু নামের এক চিনা রাজবংশ তুরফানে প্রতিষ্ঠিত হয়। হিউয়েন সাঙ যখন তুরফানে আসেন তখনও কিয়ু বংশের রাজত্ব বহাল ছিল।

মধ্যরাতেও রাজ প্রাসাদে রাজা-রানি জেগে বসেছিলেন চিনা পণ্ডিতকে দর্শন করতে। তাঁকে যথোচিত সম্মান জানাতে। দর্শনান্তে পথশ্রমে ক্লান্ত পরিব্রাজকের ভার খোজার

হাতে তুলে দিয়ে রাতের মতো বিদায় নিলেন। পরদিন সকালেই আবার রাজা-রানি উপস্থিত হলেন। অতিথিকে প্রাতরাশে আপ্যায়ন করে প্রাসাদ-সংলগ্ন বিহারে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিলেন। তাঁর সেবার জন্য নিযুক্ত(হল জনাকয়েক খোজা।

রাজ্যে তুয়ান নামে এক বৌদ্ধপণ্ডিত ছিলেন। আর ছিলেন আশি বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ রাজগুরু ওয়াঙ। তুরফানের রাজার একান্ত ইচ্ছা – হিউয়েন সাঙ ভারতভ্রমণের মতো দুর্গম যাত্রা বাতিল করে তুরফানে পাকাপাকিভাবে বসবাস করুন। রাজার সেই প্রস্তাব চৈনিক পরিব্রাজকের কাছে পেশ করতে রাজগুরুকে পরামর্শ দিলেন। বলা বাহুল্য, চৈনিক পরিব্রাজক সেসব কথা কানেও তুললেন না।

দিন দশেক তুরফান রাজ্যে রইলেন। তারপর বিদায়ের জন্য রাজার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। রাজা তাঁকে তুরফান রাজ্যে থেকে যাওয়ার প্রস্তাব সম্পর্কে আরো একবার ভাবনাচিন্তা করতে অনুরোধ করলেন। রাজা ভেবেছিলেন – হিউয়েন সাঙের মতো বিদগ্ধ জ্ঞানী যদি আজীবন তাঁর রাজসভার ধর্মীয় প্রধান হিসেবে থেকে যান, তাতে তাঁর ও রাজ্যের উপকার হবে, দেশবাসীর কল্যাণ হবে। কিন্তু চিনাভি(কিছুতেই রাজি নয়।

(ুব্ধ রাজা তাঁকে জানালেন – 'ভদন্ত, আমি আপনাকে প্রভূত সম্মান করি। স্থির করেছি আপনাকে আমার কাছেই রেখে দেব। আপনি আমার এই পরামর্শ গ্রহণ করুন। যদি বা পামির পর্বতমালার স্থানপরিবর্তন সম্ভব হয় তবু আমার সিদ্ধান্ত বদলানো সম্ভব হবে না। দয়া করে আমার আন্তরিকতায় বি(্বাস করুন। আমাকে সন্দেহ করবেন না।'

পরিব্রাজকের কাছে এ এক নতুন রকমের সমস্যা। একদিকে পরোপকারী রাজার বিরুদ্ধাচরণ করা যায় না। অন্যদিকে তাঁর স্বপ্ন-সাধ ও সত্যসাধনাও ব্যর্থ হতে দেওয়া চলে না। অথচ তাঁকে এই বন্ধন থেকে মুক্তি(পেতেই হবে। তিনি অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলেন। রাজাকে টলনো গেল না। তিনিও সম্মত হতে পারলেন না।

এক সময় প্রবল (োভে রাজা বলেই উঠলেন – 'আপনাকে কবজা করার অন্য উপায় আমার জানা আছে। আপনি নিজে নিজে রাজ্য ছেড়ে কি করে চলে যেতে পারেন, দেখি। দরকার হলে আপনাকে আমি আপনার দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেব। এখনো সময় আছে, দয়া করে ভালো করে সবকিছু খতিয়ে দেখুন। মনে হয়, আমার অনুরোধ র(া করাই আপনার প(ে সবদিক থেকে ভালো।'

হিউয়েন সাঙ বললেন – 'রাজন, এই দুর্গম যাত্রাপথে বেরিয়ে এখানে এসেছি মহান ধর্মের জন্য এক মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে। পথে বেরিয়ে আজ এমন এক কঠিন বাঁধার সম্মুখীন হলাম। রাজন, আপনি আমার দেহকে আটক রাখতে পারেন। আমার মনকে পারেন না।'

একথা বলে পরিব্রাজক কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

আর কথা বলতে পারলেন না। কি করবেন তিনি? কি করে মুক্তি(পাবেন? নিরুপায় হয়ে আহারনিদ্রা ত্যাগ করলেন। জলগ্রহণ পর্যন্ত বন্ধ করে দিলেন। এতদিন ভোজনকালে রাজা স্বহস্তে আহার্যদ্রব্য একটি পাত্রে নিয়ে তাঁকে নিবেদন করতেন। ঐ ঘটনার পর (ুব্ধ ভি(তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। এভাবে একদিন গেল, দুদিন গেল, তিনদিন চলে গেল। চতুর্থ দিনে তাঁর ধ্বাসপ্রত্রি(য়া মৃদু হতে লাগল। রাজা সংবাদ পেয়ে চিন্তিত। চিনাভি(ুর জীবনহানির সম্ভাবনায় সম্বিত ফিরে পেলেন। রাজা তখন তাঁকে বললেন — 'ঠিক আছে মান্যবর, আপনাকে আপনার গন্তব্যে চলে যেতে দেবো। দয়া করে এবার কিছু খাদ্য গ্রহণ করুন।'

হিউয়েন সাঙ ভগবান বুদ্ধের সামনে ও রাজমাতা চ্যাঙের উপস্থিতিতে সেই প্রতিজ্ঞা আরেকবার কবুল করিয়ে নিলেন। তারপর আহার গ্রহণ করলেন। তুরফানের রাজাও পরিবর্তে অঙ্গীকার করিয়ে নিলেন যে ভারতভ্রমণ সাঙ্গ করে দেশে ফেরার পথে তিনি তিনটি বৎসর তার রাজ্যে বসবাস করবেন। আর ভারতে যাওয়ার আগে আরো একটি মাস তুরফান রাজ্যে অবস্থান করে 'প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র' সম্পর্কে দেশনা দেবেন। হিউয়েন সাঙ সানন্দে সম্মত হলেন।

তারপর একদিন বিশাল সমাবেশের আয়োজন হল। রাজা এলেন। রাজমাতা চ্যাঙ এলেন। রাজগুরু ওয়াং ও মন্ত্রীদল এলো। সভায় তিন শ'র বেশি লোকের জমায়েত হল। সকলে বসে তাঁর কাছে ধর্মকথা শ্রবণ করল।

ইতিমধ্যে চিনা সন্ন্যাসীর আগামী যাত্রার বিশাল আয়োজন চলছে। তুরফানের রাজা তাঁকে শুধু যে যাত্রার অনুমতি দিলেন তাই নয়। প্রচুর রসদ দিয়ে সাহায্য করলেন। তাঁর জন্য তৈরী হল ত্রিশ প্রস্থ পোষাক। শীত নিবারণের জন্য দস্তানা-মোজা-জুতো। সঙ্গে মুখ ঢাকার অবগুণ্ঠন। দিলেন একশ' স্বর্ণমুদ্রা, ত্রিশ হাজার রজতমুদ্রা ও পাঁচশ' বাণ্ডিল সিল্ক। মালপত্র বহনের জন্য ত্রিশটি ঘোড়া, পঁচিশখানা গাড়ি আর আর জনা পঁচিশ লোক। সঙ্গে দিলেন চারজন শি(ানবীশ সেবক। এ ছাড়া দিলেন চব্বিশ রাজার কাছে চব্বিশখানা পত্রলিপি। তার মধ্যে কুচার রাজার উদ্দেশ্যে লিখিত একখানি পত্র ছিল। প্রত্যেক রাজার জন্য উপঢৌকন স্বরূপ এক বাণ্ডিল করে সূক্ষ্ম রেশম পাঠানো হল। তারপর প্রাসাদের কর্মচারী হুয়া-সিন এবং আরেক কর্মচারীকে নির্দেশ দিলেন হিউয়েন সাঙকে সম্রাট সেহ খানের রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হবে। সেহ খানের জন্য পাঁচশ' বাণ্ডিল রেশম ও দু' গাড়ি ফল পাঠানো হল। তার কাছে পত্রে লিখলেন — 'পত্রবাহক তীর্থযাত্রী আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। আমার মতোই তাঁর সঙ্গে সমুচিত ব্যবহার করতে অনুরোধ জানাই।'

বিদায় নেওয়ার আগে হিউয়েন সাঙ দীর্ঘ পত্র লিখে উদার রাজার প্রভূত গুণগান করলেন। তিনি লিখলেন — '...কাশ্যপ মাতঙ্গ ও সঙঘবর্মন, উ এবং লো দেশে, ধর্ম

গৌরব বৃদ্ধি করেছেন(ধর্মর(ও কুমারজীব চিন ও লিয়াঙে তা সুশোভিত করেছেন। ... অথচ বুদ্ধের অনন্য শি(া আজ দুই চরম মতবাদে বিভক্ত((মহাযানের মতো অসাধারণ তত্ত্ব উত্তর ও দ(ণের সম্প্রদায়ে বিভাজিত। ... কুড়ি বৎসর ধরে অনেক চর্চা করেও তার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব উদ্ধার করতে পারা যায়নি। ... তাই এই যাত্রা ... আপনি মহান রাজা ... ত্রে(ারেইনা ও কারাশহর, বেশবালিক ও ল্যাঙওয়াঙের মতো রাজ্যও আপনার করুণা ও সদগুণে প্রভাবিত। ... আপনি আমাকে ভ্রাতা বলে সম্মান জানিয়েছেন। ... আর পাথেয় হিসেবে যা দিয়েছেন তা আমার ভারতভ্রমণে বিশ বছরের রসদ।'

পত্রশেষে অনেক ধন্যবাদ জানালেন। তারপর রাজ-বদান্যতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নবোদ্যমে ভারত অভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন। আর তিনি রাজ্য থেকে পলায়নপর এক বৌদ্ধ শ্রমণ মাত্র নয়। এখন তিনি রাজ অনুজ্ঞায় লালিত সুপরিচিত তীর্থযাত্রী। রাজারানি ভি(অমাত্যবর্গ ও জনতার ঢল তাঁকে নগরের পশ্চিম প্রান্ত অবধি এগিয়ে দিল। রাজা তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। অশ্রুধারা প্রবাহিত তাঁদের নয়নে। রানিদের প্রাসাদে ফিরিয়ে দিয়ে রাজা ও ভি(রা আরো কয়েক লি দূরত্ব অবধি তাঁকে সঙ্গ দিলেন। তারপর বিদায় জানালেন।

তুরফান রাজার কাছে লিখিত পত্রে হিউয়েন সাঙ কয়েকজন ধর্মপ্রচারকের নাম করেছেন। ভারত থেকে সর্বপ্রথম যে দু'জন ধর্মপ্রচারক চিনে গিয়েছিল, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন কশ্যপ মাতঙ্গ (চু মো-তেং)। ইনি ৬৭ খৃষ্টাব্দে হান শাসক মিঙতির আমন্ত্রণে চিনের লোইয়াংঙে পৌঁছান। অন্যজন ধর্মরত্ন (চু-ফা-লান)। এঁদের জন্যই শ্বেতাশ্ব বিহার নির্মিত হয়। এঁরা বৌদ্ধশাস্ত্রাদি চিনা ভাষায় অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মধ্য এশিয়ার ধর্মর((চু-ফা-হু)-এর জীবনকাল ২৩০ থেকে ৩১৭ খৃষ্টাব্দ। ভারত থেকে শি(ালাভ করে তৃতীয় শতকে চিনে ফিরে গিয়েছিলেন। তুনহুয়াং তাঁর জন্মস্থান। ইয়েচিহ বংশোদ্ভূত এই বহু ভাষাবিদ জীবনের অনেকটা সময় শ্বেতাশ্ব বিহারে অতিবাহিত করেন। বহু শাস্ত্রগ্রন্থ ভাষান্তরিত করেন। এক বিদ্বান বংশে জন্মগ্রহণ করেন কুমারজীব (৩৪৩-৪১৩ খৃঃ)। কাশ্মীর রাজ্যের অমাত্যপদ ত্যাগ করে তিনি বৌদ্ধধর্ম আশ্রয় করেছিলেন। মধ্য এশিয়ার খোটান-কাশগর-ইয়ারকন্দ সহ পূর্ব তুর্কিস্তানে তাঁর অনেক শিষ্য আছে। তিনি যখন কুচা রাজ্যে ছিলেন, তখন উত্তর চিনের সম্রাট ফু-কিয়েন তাঁকে চিনে পাঠিয়ে দিতে কুচের রাজাকে অনুরোধ করেছিলেন। সে অনুরোধ র(া করতে কুচা অসম্মত হয়েছিল বলে চিনসম্রাট সৈন্যসামন্ত নিয়ে যুদ্ধ করে ৩৮৩ খৃষ্টাব্দে কুমারজীবকে বন্দী করে স্বরাজ্যে নিয়ে যান। দীর্ঘ বন্দীদশা থেকে মুক্তি(মেলে চিন সম্রাট ইয়াও-চিঙের সময়। ৪০১ খৃষ্টাব্দে। তারপর তাঁকে রাজগুরু (কুয়োশিশ) হিসেবে রাজধানী চ্যাঙানে প্রতিষ্ঠিত করেন। চ্যাঙানের মহাবিহারে কেটেছিল কুমারজীবের জীবনের অন্তিম বারোটা বছর। তিনিও অনেক গ্রন্থ অনুবাদ করেছিলেন।

৪। তুরফান থেকে বামিয়ান

তুরফান - কারাশার - কুচা - অকসু - লেক ইশিককুল - টোকম্যাক-তালাসু - ইসফিদজাব -কুইউ - নেইকেন্দ - তাশখন্দ - সমরকন্দ - কোচানিয়া - খরগন - বোখারা - কসন্না - লৌহদ্বার-তুহুয়োলো - কুন্দুজ-বলখ-তাপাসু - বল্লুক-যুমধ - গুজগন - গচি - বামিয়ান

মধ্য এশিয়ার ভৌগলিক চেহারা আমাদের কাছে সাধারণভাবে অচেনা। মহাচিনের পশ্চিমে আর তিব্বতের উত্তরে চিনা তুর্কিস্তানের কথাটা হয়তো জানা। পামির গ্রন্থির পূর্বদিকে হিমালয়ের উত্তরে তিব্বত রাজ্য। তিব্বতের উত্তরে কারাকোরম-কুনলুনশান ও আস্তিনতাগ-নানশান পর্বতমালা। আরো উত্তরে তাকলামাকান মরুভূমি। বিস্তৃত রয়েছে চিনের সিনকিয়াং অঞ্চলে। মহাচিনের পশ্চিমে এ জায়গার অন্য নাম চিনা তুর্কিস্থান। সিনকিয়াং এলাকার দ(িণে কুনলুন-আস্তিনতাগ ও উত্তরে টিয়েনশান পর্বত।

চিনা তুর্কিস্তানের উত্তরে টিয়েনশান পর্বতমালার দ(িণ ঢালের কোল ঘেঁষে রয়েছে বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক নগর — কাশগর, অকসু, কুচা, কারাশার, তুরফান, হামি ইত্যাদি। তেমনি দ(িণে কুনলুনশান আস্তিনতাগ ও নানশান পর্বতমালার উত্তর ঢালের কোল ঘেঁষে রয়েছে কাশগর, খোটান, ইয়ারকন্দ ইত্যাদি নগর। পামির থেকে পশ্চিমে দুই বাহুর মতো প্রসারিত টিয়েনশান ও কুনলুনশান যেন ঘিরে রেখেছে তাকলামাকান মরুটিকে। ঐ মরুদেশের দু'দিকের নগর ছুঁয়ে ছুঁয়ে দু'টি বাণিজ্যপথ আছে 'সিল্ক রুট' নামে। তার পশ্চিমে কাশগর আর পূর্বপ্রান্তে তুনহুয়াং। কাশগর থেকে তাসখন্দ-সমরখন্দ ও ব্যাকট্রিয়া যাওয়ার পথ আছে। বলখ ও খোটান থেকে রাস্তা এগিয়েছে ত(শীলার দিকে। মধ্যএশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারে উপরোক্ত(নগরগুলি উল্লেখযোগ্য। আমাদের পরিব্রাজক ভারতযাত্রায় তুরফান থেকে কারাশাহর, কুচা ও অকসু হয়ে পশ্চিমে যান। তারপর টিয়েনশান পর্বতমালা পার হতে হয়েছে তাসখন্দ-সমরখন্দের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন।

তুরফান থেকে চৈনিক পরিব্রাজকের গতিমুখ পুরোপুরি পশ্চিমদিকে। অতিক্র(ম করলেন **উপাওন** ও **তোসিন**। অনন্তর প্রবেশ করলেন অগ্নি রাজ্যে। পথে পড়ল আর্ঘাই-বুলক নামের ঝর্ণা। অন্য নাম গুরু ঝর্ণা (টিচারস ফাউনটেন)। এমন নামকরণের পিছনে নাকি কাহিনী আছে। তিনি এক রাত ঝর্ণার পাশে কাটিয়ে পরদিন পার হলেন

উত্তুঙ্গ কুমুশ (রজত) পর্বত। কুমুশে সত্যি সত্যি প্রচুর রূপো পাওয়া যায়। তবে রূপো নয়, তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ডাকাতদলের। পর্বত পার হয়ে। ডাকাতদলটি মোটের উপর ভালো লোকের ডাকাতদলই হবে। কেননা তারা কিছু এটাসেটা হাতে পেয়েই খুশিমনে সরে পড়ল। এজন্যে যাত্রীদলকে এক রাত পথেই কাটাতে হল। পরদিন পথে যেতে যেতে চোখে পড়ল শিহরণকারী দৃশ্য। ডাকাতের হাতে সর্বস্ব হারিয়ে ছিন্নভিন্ন একদল বণিকের মৃতদেহ পড়ে আছে পথের উপর। সেদৃশ্য দেখে ব্যথিত মনে তাঁরা রাজপ্রাসাদের দিকে অগ্রসর হল। কাওচাঙ থেকে অগ্নিরাজ্য ৯০০ লি দূরে।

অগ্নি রাজ্যকে উকি বা **কারাশার** বা ইয়েনচি রাজ্যও বলে। হিউয়েন সাঙ অবশ্য বলেছেন — অ-কি-নি। ইয়াঙ্কি নামেও পরিচিতি আছে। ফা-হিয়েন একে বলেছেন, উই রাজ্য। রাজধানী নান-হো-চেং অথবা ইয়ুন-কুতে। সম্ভবত নগরটি বগরাস (বোসটাং, বরাশহর) লেকের কয়েক লি উত্তরে কারাশারে অবস্থিত। উত্তরে সত্তর লি দূরে আক-তাগ পর্বত (শ্বেত পর্বত)। রাজ্যটি দৈর্ঘ্যে ৬০০ লি ও প্রস্থে ৪০০ লি। রাজধানীর সীমানা ছয়-সাত লির মতো। কারাশার (যার অর্থ কালো শহর) খাদিক-গোল নদীর তীরে অবস্থিত। নগরটি বড়োসরো বটে কিন্তু ভয়ানক নোংরা।

হিউয়েন সাঙের স্বরচিত ভ্রমণবৃত্তান্ত শুরু হয়েছে এই অগ্নি বা অকিনি থেকে। বৃত্তান্তের শুরু ভারতবর্ষ সম্পর্কে কিছু অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে। আমরা জীবনীকার লিখিত কাহিনী ও পরিব্রাজকের ভ্রমণবৃত্তান্ত উভয় সূত্র থেকেই সামগ্রিকভাবে তাঁর ভারতভ্রমণের কথা জানার চেষ্টা করব।

অকিনি রাজ্যের চারদিকে পাহাড়। রাস্তা কঠিন। নগরটি প্রাকৃতিক প্রতির(ায় সুর(িত। উত্তরের শ্বেত পর্বত থেকে জাত অসংখ্য জলধারা যুক্ত(হয়ে বইছে খাইদু নদী নামে। জোয়ার, গম ও সুগন্ধী জুজুবে নামক গুল্ম, আঙুর, নাসপাতি ও (শুকনো) কুল চাষের ব্যবস্থা আছে। জলবায়ু মনোরম। মানুষজন সৎ। চুল ছোটো করে ছাঁটা। মাথায় পাগড়ি নেই। পোষাক মোটা ও সূক্ষ্ম পশমের। অনেকটা ভারতীয়দের মতো লিখনরীতি। রাজ্যে সুবর্ণ, রজত ও তাম্র মুদ্রা ব্যবহৃত হয়। অগ্নিদেশের রাজা (লুঙ-তুকিচি) সাহসী তবে চতুর নয়। বলতে গেলে রাজ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলার বালাই নেই। দশটির বেশি বিহার আছে। দু' হাজারের উপর বৌদ্ধ শ্রমণের বাস। সকলেই হীনযানী সর্বাস্তিবাদী শাখার। তারা তিন রকমের 'শুদ্ধ মাংস' গ্রহণ করে।

বৌদ্ধদের মধ্যে শুদ্ধ মাংসভোজন? জানা দরকার ব্যাপারখানা কি! বৈশালীর অভিজাত সামন্ত সীহ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ভি(ুদের মাংস সরবরাহ করতেন। একবার তা নিয়ে নানা অভিযোগ ওঠে। তখন বুদ্ধের কাছে বিষয়টা তোলা হয়। বুদ্ধ জানালেন — 'যে প্রাণীকে তারা হত্যা করতে দেখেছে বা তাদের জন্য হত্যা করা হয়েছে বলে শুনেছে অথবা তাদের জন্য হত্যা করা হয়েছে বলে সন্দেহ হচ্ছে, কেবল সেরকম মাংসভ(ণ

নিষিদ্ধ করা হল।' তদর্থ অন্যভাবে, অদৃশ্য, অশ্রুত বা সন্দেহহীন ভাবে, পশুহত্যা হলে তা শুদ্ধ নীতিসম্মত বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। এ ভাবনা 'ত্র(মিক শি(া' নামে পরিচিত হল। বিপরীতে যে শি(ায় পশুমাংস সম্পূর্ণ অসিদ্ধ, তাকে বলা হল 'তাৎ(ণিক শি(া'।

অগ্নি রাজ্যের 'অরণ্যবিহার'টি বৃহৎ। ৫৮৫ খৃষ্টাব্দে চিন যাত্রাপথে আচার্য ধর্মগুপ্ত এই বিহারে এসেছিলেন। রাজ্যের রাজা-সভাসদগণ হিউয়েন সাঙকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করল বটে তবে তাঁকে ঘোড়া দিয়ে সাহায্য করল না। কিছুদিন আগে কাওচ্যাঙ-এর ডাকাতরা তাদের রাজ্যে লুঠতরাজ চালায়। সেই (োভ তখনো তাদের বিচলিত রেখেছিল। একরাত অগ্নিরাজ্যে কাটিয়ে হিউয়েন সাঙ বিদায় নিলেন। গতিমুখ হল দ(ি ণ-পশ্চিমে।

পরদিন ২০০ লি দূরের পাহাড় পেরিয়ে বড়ো নদী পেরোতে হল। নদীর নাম খাইদু বা কাইদু বা কাইদিক বা হাইদিক বা তান। এক নদীর কত নাম! আসলে নানা ভাষায় নদীটির নানা নাম হয়েছে। নদী পার হয়ে কয়েক শ' লি দূরত্ব অবধি মোটামুটি সমতল প্রান্তর পড়ল।

প্রায় ৭০০ লি দূরত্ব পেরিয়ে এসে পৌঁছলেন কুচি বা **কুচা** রাজ্যে। রাজ্যের আয়তন একদিকে ১০০০ লি, অন্যদিকে ৬০০ লির মতো। রাজধানী সতোরো-আঠারো লি সীমানা বিশিষ্ট। রাজ্যে জোয়ার, গম, ধান, আঙুর, ডালিম, নাসপাতি, কুল, পীচ ও খোবানির চাষ হয়। উৎপন্ন হয় সোনা, লোহা, তামা, সীসা ও টিন। ভারতীয় লিপিমালা অনেকটা পরিবর্তন করে গৃহীত হয়েছে। তারা পশমের বস্ত্র পরিধান করে। চুল ছোট রাখে। মাথায় পাগড়ি বাঁধে। পাইপ ও তারের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারে পারদর্শী।

কুচা রাজ্যের রাজার নাম পাই। ইনি লু-কুয়াঙের বংশধর। রাজা, অমাত্যবর্গ ও বৌদ্ধগুরু পণ্ডিত মো(গুপ্ত প্রাসাদ ছেড়ে এগিয়ে এসে হিউয়েন সাঙকে অভ্যর্থনা জানালেন। সহস্র বৌদ্ধসন্ন্যাসী রাজধানীর পূর্ব প্রবেশদ্বারের বাইরে তাবু খাটিয়ে অপে(া করছিল। পরিব্রাজক এসে পৌঁছতেই প্রবল অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হল। তাবুতে নিয়ে পুষ্পস্তবক ও দ্রা(ারস দিয়ে সম্মান জানানো হল। কাওচ্যাঙের কিছু সন্ন্যাসী নগরের দ(ি ণ-পূর্ব দিকে পৃথক বিহারে বসবাস করত। তারা পথশ্রমে ক্লান্ত পরিব্রাজককে প্রথম রাতটা তাদের মঠে থাকার জন্য অনুরোধ জানাল।

পরদিন মান্য অতিথির রাজপ্রাসাদে সাদর আমন্ত্রণ। তিনপ্রকার 'শুদ্ধ মাংস' ভোজন করতে দেওয়া হল। আগেই বলা হয়েছে, বৌদ্ধদের মধ্যে যারা মাংসাহার বর্জন করতে পারে না, তাদের জন্য বিশেষ ছাড় — পশুহত্যা না দেখে, না শুনে, না জেনে হলে, মাংসাহার চলতে পারে। তা সত্ত্বেও হিউয়েন সাঙ মাংস গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক দেখে রাজা বিস্মিত। তখন রাজাকে বুঝিয়ে বলা হল — মাংসাহার বিষয়ে দুটি মত আছে। একমতে আহার প্রচলিত হলেও অন্যমতে নয়। চিনা পরিব্রাজক নিষ্ঠবান মহাযানী —

পশুমাংস গ্রহণে অসমর্থ। তখন তাঁকে অন্য ভোজ্যদ্রব্য পরিবেশন করা হল। আহারান্তে তিনি নগরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত 'আশ্চর্য বিহারে' গমন করলেন।

কুচা রাজ্যে তখন শতাধিক মঠ। পাঁচ হাজার শ্রমণ বসবাস করে। থেরবাদী শ্রমণদের প্রাধান্য বেশি। কুচার পূর্বদিকস্থ নগরের উত্তরে যে দেবমন্দির আছে তার সামনে বিশাল নাগ-সরোবর আছে। সেখানে নাগেরা নিজেদের অশ্বে রূপান্তরিত করে অশ্বিনীর সঙ্গে মিলিত হয়। এ নিয়ে আরো অলৌকিক কাহিনী আছে। কোনকালে সরোবরের নাগকুল নাকি মানবরূপ ধারণ করে রাজ্যের মানবীদের সঙ্গে মিলিত হত। তাদের মিলনজাত সন্তানেরা শক্তি(মান, সাহসী ও দৌড়বীর ছিল। ত্র(মে রাজ্যের সকল প্রজাই নাগপিতা ও মানবমাতার সন্তান হয়ে গেল। তারা রাজ্যশাসন অমান্য করে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। তখন রাজ্যের রাজা তুর্কিদের সাহায্য নিয়ে সমস্ত পুরুষদের নির্বিচারে হত্যা করল। এর ফলে স্থানটি বসতিহীন জঙ্গল হয়ে পড়ে রইল।

চল্লিশ লি উত্তরে নদীর অন্যপাড়ে পাহাড়ের ঢালে পরিত্যক্ত(নগর আছে। সেখানে দু'টি বিহার আছে। উভয়কেই 'চাও-হু-লি বিহার' বলে। ঐ বিহারের বুদ্ধমূর্তিগুলি অসাধারণ শিল্পকর্ম। পূর্ব চাও-হু-লি বিহারের বুদ্ধ-সভাক(দু'ফুট চওড়া হালকা হলুদ পান্নার শিলা আছে। তার উপর বুদ্ধের কুড়ি ইঞ্চি দীর্ঘ পদচিহ্(অঙ্কিত। উপবাসের দিনে তা থেকে উজ্জ্বল আলোক বিচ্ছুরিত হয়।

রাজধানীর পশ্চিমদ্বারের বাইরে বুদ্ধের দু'টি দণ্ডায়মান মূর্তি আছে। প্রধান সড়কের দু'পাশে নব্বুই ফুট উঁচু সেই মূর্তি। পাঁচ বৎসর অন্তর মহামেলা আর প্রতি বৎসর শরৎমেলা বসে সেখানে। বেশ বড়ো মেলা হয়। সমগ্র দেশ থেকে প্রচুর লোকজন আসে। তখন রাজা রাজ্যে ছুটি ঘোষণা করে। সকল বিহারের বুদ্ধমূর্তি নিয়ে বিরাট শোভাযাত্রা বের হয়।

মেলামাঠের উত্তর-পশ্চিমে নদীর অন্যপারে আ-শে-লি-ই বা 'আশ্চর্য বিহার'। বিশালাকার সভাক(ও বুদ্ধের চমৎকার মূর্তি আছে বিহারে। লোকপ্রবাদ অনুসারে ঐ বিহারের সঙ্গে যুক্ত(আছে অনেক অলৌকিকতা। কুমারজীবের সমসাময়িক আচার্য বিমলা(এই আশ্চর্য বিহারের ছাত্র ছিলেন। ৫৮৫ খৃষ্টাব্দে আচার্য ধর্মগুপ্ত নাকি এখানকার কোন বিহারে বাস করেছিলেন।

আশ্চর্য মঠেই বৌদ্ধগুরু মো(গুপ্ত বাস করতেন। ইনি বিশ বৎসর ভারতে ছিলেন। তিনি শাস্ত্রবিদ ও শব্দবিদ্যায় পারদর্শী। হিউয়েন সাঙকে বললেন — 'এদেশেই তো রয়েছে 'সম্যুক্ত(াভিধর্মহৃদয় শাস্ত্র', 'অভিধর্মকোষ শাস্ত্র' এবং 'বিভাষা শাস্ত্র'। এর অধ্যয়নই যথেষ্ট হবে। মান্যবর অতিথিকে সেজন্যে কষ্ট করে ভারতে না গেলেও চলে।'

হিউয়েন সাঙ জানতে চান — 'আপনাদের কাছে 'যোগাচার্যভূমি শাস্ত্র' আছে?'

'— ওই বিরুদ্ধ ধর্মশাস্ত্র দিয়ে কি হবে? প্রকৃত বৌদ্ধরা তা শি(ণীয় মনে করে না।'

তর্ক শুরু হয়ে গেল। হিউয়েন সাঙ বললেন – 'ভদন্ত! 'অভিধর্মকোষ শাস্ত্র' এবং 'বিভাষা শাস্ত্র' অগভীর(চরম সত্য নয়। মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব কর্তৃক প্রকাশিত মহাযানী 'যোগাচার্যভূমি শাস্ত্র' শি(ার জন্য আমার ভারত যাত্রা।'

মো(গুপ্ত 'বিভাষা শাস্ত্র' ও সংশ্লিষ্ট পুঁথিসকল সুগভীর ও তত্ত্বদর্শী হিসেবে মেনে নিলেন। এদিকে হিউয়েন সাঙ যখন তাঁকে 'অভিধর্মকোষ শাস্ত্র' থেকে উদ্ধৃতি দিতে বললেন, মো(গুপ্ত ভুল করে বসলেন। হিউয়েন সাঙ অন্য একটি অধ্যায় উদ্ধৃত করে অর্থনির্ণয় করতে বললেন। এবারও মো(গুপ্ত ব্যর্থ হলেন। লজ্জিত হয়ে নতমুখে বসে রইলেন। স্বীকার করে নিলেন যে চৈনিক সন্ন্যাসী সত্যিই অতি উচ্চমার্গের পণ্ডিত।

শীতের সময়। চারদিকে জমাট-বাঁধা তুষার। বরফ না গলা পর্যন্ত রাস্তা বন্ধ। পথ চলাচল অসম্ভব। বাধ্য হয়ে হিউয়েন সাঙকে অগ্রবর্তী যাত্রা পিছিয়ে দিতে হল। দু'মাসের উপর তাঁকে কুচা নগরেই অপে(া করতে হল। তারপর পথ খানিকটা বরফমুক্ত(হতে আবার বেরিয়ে পড়লেন। কুচার রাজা উট, ঘোড়া ও লোকজন দিয়ে যথেষ্ট সাহায্য করলেন। নগরপ্রান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে বিদায় জানালেন পণ্ডিত পরিব্রাজককে।

পথে পথে দুদিন গেল। ৬০০ লির মতো দূরত্ব অতিত্র(ম করার পর ছোট মরুভূমি পড়ল। সেসব পেরিয়ে পৌঁছলেন পো-হ-লু-কা তথা বালুকা রাজ্যে। প্রাচীনকালে এ জায়গা কুমো, কিমো, কিমে বা কুমে নামে পরিচিত ছিল। তুর্কী ভাষায় কুম মানে বালি বা মরুভূমি। বালি তথা বালুকা থেকে পোহলুকা। বর্তমান নাম **অকসু**।

ছোট রাজ্য – দৈর্ঘ্যে ৬০০ লি, প্রস্থে ৩০০ লি। রাজধানী পাঁচ-ছয় লি পরিধির। নাম নানচেঙ বা পোহান। কোন কোন মতে রাজধানীর নাম খর-ইয়ারগুন। সঠিক অবস্থান নির্ণীত হয়নি। কুচ রাজ্যের অধিবাসীদের সঙ্গে এদের মিল খুব। কেবল কথ্য ভাষাটি অন্যরকম। এ রাজ্যের সূক্ষ্ম সূতিবস্ত্র ও ফারের দ্রব্যাদি অন্যান্য রাজ্যে খুবই সমাদৃত। দশটি সঙঘারাম আছে। এক হাজার সর্বাস্তিবাদী শ্রমণ বাস করে। হিউয়েন সাঙ একরাত পোহলুকার রাজধানীতে রইলেন। পরদিন গতিমুখ হল উত্তর-পশ্চিমে।

অকসু থেকে কাশগর হয়ে পামির অতিত্র(ম না করে তিনি পামিরের উত্তর দিক দিয়ে অগ্রসর হতে চাইলেন। বণিকদল নাকি দুর্গম পামির পার্বত্যভূমি এড়িয়ে এপথেই বেশি যাতায়াত করে। পাথুরে মরুপ্রান্তরের মধ্য দিয়ে উত্তর-পশ্চিমে ৩০০ লি পথ পেরিয়ে এসে উপনীত হলেন পামির গ্রন্থির উত্তরভাগে। সেদিকে রয়েছে টিয়েনশান পর্বতমালা যার একপ্রান্তে অবস্থিত তুষারমৌলি লিঙশান (পিঙশান)। চিনের জিনজিয়াং ও কিরঘিজস্তানের মধ্যে টিয়েনশানের সর্বোচ্চ পর্বত এটি। তুর্কি ভাষায় বলে মুসুর-দবগন। নামই তার তুষার পর্বত। এদিকটা সাঙলিঙের উত্তর দিক আর এখান থেকে উদ্ভূত সমস্ত জলপ্রবাহ পূর্বদিকে প্রবাহিত হচ্ছে।

উত্তুঙ্গ পর্বতমালায় সে এক অনন্ত তুষাররাজ্য। সৃষ্টির আদিকাল থেকে যে বরফ জমেছে গিরিখাতে, তা বুঝি কখনো বিগলিত হয়নি। পথে একাধিক হিমবাহ অতিত্র(ম করতে হবে। শীত-কুয়াশা আর ঘন মেঘের জমাট আস্তরণে কিছু দেখা যায়না। চারদিকে কেবল বরফ আর বরফ। যখন বরফচূড়া ভেঙে পড়ে রাস্তা জুড়ে, তখন কয়েক শ' ফুট উঁচু হয়ে পথ আগলে পড়ে থাকে। রাস্তা বড়োই বন্ধুর। চলাফেরা অতি দুর্গম। তার উপর হিমশীতল প্রবল বাতাস আর নীহারপুঞ্জ। দু'য়ে মিলে শীতের অসহ্য বাতাবরণ তৈরী করে রেখেছে। দু'টো জুতো ও দু'টো ফারের কোট পড়েও হি হি করে কাঁপতে হচ্ছে। অভিযাত্রীদের পদে পদে বর্বর নাগ তথা ড্রাগনের ভয় – লাল পোষাক পরা চলবে না, অলাবু পাত্র (কালাবাশ) বহন করা চলবে না, আর শব্দ করা চলবে না। যে কোন সময় ঘোর বিপত্তি ঘটে যেতে পারে। কখন যে উপর থেকে শিলাপতন ঘটবে কেউ জানে না। শোয়া বা রান্নার জন্য শুকনো কোনো জায়গা নেই। রাতে শুতে হবে বরফের উপর। সাত দিন লাগল সেই দুর্গম গিরিপথ অতিত্র(ম করতে। দলের মধ্যে বারো-চৌদ্দ জন লোকের প্রাণ চলে গেল। কয়েকজন মারা গেল ঝঞ্ঝাতাড়িত হিমবাহের ভাঙা বরফটুকরোর আঘাতে। কেউ মারা পড়ল তুষারধ্বসে। কেউ তুষারসৃষ্ট ফাটলের গভীরে তলিয়ে গেল। কেউ বা স্রেফ প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে মারা পড়ল। মানুষের থেকে অনেক বেশি সংখ্যায় মারা পড়ল ভারবাহক পশু। হিউয়েন সাঙ তবু অকুতোভয়। পথচলায় বিরত নয়। তাঁকে এগিয়ে যেতে হবেই।

পণ্ডিতগণের অনুমান, তিনি সাত হাজার ফুট উঁচু গিরিপথে খান টেংরি আরোহণ করেন। এভাবে টিয়েনশান পর্বতমালার বেদাল (বেদেল) গিরিপথ দিয়ে পর্বত অতিত্র(ম করে পৌঁছেছিলেন কিরঘিজস্তানে। বেদাল যদি না হয় তবে নিশ্চয়ই মুজার্ত গিরিপথ ধরে গিয়েছিলেন। একদা এই বেদেলকে ধরা হত মধ্য এশিয়ার বাণিজ্যপথের অন্যতম কেন্দ্র বলে। বর্তমানে স্থানটি পামির মালভূমির অংশ।

বোধহয় ৪০০ লি পথ পেরোতে হয়েছিল। আজাকতাশ (চেন-চু) নদী পার হয়ে অনতিদূরে পড়ল স্বচ্ছ জলের ৎসিং লেক বা **ইশিককুল** হ্রদ। ১১২ মাইল দীর্ঘ ও ৩৮ মাইল প্রশস্ত হ্রদ। ইশিককুল মানে 'উষ(জলের' লেক। চারদিকে বরফের পর্বত তবু এ হ্রদের জল কখনো জমে যায় না। তাই এই নাম। চিনারা বলে জো-হাই, মঙ্গোলরা বলে তেমুর্তু-নর। বর্তমান অবস্থান কিরঘিজস্তানে। লেকের চারদিকে পাহাড়। অনেক স্রোতধারা এসে মিশেছে ঘন আকাশী নীল জলে। লবণাক্ত(স্বাদের জন্য এর অন্য নাম 'লবণ হ্রদ'। বিশাল জলরাশিতে প্রবল তরঙ্গদোল ওঠে। মীন ও নাগকুল যথেচ্ছ বিহার করে। কখনো কখনো এখানে অলৌকিক শিশুরা এসে পড়ে। যাত্রীরা বিনীত হয়ে সৌভাগ্য প্রার্থনা করে। তারা কখনো হ্রদের জলে মাছ ধরতে সাহস করে না।

লেক পেরিয়ে এগিয়ে যাওয়ার দুটি পথ আছে। একটি লেকের দ(ি)ণ পাশ দিয়ে তুলনামূলক দুর্গম দ(ি)ণাপথে। আর অপে(া)কৃত সহজ কিন্তু দীর্ঘ পথ হল উত্তরের পথ। কারাকোল হয়ে পূর্ব ও উত্তর পাশ ঘুরে যেতে হয়। হিউয়েন সাঙ সম্ভবত কষ্টকর দ(ি)ণের পথ ধরেই এগিয়েছিলেন। একটি সূত্র অনুসারে লেক ধরে উত্তর-পশ্চিমদিকে ৫০০ লির উপর পথ পেরিয়ে তিনি পৌঁছেছিলেন **শু-শে** (শুয়েহ) জল-নগরে যার আধুনিক নাম **টোকমাক**। প্রাচীন আরেক নাম সুইয়াব। অবস্থান কিরঘিজস্তানে। ছয়-সাত লি সীমানা নগরের। চু নদীর তীরে অবস্থান। প্রাচীন বাণিজ্যপথের অন্যতম কেন্দ্র বলে বণিক ও নানা অঞ্চলের তাতার জাতির বসবাস। জোয়ার গম ও আঙুরের ফলন হয়। গাছপালা কম। পশমের ব্যবহার খুব। শু-শের পশ্চিমে ছোট ছোট নগর আছে অনেক। সকল নগর তুর্ক রাজ্যের অধীন। তবে প্রতিটি নগরের স্বাধীন রাজ্যপাল আছে।

শুশে জল-নগর থেকে কসন্ন রাজ্য পর্যন্ত দেশ ও দেশবাসীকে 'সু-লি' বলা হয়। তাদের ভাষার নামও সুলি। কুড়িটি অ(র নিয়ে ভাষা। উপর থেকে নিচে খাড়া পাঠ করতে হয়। লোকজন ভিতরে মোটা পশম আর বাইরে চামড়া ও উলের পোষাক পড়ে। কপালের উপর সিল্কের ব্যাণ্ড বাঁধা থাকে। মানুষজনের মাথা হয় পুরোপুরি কামানো, নয়তো শীর্ষমুণ্ডিত। তারা বিশাল দেহী অথচ ভীতু, কপট, শঠ ও অর্থলিপ্সু। পিতাপুত্র লাভের আশায় কেবল মতলব ভেঁজে চলে। তাদের ভাবনায় ধনসম্পদেই সার্থকতা। বড়ো ধনীও সামান্য খাদ্য ও সাধারণ পোষাক পড়ে জীবন যাপন করে থাকে। রাজ্যবাসীর অর্ধেক ব্যবসাবাণিজ্য নিয়ে থাকে। বাকি অর্ধেক কৃষিজীবি।

শুশে নগরে হিউয়েন সাঙের সঙ্গে দেখা হল রাজার। তাঁকে এখানে 'খাকান' বলে। বর্তমান সম্রাটের নাম সেহ-হু (সেহু) খান। সম্ভবত পশ্চিম তুর্কির তো-লু খানের আত্মীয় সে। এই সেহু খানের কাছেই তুরফানের রাজার বিশেষ পত্র ও উপঢৌকন পাঠানো হয়েছিল। তার সঙ্গে চিনের তাঙ রাজারও সুসম্পর্ক আছে।

খাকানের সামরিক সাজ জবরদস্ত। দীর্ঘকায় পুরুষ — পরনে সবুজ সাটিনের আলখাল্লা। কপালের উপর দশ ফুট লম্বা সাদা সিল্কের পাগড়ি ব্যাণ্ডের মতো জড়ানো — পিছনের দিকে ঝুলে আছে। মাথার চুল খোলা। দু'পাশে দু'শ' মন্ত্রী দাঁড়িয়ে। তাদেরও পরনে এমব্রয়ডারি করা সিল্কের আলখাল্লা। মাথায় কোঁকড়ানো চুল। সেনাদল মোটা উলের পোষাকে পিছনের দিকে বর্শা, পতাকা ও ধনুক হাতে নিয়ে অপে(া করছিল। দূরে উট ও অশ্বের বিরাট বাহিনী বহুদূর অবধি দেখা যাচ্ছে। হিউয়েন সাঙের সঙ্গে দেখা হওয়ায় খাকান আনন্দ প্রকাশ করলেন। অতিথিকে শিবিরে বিশ্রামের আমন্ত্রণ জানালেন। খাকানের তখন শিকারে যাওয়ার ব্যস্ততা ছিল। অতিথির দেখাশোনার দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে গেলেন হা-মো-চিহ (তা-মো-চিহ) নামের মন্ত্রীকে।

তিনদিন পরে ফিরে এসে অতিথিকে নিজের শিবিরে আহ্বান করলেন। সেদিন তাবু থেকে ত্রিশ পা এগিয়ে সেহু খান চিনা অতিথিকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। হিউয়েন সাঙও প্রত্যাভিবাদন জানালেন। তারপর শিবিরে প্রবেশ করলেন।

খাকানের বিশাল তাবুতে সোনার সূক্ষ্ম সূচীকর্ম চোখ ধাঁধানোর মতো। তুর্কীরা অগ্নি উপাসক বলে কাষ্ঠাসনে উপবেশন করে না। মেঝেতে মোটা কার্পেট পেতে বসে। অতিথির জন্য অবশ্য লোহার চৌকির উপর মোটা আসনের বন্দোবস্ত হয়েছে। ঝলমলে ব্রোকেডের পোষাকে মন্ত্রীরা দু'পাশে দীর্ঘ সারিতে সেই কার্পেটের আসনে বসে। অন্যরা পিছনে দাঁড়িয়ে। সকলের উপবেশনের পরে চিন ও কাওচাঙের প্রতিনিধিরা এসে তাদের পরিচয় দাখিল করল এবং সঙ্গে নিয়ে আসা রাজার পত্রখানা পেশ করল। সন্তুষ্টমনে খান তাদের বসতে বলে পত্রপাঠ করলেন। তারপর সুরা ও সঙ্গীত পরিবেশন করা হল। কেবল অতিথির জন্য দ্রা(া)রস। সকলে সুরাপান করছিল। আহারের জন্য প্রচুর ঝলসানো গরু ও ভেড়ার মাংস পরিবেশিত হল। অতিথির জন্য বরাদ্দ ছিল কেক, ভাত, ননী, দুধ, শর্করা, মধু ও দ্রা(া)। ভোজনপর্ব শেষ হলে অতিথিকে ধর্মোপদেশ দিতে অনুরোধ করা হল। হিউয়েন সাঙ 'দশশীল' আর মুক্তি(র জন্য পারমিতা সম্পর্কে উপদেশ দান করলেন। খাকান সালাম জানিয়ে সহর্ষে তাঁর উপদেশ গ্রহণ করলেন।

দিন কয়েক পরে সম্রাট খানও তাঁকে সেদেশে থেকে যাওয়ার অনুরোধ জানালেন। বললেন — 'ওই ইন-টে-কা দেশে যাওয়ার প্রয়োজন কি? ওখানে গরম এত বেশি যে তাঁর প(ে বেশিদিন বাস করা সম্ভব হবে না। অধিবাসীরা ঘৃণ্য, কালো ও অসভ্য।'

হিউয়েন সাঙ জানালেন তবু তিনি সেখানে যেতে চান। তখন খানসম্রাট চিনা ভাষা ও অন্য বিদেশী ভাষা জানে এমন একজন দোভাষীর খোঁজ করলেন। যাকে তিনি প্রতিনিধি (মোতোতকুয়ান) মনোনীত করেছিলেন সেই যুবককেই এ কাজে উপযুক্ত(মানুষ হিসেবে পাওয়া গেল। কপিশা অবধি সঙ্গে যাবে সে। অতিথিকে উপহার দেওয়া হল লাল রেশম বস্ত্র ও পঞ্চাশ পেটি সিল্কবস্ত্র। আর কপিশার রাজার জন্য একখানি পত্র। ভারতের অগ্রবর্তী সীমান্ত প্রদেশ কপিশা — আধুনিক কালের কাফ্রিস্তান। বিদায়কালে খানরাজা ও সভাসদগণ দশ লি রাস্তা এগিয়ে বিদায় জানালেন মহামান্য অতিথিকে।

শুশে থেকে ৪০০ লি পশ্চিমে পরিব্রাজক দল পৌঁছল কপিশা রাজ্যের **সহস্র ঝর্ণার দেশ**। অবস্থান তাসকন্দ রাজ্যের উত্তরে যেখানে আধুনিক তার্দি নগর রয়েছে। স্থানীয় নাম চিয়েন-চুয়ান বা পিং-ইয়ু। তুর্কি ভাষায় বিং-ঘায়ুল বা বিং-ইউল। মঙ্গোল ভাষায় মিং-বুলাক। ২০০ লি বর্গাকার এলাকা। দ(ি)ণে বরফঢাকা পাহাড় সাঙলিং রেঞ্জ। অন্যদিক সমতল। সহস্র ঝর্ণা আর দীঘি আছে। গ্রীষ্মকালে তুর্কিরাজা খানের অবকাশ যাপনের স্থান। রুশ মানচিত্র অনুসারে আলেকজাণ্ডার পর্বতের উত্তরে অবস্থিত এই স্থানটি রয়েছে

পশ্চিম তুর্কিতে। আসলে নাকি কয়েক শত লি জায়গা জুড়ে অনেকগুলি হ্রদ আছে এখানে। গাছগাছালি বৃ(লতায় ঘেরা। ফলে জায়গাটি শীতল ও আরামপ্রদ।

সহস্র ঝর্ণা থেকে আরো ১৪০-১৫০ লি দূরে তা-লো-সু (**তারাস** বা তালাস) নগর। অন্য নাম আউলিয়াতা। তালাস বা তারাস নদীর তীরে অবস্থান। আট-নয় লি সীমা নগরের। তাতার আর বণিকের বসবাস। জলবায়ু ও উৎপন্ন দ্রব্য মোটামুটি শু-শে নগরের মতো। তালোসু থেকে দশ লি দূরে প্রায় শ' তিনেক চিনা-র ছোট্ট জনপদ রয়েছে। তারা তুর্কিদের মতো বেশভূষা পরলেও মাতৃভাষা আর চৈনিক জীবনযাপন ত্যাগ করেনি।

তালাস থেকে দ(ণ-পশ্চিমে ২০০ লি দূরে পড়ল 'সাদা জলের নগর' নামে পরিচিত ইসফিদজাব (পাই-সুই-চেং)। আধুনিক কালের **সাইরাম**। আবার অক-সু (সাদা জল) নামেও পরিচিত। ছয়-সাত লি নগরের সীমানা। জমি উর্বরা। জলবায়ু সুন্দর। ২০০ লি দূরে **কুইউ** বা কুং-ইউ নগর। কুইউ মানে কূপ বা ঝর্ণা। অন্য নাম চিয়েন-চেং যার অর্থ ঝর্ণা-শহর। নগরের সীমানা পাঁচ-ছয় লি। নগরের নিচু ও জলা জায়গায় ঘন জঙ্গল।

কুইউ থেকে দ(ণে গেলেন। ৫০ লি দূরে নু-চি-কান বা **নেজকেন্দ** নামের নতুন নগরে। রাজ্যের পরিধি ১০০০ লি। শতখানেক নগর আছে। প্রতি নগরের গভর্নর আলাদা আলাদা। তারা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল নয়। তবু সামগ্রিকভাবে রাজ্যের নাম নু-চি-কান। উর্বর জমি। ঘন গাছপালা। ফুল-ফল প্রচুর পরিমাণে জন্মে। আঙুরও খুব হয়।

তারপর পশ্চিমে ২০০ লি এগিয়ে পৌঁছলেন চে-শিহ (চাজ) রাজ্যে। রাজ্যের সীমানা ১০০০ লি। প্রাচীন রাজধানী চে-চে (সেকেট)। একে উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দ বলেই মনে করা হচ্ছে। তাস বা শিহ মানে পাথর(আর তাসখন্দ মানে পাথুরে নগর। নামেই প্রকাশ তাসখন্দের ভৌগলিক পরিবেশ। **তাসখন্দ** রাজ্যের পশ্চিমে জাক্সারতেস নদী — অন্য নাম শিরদরিয়া। পামির পর্বতমালার উত্তরাংশ থেকে জাত নদীটি উত্তর-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে পতিত হয়েছে আরল সাগরে। জলবায়ু ও উৎপন্ন দ্রব্য নুচিকানের মতো। অনেকগুলি নগর আছে — প্রত্যেক নগরের নিজস্ব কর্তা আছে। সমর-নায়ক বলে কিছু নেই। সকলেই তুর্কির অধীনে।

প্রাচীন তাসখন্দ থেকে দ(ণ-পূর্বে ১০০০ লি দূরে ফেই-হান বা **ফরগনা** রাজ্য। রাজ্যের সীমা ৪০০০ লি। চারদিক পর্বতমালা দিয়ে ঘেরা। বাতাস প্রবল। শীতও খুব। উর্বর জমি। ফুল-ফল খুব হয়। ভেড়া ও অ(মেলে। লোকজন দৃঢ়চেতা। বেশ কিছুদিন ধরে রাজ্যে রাজা নেই। সেকারণে স্থানীয় প্রধানদের মধ্যে লড়াই লেগেই আছে।

ফরগনা থেকে পশ্চিমে ১০০০ লি দূরে সু-তু-লি-সে-ন বা **সুতৃষ(ো** রাজ্য। ১৪০০ লি পরিধি। পূর্বদিকে শে বা জাক্সারতেস নদী। প্রবাহিত উত্তর-পশ্চিম দিকে। বেগবান স্রোতধারা তবে ঘোলাটে জল। সুতৃষ(োর রাজা তুর্কিদের অধীন। রাজ্যটি আধুনিক উরটুপ (উরটেপে) নামে শনাক্ত(হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, হিউয়েন সাঙ ফরগনা এবং

উরটেপে সম্পর্কে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন, তা সবটা ঠিক নয়। মনে হয় তিনি ওসব দেশে যান নি। লোকমুখে শুনে বিবরণ লিখেছেন। ভ্রমণবৃত্তান্তে বলা হলেও হিউয়েন সাঙ সম্ভবত তাসখন্দ থেকে সোজা সমরকন্দ গিয়েছিলেন।

ভ্রমণ বিবরণ অনুসারে — সুতৃষ(ো রাজ্য থেকে তাঁর গতিমুখ হল উত্তর-পশ্চিমে। আবার মরুপ্রান্তর পড়ল সামনে। জল নেই। ঘাস-গাছপালা নেই। শূন্য প্রান্তর। পাহাড় আর পড়ে-থাকা কঙ্কাল দেখে দেখে পথ চলা। এভাবে ৫০০ লির অধিক পথ অতিত্র(ম করে উপনীত হলেন পারস্য সংস্কৃতির ধারক ঐতিহাসিক সা-মেই-কান তথা **সমরকন্দ** রাজ্যে। সমরকন্দ বর্তমানে উজবেকিস্তানের অন্যতম নগর। রাজ্যের সীমানা ১৬০০-১৭০০ লি। রাজধানীর পরিধি ২০ লি। শক্তি(শালী রাজ্য এবং অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র। লোকবসতি অনেক। জমির উর্বরতা ভালো। প্রচুর গাছপালা ফুলপাতা আছে। উৎকৃষ্ট অ(পাওয়া যায়। লোকজন চালাক-চতুর, পরিশ্রমী ও কারিগরি কর্মে কুশলী। সকল হু-রাজ্য এই রাজ্যটিকে একটি কেন্দ্রীয় রাজ্য ও আদর্শ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করে। রাজা সাহসী ও তেজস্বী ব্যক্তি(। শক্তি(শালী সেনাদল আছে। সেনারা চেই-কিয়ে বা চাক বা টাক জাতের। ভয়ঙ্কর যুদ্ধবাজ লোক — মৃত্যুকে মনে করে আত্মীয়স্বজনের কাছে ফিরে যাওয়া। আরো বলা হয়েছে — এখানকার অধিবাসীরা অগ্নি উপাসক। বৌদ্ধধর্মে আস্থা নেই। উদ্বেগের সঙ্গে হিউয়েন সাঙ দেখলেন — পরিত্যক্ত(অবস্থায় রয়েছে অন্তত দু'টি বৌদ্ধমন্দির। সেখানে কোন বৌদ্ধসন্ন্যাসীর বসবাস নেই। বহিরাগত বৌদ্ধরা এলে, স্থানীয় লোকজন বরঞ্চ তাদের তাড়িয়ে দেয়।

প্রথমে সমরকন্দের রাজা তাঁর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহারই করেছিলেন। পরদিন তিনি রাজার কাছে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তার ফলে নাকি রাজার মন নরম হয়ে পড়েছিল। রাজা চৈনিক অতিথিকে সমরকন্দে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে সম্মতি দিলেন। ইতিমধ্যে সফরসঙ্গী দুই শি(ানবিশী শ্রমণ পরিত্যক্ত(বৌদ্ধমঠে উপাসনা করতে গেলে স্থানীয় লোকেরা তাদের তাড়িয়ে দেয়। তারপর মঠে অগ্নিসংযোগ করে। এ নিয়ে রাজার কাছে নালিশ করা হল। তিনি দুষ্কৃতিদের শাস্তির ব্যবস্থা করলেন। রাজা হিউয়েন সাঙকে ধর্মপ্রচারেও নাকি সাহায্য করেছিলেন। নগরে একটি বুদ্ধমূর্তি স্থাপন করা হল। বিদায়ের আগে হিউয়েন সাঙ প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেছিলেন বৌদ্ধসংস্কৃতি প্রচার ও বৌদ্ধমন্দির সংস্কারের ব্যাপারে তাদের উৎসাহিত করতে।

ভ্রমণবৃত্তান্ত অনুসারে সমরকন্দ থেকে পরিব্রাজক গমন করলেন দ(ণ-পূর্ব দিকে **মি-মো-হা** বা মি-কুয়ো রাজ্য। কি-লিয়েন পর্বতের উত্তরে সাও-উ এলাকা থেকে আসা ইউয়ে-চি জাতির এক বংশের নাম হল মি। আশেপাশে সাও-উ বংশের নয় ভায়ের নয়টি রাজ্য ছড়িয়ে আছে। মিমোহা রাজ্যের অবস্থান পর্বতের উপরে। ৪০০-৫০০ লি

সীমানায় ঘেরা ছোট রাজ্য। রাজধানী নামি নদীর তীরে। সামোকান রাজ্যের মতো উৎপন্ন দ্রব্যাদি ও লোকজনের চালচলন। মিমোহার উত্তরে কিয়ে-পু-তান-না বা **কাপুতানা**। চিনা ভাষায় পরিচিত সাও-কুয়ো নামে। হিউয়েন সাঙ মিমোহা-কাপুতানা গিয়েছিলেন কি না প্রশ্ন আছে।

ভ্রমণবৃত্তান্ত বলছে – কাপুতানার পশ্চিমে ৩০০ লি দূরে আরেক রাজ্য কু-সুয়াং-নি-কা বা কুসান্নিকা। চিনারা বলে হো-কুয়ো রাজ্য। সাও-উ জাতির মধ্যে হো-বংশীয়দের রাজ্য। কুসান্নিকা থেকে ২০০ লি দূরে হোহ-হান (কেরমিনাহ) রাজ্য। চিনা ভাষায় রাজ্যের নাম তুঙ-আন-কুয়ো। তুঙ-আন মানে পূর্ব-আন। (সাও-উ বংশীয় ভাইদের আন বলা হয়।) হোহ-হান থেকে পশ্চিমে ৪০০ লি দূরে মধ্য-আনের পু-হোহ রাজ্য। বর্তমানে একে আধুনিক বোখ বা বোখারা রাজ্য হিসেবে গণ্য করা হয়। মধ্য-আন রাজ্যই আনদের মধ্যে প্রধান রাজত্ব ছিল। বোখারার পশ্চিমে ৪০০ লি দূরে পশ্চিম-আন (সি-আন-কুয়ো)-এর রাজ্য ফা-তি। অন্য নাম সু-তি, উ-তি বা মু-তি। তার ৫০০ লি দ(ি ণ-পশ্চিমে হুয়ো-লি-সি-মি-কা (খোরিসমিকা)। প্রাচীনকালে নাম ছিল খারেজম বা খোরাজম। সাও-উ জাতির এক যুবরাজ ছিল হুয়ো-সিন – এখানে তার রাজত্ব। অবস্থান অক্সাস বা ব(নদীর তীরে। রাজ্যটি একদিকে ৫০০ লি তো অন্যদিকে ২০-৩০ লি দীর্ঘ।

এদিকে জীবনীগ্রন্থে বলা হয়েছে – সমরকন্দ থেকে তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন পশ্চিমে ৩০০ লি দূরে **কোচানিয়া** (কসনিয়া)। এটি বর্তমানে উজবেকিস্তানের কোকন্দ। একেই আবার কুসান্নিকা বলা হয়। ২০০ লি দূরে পূর্ব-আন রাজ্যের **খরগন** (হো-হান বা আধুনিক কেরমিনাহ) এবং ৪০০ লি দূরে মধ্য-আন রাজ্যের **বোখারা** (পুহোহ) রাজ্য। প্রাচীন বোখারার অবস্থান ছিল বর্তমান বোখারার উত্তরে। আরো ১০০ লি এগিয়ে পশ্চিম-আনের **বেটিক** (পূর্বোত্ত(ফাতি) রাজ্য। এটি ব(নদীর পশ্চিমে বর্তমান দরগনত অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। তারপর ৫০০ লি দূরে উজবেকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমে **খোওয়ারিজম** (খারেজম) রাজ্য। অবস্থান আমুদরিয়া (অক্সাস) নদীর তটভূমিতে। উজবেকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমে কারা-কলপক এলাকায়। যাত্রাপথে ছোট ছোট এই সকল রাজ্যের নাম, পথ-দূরত্ব ও দিকচিহ্(নিয়ে দুই সূত্রের মধ্যে পার্থক্য আছে কিছুটা।

খোওয়ারিজম থেকে হিউয়েন সাঙ দ(ি ণ-পশ্চিমে ৩০০ লি চলার পরে উপনীত হয়েছেন কা-সুয়াং-না বা **কসন্ন** রাজ্যে। একে কাশা বা কেশিহ বা কেশ রাজ্যও বলে। চিনারা বলে 'শিহ-কুয়ো' – শিহদের রাজ্য। বর্তমানে তাজিক রাজ্যের রাজধানী স্তালিনাবাদে অবস্থিত প্রাচীন কসন্ন। তখন ১৪০০-১৫০০ লি পরিধি ছিল রাজ্যের। প্রাকৃতিক সম্পদে, উৎপন্ন দ্রব্যাদিতে ও লোকাচারে সমরকন্দের মতোই ছিল কসন্ন রাজ্যবাসীরা।

কসন্ন থেকে ২০০ লি দ(ি ণ-পশ্চিমে আফগানিস্তানের বাদাকশান পর্বতমালা। সঙ্কীর্ণ গিরিপথে একজনের চলার মতো রাস্তা আছে। এপথে জল নেই। সবুজ ঘাস নেই। সেই

বন্ধুর গিরিপথ দিয়ে প্রায় ৩০০ লি দূরত্ব অতিত্র(ম করতে হল। সম্ভবত গুজর দুর্গ অবধি পৌঁছে গুজর নদী বরাবর অগ্রসর হয়ে এসে তিনি পৌঁছলেন সুপরিচিত আয়রন গেট তথা **লৌহদ্বারে**। দ্বারের দু'পাশে খাড়া পর্বতপ্রাচীর। মধ্যে অতি দুর্গম গিরিপথ। চারদিকে উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। তার প্রস্তররাশি বুঝি লৌহ আকরিকে সমৃদ্ধ। জীবনীকার বলেছেন – সেখানে লৌহ নির্মিত দরজা আছে(দরজায় অনেক লোহার ঘন্টা বাঁধা। সত্যি তেমন ছিল কিনা কে জানে! লৌহদরজা বলতে কঠিন দুর্গম প্রবেশদ্বার বোঝাতে চেয়েছেন হয়তো। এজায়গার অন্য নাম বুজগোলা-খানা। তুরস্ক যাওয়ার পথ। সোগদিয়ানা ও তোখারিস্তান (ব্যাকট্রিয়ার তু-হো-লো) অঞ্চলের সীমানায় এই দ্বার। ডেরবেন্টের আট মাইল পশ্চিমে। এটাই হিউয়েন সাঙের ভ্রমণপথের পশ্চিমতম সীমা।

আয়রন গেট পেরিয়ে হিউয়েন সাঙ দ(ি ণ-পূর্ব দিকে উত্তর-আফগানিস্তানের তোখারিস্তানের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলেন। পথে যে রাজ্য পড়ল, তার নাম তু-হুয়ো-লো বা **তুখারা** (তোখারা বা তুষার)। পরবর্তী কালের বাদাকশান। এর পূর্ব-পশ্চিমে সাঙ-লিঙ-পামির, দ(ি ণে হিন্দুকুশ এবং উত্তরে লৌহদ্বার। রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে অক্সাস নদী। সাতাশটি (দ্রকায় রাজ্যে বিভক্ত(দেশ –সকলেই তুর্কী শাসনাধীন। জনগণ ভীরু প্রকৃতির। কথ্য ভাষাটি অদ্ভুত। পঁচিশটি বর্ণমালা আছে – বাম থেকে ডানদিকে লিখনরীতি। লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা ত্র(মবর্ধমান। পশমের থেকে বেশি সূতীর পোষাক ব্যবহার করে। স্বর্ণমুদ্রা রজতমুদ্রা এবং অন্য যে সকল মুদ্রার ব্যবহার আছে, তা অন্যদেশের তুলনায় আলাদা রকমের। ব((অক্সাস) নদীর অববাহিকায় এই সকল ছোট ছোট রাজ্যের কথা জীবনীগ্রন্থে বলা হয়নি। ভ্রমণকাহিনীতে আছে। সং(ি প্ত পরিচয় এরকম।

ব(নদীর নিচের দিকে উত্তর পাড়ে তামি (তেরমেদ বা তেরমেজ)। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ৬০০ লি ও ৪০০ লি । রাজধানী কুড়ি লি সীমানার। সহস্রাধিক বৌদ্ধ নিয়ে দশটির উপর বিহার আছে। স্তূপ ও বুদ্ধমূর্তি চমৎকার ও অলৌকিক (মতাসম্পন্ন। তামির পূর্বে চিহ-গা-ইয়েন-ন (চঘানিয়ান বা শাহগানিয়ান)। দৈর্ঘ্যে ৫০০ লি, প্রস্থে ৪০০ লি। রাজধানী দশ লি। অল্পসংখ্যক বৌদ্ধদের বাস। বিহার পাঁচটি। তার উত্তরে হু-লু-মো (গরমা) রাজ্য। দৈর্ঘ্যে ৩০০ লি ও প্রস্থে ১০০ লি। হি-সু বংশীয় তুর্কি রাজার রাজধানী দশ লি সীমানার। শতখানেক বৌদ্ধের বাস। বিহার আছে দু'টি। তার পূর্বে সু-মন রাজ্য। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ৪০০ লি ও ১০০ লি। হি-সু বংশীয় তুর্কি রাজার অধীন। রাজধানীর সীমানা সতেরো লি। অল্প কিছু বৌদ্ধের বাস। বিহার দু'টি। সুমন রাজ্যের দ(ি ণ-পশ্চিমে কু-হো-ইয়েন-ন (কুবাদিয়ান)। ৩০০ লি ও ২০০ লি দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে। রাজধানী দশ লি সীমানার। শতখানেক বৌদ্ধের বাস। বিহার তিনটি। তার পুবে হুয়ো-শা (ওয়া( ) রাজ্য। আয়তন ৫০০ লি ও ৩০০ লি। রাজধানীর সীমানা সতেরো লি। হুয়ো-শার পূর্বদিকে

কো-তু-লো (খোতল বা খোতলান) রাজ্য। লম্বা-চওড়ায় ১০০০ লি করে। রাজধানী কুড়ি লি। পুবদিকে সাঙলিং পর্বতমালার উপরে অবস্থিত কু-মি-তে (কুমিধ) রাজ্য। ২০০০ লি দীর্ঘ ও ২০০ লি প্রশস্ত। রাজধানীর কুড়ি লি। দ(ি ণ-পূর্বে ব(নদী। দ(ি ণে শিহ-কি-নি রাজ্য। ব(নদীর দ(ি ণে আরো রাজ্য আছে যেমন, তামোসিতিয়েতি, পোতোচুয়াংনা, ইনপোকান, কুলাংনা, হিমোতল, পোলিহো, কিলিসিমো, কোলোহু, অলিনি ও মেঙকান। হুয়ো বা কুন্দুজ রাজ্যের দ(ি ণ-পূর্বে কুয়োসিতো ও অনতলোফো। দ(ি ণ-পশ্চিমে ফোকালাঙ যার আয়তন ২০০ লি ও ৫০ লি। ঐ রাজ্যের দ(ি ণে কিলুসিমিনকান। তার দ(ি ণ-পশ্চিমে হুলিন (খুলম) রাজ্য — সীমান্ত ৮০০ লি দৈর্ঘ্যের। রাজধানীটি সামান্য পাঁচ-ছয় লি পরিধির। তবে দশটির বেশি বিহার আছে। বৌদ্ধ সংখ্যা শ'পাঁচেক।

হুলিন থেকে পশ্চিমে কুন্দুজ। জীবনীকার বলেছেন — তোখারা থেকে কয়েক শ' লি পথ ভেঙে হিউয়েন সাঙ অতিত্র(ম করলেন ব(তথা অক্সাস নদী। এসে পড়লেন হো বা হুয়ো রাজ্যের **কুন্দুজ**।

সেহু খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুন্দুজের 'শে' তথা জেনারেল। নাম তার্দু (টাটু)। তার কাছে আগেই সংবাদ পৌঁছেছিল। ইনি আবার কাওচ্যাঙ-রাজার শ্যালকও বটে। হিউয়েন সাঙ যখন কুন্দুজে এসে পৌঁছলেন, তখন কাওচ্যাঙ-রাজকন্যা পরলোকগতা। রেখে গিয়েছে এক নাবালক পুত্র। রাজাও অসুস্থ। অতিথিকে পেয়ে রাজা খুবই আনন্দিত হলেন। তাঁকে দিনকয়েক বিশ্রাম নিতে অনুরোধ জানালেন। সুস্থ হয়ে উঠলে রাজা স্বয়ং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ভারতবর্ষে পৌঁছে দেবেন কথা দিলেন। ভারতীয় চিকিৎসায় তার আরোগ্যলাভও হচ্ছিল। ইতিমধ্যে রাজপ্রাসাদের অন্তপুরে গভীর ষড়যন্ত্র ফাঁদ পাতা হয়েছে। তার শিকার হলেন খোদ জেনারেল তার্দু। নবপরিণীতা খাতুন ও পূর্ববর্তী রানির এক পুত্র চত্র(ান্ত করে বিষপ্রয়োগে হত্যা করল তাকে। কোথায় রাজা তার্দু তাঁকে ভারতযাত্রায় সাহায্য করবেন! তার বদলে রাজা তার্দুর অন্তিমযাত্রায় হিউয়েন সাঙকেই যোগ দিতে হল। এই সব দুর্বিপাকে পড়ে মাসখানেক সময় নষ্ট হয়ে গেল।

কুন্দুজে ধর্মসঙঘ নামে এক পণ্ডিত সন্ন্যাসী থাকতেন। ইনি ভারতভূমিতে শি(ালাভ করেছেন। এতদঞ্চলে মহাপণ্ডিত বলেই মান্য। সমগ্র কাশগড়-খোটানে তাঁর সমক(পণ্ডিত আর কেউ ছিল না। আলাপ করে হিউয়েন সাঙ অনুভব করলেন মহাযান শাস্ত্র সম্পর্কে তার জ্ঞান যথেষ্ট নয়। হীনযানের বিভাষা শাস্ত্র সম্পর্কেও জ্ঞানভাণ্ডার সীমিত। আলোচনায় ত্র(মশ তা স্পষ্ট হল। শাস্ত্র আলোচনায় পরাস্ত হলেও হিউয়েন সাঙ সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতে পণ্ডিত ধর্মসঙ্ঘের দ্বিধা ছিল না।

যুবরাজ তার্দু বলখ এলাকার বৌদ্ধ তীর্থগুলি দেখে যেতে বলেছিলেন। বিশেষ করে নবসঙঘারাম। কুন্দুজের নতুন শাসকেরও ইচ্ছা, তাদের বসবাস যে ফো-হো-লো

এলাকায়, সেখানকার বৌদ্ধ তীর্থস্থান চৈনিক অতিথি দর্শন করুন(বিশেষত ব(নদীর দ(ি ণস্থ উত্তর আফগানিস্তানের বল্লিক বা বলখ এলাকার তীর্থগুলি। এদের প্রায় রাজগৃহের সমক(মর্যাদার নগর বলা হয়। সেসময় ব(িকবাসীরা রাজধানী এসেছিল তার্দুর মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করতে ও নতুন সামরিক কর্তাকে অভিনন্দন জানাতে। তারা যখন জানতে পারল যে চৈনিক পরিব্রাজকের বলখ ভ্রমণের বাসনা আছে, তখন তারা সঙ্গে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানাল। বলল — ওদিককার পথঘাট ভালো(তবে যদি বলখ ঘুরে তিনি কুন্দুজ ফিরে আসতে চান, তবে অনেকটা ঘুরপথ পাড়ি দিতে হবে।

হিউয়েন সাঙ শুভেচ্ছার্থীদের পরামর্শমতো কুন্দুজ থেকে পশ্চিমে চলে গেলেন স্বদেশে প্রতিগমনকারী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ফো-হো-লো বা ফো-কো-লো (**বলখ** বা ব(িক) রাজ্যে। উত্তর-আফগানিস্তানে অবস্থিত এই রাজ্যটির আয়তন একদিকে ৮০০ লি তো অন্যদিকে ৪০০ লি। উত্তরে ব(নদী। রাজধানী কুড়ি লির অধিক সীমানা বিশিষ্ট। একে '(দ্র রাজগৃহ' বলে। শক্তি(শালী তবে জনবসতি কম। জমিজমা উর্বরা। জলেস্থলে অজস্র রকমের ফুল ফোটে — তার সংখ্যা নির্ণয় করা দুষ্কর।

সেখানকার একশ' মঠে হাজার তিনেক সন্ন্যাসী বাস করছিল। প্রধানত হীনযানী বৌদ্ধ তারা। তাদের এক আচার্যের নাম গুরু প্রজ্ঞাকর। ইনি চেকা রাজ্য থেকে এসেছেন। পূর্বে বিবাস ও পশ্চিমে সিন্ধু নদীর মধ্যবর্তী স্থানে চেকা — বর্তমানে পাকিস্তানের পশ্চিম-পাঞ্জাবের অন্তর্গত।

গুরু প্রজ্ঞাকর হীনযানের ন'টি শাস্ত্র — সূত্র, ছন্দোবদ্ধ গেয়, ব্যাকারণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, বৈপুল্ল (বেদল্ল) ও অদ্ভুতধর্ম সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞানী। চার আগম শাস্ত্র — দীর্ঘাগম, মধ্যমাগম, সংযুক্ত(াগম ও একোত্তরিকাগম (একোত্তরাগম) সম্পর্কেও সম্যক অবহিত। তিনি 'অভিধর্মজ্ঞানপ্রস্থান শাস্ত্র', 'অভিধর্মকোষ শাস্ত্র' এবং 'অভিধর্মপদ শাস্ত্র' জানেন। হিউয়েন সাঙ তাঁর সঙ্গে শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করলেন। মাসাধিককাল তাঁর কাছ থেকে 'বিভাষা শাস্ত্র' শি(ালাভ করলেন। অমূল্য ঐ 'মহাবিভাষ শাস্ত্র' সংগ্রহও করেন। পরে তিনি তার চিনা অনুবাদ করেছিলেন। বিহারে দু'জন বৌদ্ধ চিকিৎসক ছিল। তারা তাঁর কিছু চিকিৎসাপত্রও করেছিল।

বলখ রাজধানীর দ(ি ণ-পশ্চিমে না-ফো বা 'নব-সঙঘারাম'। অতি সুন্দর গঠন। নবসঙঘারামই তখনকার বিশ্বে বৌদ্ধসংস্কৃতির পশ্চিমতম সীমানা। হিন্দুকুশ পর্বতের উত্তরে এটাই একমাত্র সঙঘারাম যেখানে শাস্ত্রব্যাখ্যাকারী মহামান্য আচার্যরাই একাদিত্র(মে সঙঘ পরিচালনা করে চলেছেন। সঙঘারামের সভাক(দুষ্প্রাপ্য রত্নপ্রস্তরে সুসজ্জিত। বুদ্ধমূর্তিটিও এক সুন্দর কারুকীর্তি ও মূল্যবান দ্রব্যাদিতে নির্মিত। এজন্যে অন্যদেশের রাজাদের দ্বারা প্রায়ই সঙঘারামটি লুণ্ঠিত হয়েছে।

নব-সঙঘারামের বৈশ্রবণ মূর্তি নানা অলৌকিক ঘটনার জন্য প্রসিদ্ধ। কিছুকাল আগেই এক তুর্কি শেহ-র বিহার আত্র(মণের পরিকল্পনা বৈশ্রবণদেব বানচাল করে দিয়েছিলেন। বুদ্ধের নির্বাণের পরে ইন্দ্রদেব উত্তরদেশে ধর্মর(ার দায়ভার এই বৈশ্রবণদেবের উপর ন্যস্ত করেছিলেন। সঙঘারামের দ(িণ সভাক(বুদ্ধ-ব্যবহৃত স্নানাধার আছে। তার উজ্জ্বল রঙ ও দ্যুতি থেকে বলা মুস্কিল স্নানাধার শিলা নির্মিত না ধাতু নির্মিত। এক ইঞ্চি দীর্ঘ পূতদন্ত আছে – হলুদ-সাদা রঙের। তা থেকে উজ্জ্বল আলোর বিচ্ছুরণ হয়। এছাড়া আছে তিন ফুট লম্বা কাশ-ঘাসের সম্মার্জনী। বুদ্ধ এই সম্মার্জনীটি ব্যবহার করেছিলেন। এমন তিন তিনটি অমূল্য সম্পদ সুর(িতে সেখানে। বৌদ্ধদের ছয় উৎসব কালে সেসব জনসম(প্রদর্শিত হয়।

বিহারের দুই খ্যাতনামা শি(ক – ধর্মপ্রিয় ও ধর্মকার। তাঁরা চৈনিক অতিথিকে উদারমনা পণ্ডিত জ্ঞানে যথোচিত অভ্যর্থনা ও সম্মান জ্ঞাপন করেছিলেন। বিহারের উত্তরে দু'শ' ফুট উঁচু স্তূপটি ছিল নানা মূল্যবান বস্তুসম্ভারে সাজানো। স্তূপের গায়ে হীরের মতো প্রভাময় সিমেন্টের পলেস্তারা ছিল। দ(িণ-পশ্চিমে রয়েছে চিং-লু (বৌদ্ধ মন্দির) – উচ্চমার্গীয় বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের প্রাচীন বাসভবন। সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকেই বুদ্ধত্বলাভের জন্য সাধনার চতুর্থ স্তর পর্যন্ত উন্নীত হয়েছেন। তাছাড়া অর্হত্বপ্রাপ্তদের জন্য শত শত স্তূপ আছে। সহস্র অর্হৎ আছেন যারা অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করতে পারেননি – তাদের জন্য স্মরণ-স্তূপ নির্মিত হয়নি। বিহারে শ'খানেক বৌদ্ধ দিবারাত্র বিবিধ কর্মে নিয়োজিত। কে সাধারণ শ্রমণ আর কেই বা অর্হৎ, তা বোঝা দুষ্কর ছিল।

উত্তর-পশ্চিম দিকে নগর ছাড়িয়ে ৫০ লি দূরত্ব গিয়ে হিউয়েন সাঙ দেখলেন তি-ওয়েই বা ত্রপুস বা **তাপাসু** নগর। আরো ৪০ লি উত্তরে পো-লি বা (**ভল্লিক** বা ভাল্লুক নগর। দুই জায়গায় ত্রিশ ফুট উঁচু স্তূপ আছে। বুদ্ধত্ব লাভের পরে দুই বণিক ত্রপসু ও ভল্লিকের হাত থেকে তিনি রুটি ও মধু গ্রহণ করেছিলেন। (ধানিবৃত্তির পরে তিনি তাঁদের উপদেশ (পঞ্চ নির্দেশ ও দশশীল) দান করেন। সেকারণে ঐ দু'জনই হল প্রথম বৌদ্ধ গৃহী-উপাসক। তারা যখন বুদ্ধের কাছে পূজার জন্য কিছু প্রার্থনা করল, বুদ্ধ তাঁদের কেশ ও নখাংশ দান করেছিলেন। উপাসনার উপায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি সঙঘাতি-উত্তরাসঙ্গ-শঙ্ঘচ্ছিকম ভাঁজ করে পরপর সাজিয়ে উপরে ভি(াপাত্র উপুড় করে দিলেন(তার উপর ভি(াদণ্ড দাঁড় করালেন। তারপর ঐ রকম আকৃতিতে স্তূপ নির্মাণ করতে বললেন। দেশে ফিরে বণিকদ্বয় সেইমতো স্তূপ নির্মাণ করেন। নগরের পশ্চিমে ৭০ লি দূরে বিশ ফুটের বেশি উঁচু আরেকটি স্তূপ দেখতে পাওয়া গেল। এটি কাশ্যপ বুদ্ধের সময় নির্মিত। ভি(ুদের বসনকে চীবর বলে – তার নিম্নবাস সঙঘাতি, উর্ধবাস উত্তরাসঙ্গ ও আড়াআড়ি বগলের নিচ দিয়ে নেওয়া হয় শঙ্ঘচ্ছিকম।

বলখ রাজধানীর দ(িণ-পশ্চিমে (বর্তমান শিবিরগ্রামের দ(িণে) দু'টি রাজ্য আছে। ইউয়ে-মেই-তে (**যুমধ**) ও তার দ(িণ-পশ্চিমে হু-শিহ-কান (**গুজগন**)। প্রথমটি (ুদ্র রাজ্য হলেও দ্বিতীয়টি বৃহৎ রাজ্য। হুশিহকানে উৎকৃষ্ট অ(ে পাওয়া যায়। ঐ দুই রাজ্যের রাজারা চৈনিক অতিথিকে তাদের রাজ্যে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। যাবেন না বলা সত্ত্বেও তাঁরা বারবার একই অনুরোধ করে যেতে থাকেন। তারপর হিউয়েন সাঙ ঐ দুই রাজ্যে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সেখানে তিনি প্রভূত সম্মান ও নানা উপঢৌকন লাভ করেছিলেন। তবে তিনি সেসব গ্রহণ করেন নি। হুশিহকান রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে তালাকান রাজ্য। আর পশ্চিমে পোলাসু তথা পারস্য রাজ্য।

বলখের শতাধিক লি দ(িণে কিয়ে-চিহ (কা-চিহ বা **গচি**) রাজ্য। ৫০০ লি দীর্ঘ ও ৩০০ লি প্রশস্ত। এর আরেক পরিচয় গজ উপত্যকা। রাজধানী মাত্র পাঁচ-ছয় লি সীমানার। পর্বতময় রাজ্য। ভীষণ ঠাণ্ডা। গম ও মটর-শিমের সঙ্গে অল্প ফুল-ফল জন্মে। লোকজনের আচার আচরণ কঠিন ও অশিষ্ট। দশটির উপর বিহার আছে। তিনশ'র মতো সর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধ বাস করে।

গচি-র দ(িণ-পশ্চিমে (দ(িণ-পূর্বে?) তুষারমৌলি হিন্দুকুশ পর্বতমালা। বিশাল পর্বতের গিরিচূড়াসকল উত্তুঙ্গ। দীর্ঘ ও সঙ্কীর্ণ গিরিখাদ সুগভীর। সেসব শৃঙ্গে আর ছোট খাড়াই পাহাড়ে আরোহণ করাও অত্যন্ত দুরূহ। বাতাস আর তুষারের প্রকোপ নিরবিচ্ছিন্ন লেগেই আছে। ভরা গ্রীষ্মেও প্রবল শীত। রাশি রাশি বরফের স্তূপ ছড়ানো সমস্ত উপত্যকা জুড়ে। পাহাড়ের পথ খুঁজে খুঁজে চলা ভারী শক্ত(। পর্বতের দেবতারা আর শয়তানী উপদেবীর দল যেন ত্রে(াধভরে দানবীয় ভূত-অপচ্ছায়া ইত্যাদি পাঠিয়েই চলেছে। সঙ্গে আছে পেশাদার খুনী-ডাকাতের দল। খুনজখমে তাদের হাত কাঁপে না। পথঘাট অত্যন্ত বিপজ্জনক। ঘন মেঘ আর ভাসমান মেঘপুঞ্জের আনাগোনার বিরাম নেই মুহূর্তের জন্যও। পুরু বরফের আস্তরণ নজর করে খুব ধীর গতিতে অগ্রসর হতে হয়।

হিউয়েন সাঙও খুব ধীরে ধীরে এগোচ্ছিলেন। এভাবে চলতে চলতে অবশেষে ৬০০ লি পথ অতিত্র(ম করে তুখারা রাজ্য ছাড়িয়ে উপনীত হলেন ফান-ইয়েন-না তথা **বামিয়ান** রাজ্যে। গুরু প্রজ্ঞাকর তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

বামিয়ান হিন্দুকুশ পর্বতমালার ঠিক মধ্যে অবস্থিত বলে পর্বত-গিরিসঙ্কটের সুযোগ নিয়ে অধিবাসীরা রাজ্যের নগরগুলি স্থাপন করেছে দুর্গম জায়গায়। রাজ্যটি পূর্ব-পশ্চিমে ২০০০ লি দীর্ঘ আর উত্তর-দ(িণে ৩০০ লি। রাজধানী উঁচু খাড়াই চড়াইর উপর স্থাপিত – সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটের ওপারে। পিছনে উত্তরের দিকে খাড়াই পাহাড়। রাজধানী দৈর্ঘ্যে ছয়-সাত লি। আবহাওয়া ভীষণ ঠাণ্ডা। উৎপন্ন হয় গম আর সামান্য কিছু ফল-ফুল। তবে ভেড়া-ঘোড়া ইত্যাদি তৃণভোজী পশুদের জন্য উত্তম চারণভূমি আছে।

অধিবাসীদের চালচলন রুক্ষ্ম কঠিন প্রকৃতির। সততায় পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির তুলনায় অনন্য। পরিধেয় পোষাক জমাটবাঁধা ও মোটা পশম দিয়ে তৈরী। লেখ্যভাষা, সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদি ও মুদ্রাব্যবস্থা তোখারার মতো। শুধু কথ্যভাষা পৃথক। লোকজন বৌদ্ধধর্মের তিন পূজনীয় প্রতিষ্ঠানকে তো শ্রদ্ধা করেই। সেই সঙ্গে অন্য দেবতাদেরও শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকে। বণিকেরাও, ভালো করুক কিংবা মন্দ, সকল দেবতাকে তুষ্ট করে চলে ও সকলকে যথারীতি শ্রদ্ধা জানায়। বর্তমানে প্রাচীন জনপদটির ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে ঘুলঘুলা নামক স্থানে।

বামিয়ানের রাজা প্রাসাদ ছেড়ে এসে পরিব্রাজক অতিথিকে অভ্যর্থনা জানালেন। রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ করলেন। কয়েক দিন ধরে তাঁর চিত্ত বিনোদনের নানা ব্যবস্থা হল। রাজ্যে বিশ-ত্রিশটি সঙঘারাম আছে। সবই থেরবাদী মঠ। কয়েক সহস্র শ্রমণ বাস করে। তখন রাজধানীতে ছিল মহাসাঙিঘক সম্প্রদায়ের দুই সন্ন্যাসী, আর্যদাস ও আর্যসেন। তাঁরা ধর্মলক্ষ্মণ সম্প্রদায়ের তত্ত্বকথা সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। সুদূর চিনে হিউয়েন সাঙের মতো পণ্ডিত সন্ন্যাসী আছেন জেনে তারা বিস্মিত হয়ে যান। দু'জনে তাঁর সঙ্গে তীর্থস্থান পরিদর্শনে বেরিয়ে পড়লেন।

রাজধানীর উত্তর-পূর্বে পাহাড় খোদাই করে নির্মিত হয়েছে দেড়শ' ফুট উঁচু বিশাল বুদ্ধমূর্তি। উজ্জ্বল স্বর্ণালি রঙ তার। নানা মূল্যবান রত্নাদিতে সুশোভিত। এই সেই বিখ্যাত বামিয়ান বৌদ্ধমূর্তি অতি সম্প্রতি যা ধ্বংস করে আফগানিস্তান সংবাদের শিরোনামে। বামিয়ান মূর্তির পূর্বদিকে পূর্বতন রাজার দ্বারা নির্মিত বিহার আছে। বিহারের পূর্বদিকে একশ' ফুট উঁচু ব্রোঞ্জের বিশাল শাক্যমুনি বুদ্ধের মূর্তি রয়েছে।

আশ্চর্যের কথা হল, ঐ বিহারে নির্বাণলাভ করার ভঙ্গীতে শায়িত এক বুদ্ধমূর্তি আছে – এক হাজার ফুট দীর্ঘ। হাজার ফুট দীর্ঘ মূর্তি কোন বিহারের চার দেয়ালের মধ্যে স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে, এমন ভাবনা বাস্তবানুগ নয়। পণ্ডিতগণের অভিমত – আসলে এটি কোন বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড যার সঙ্গে কষ্টকর সাদৃশ্য খুঁজে বার করা হয়েছে।

এখানে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর বিশাল দানযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। রাজা রাজকোষের সমস্ত সঞ্চয় অকাতরে দান করেন। পরে রাজকর্মচারীরা তা পুনরায় কিনে নিয়ে রাজাকে ফিরিয়ে দেয়। ঐ বিহারে অর্হৎ সানকবাসের গাঢ় লাল রঙের 'নয়টি-ডোরা-কাটা সঙঘাতি' নামক অধোবাস আছে।

সানকবাস পূর্বজীবনে রাজগৃহের বণিক আর উত্তরজীবনে আনন্দের শিষ্য ছিলেন। মথুরার বিহারে বাস করতেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য উপগুপ্ত। বুদ্ধের নির্বাণের একশ' বছর পরে তাঁর আবির্ভাব হয়। জন্মজন্মান্তরে ইনি নাকি একই বেশে বিরাজ করেন। কথিত আছে, ঐ বসনপরিহিত অবস্থায়ই তাঁর জন্ম হয়েছিল। এ কাহিনী দিব্যদান গ্রন্থে উল্লিখিত।

জীবনীগ্রন্থে বলা হয়েছে অন্যরকম কথা। বামিয়ান থেকে বিদায় নিয়ে দ(িণ-পূর্বাভিমুখী পথে প্রায় ২০০ লি অতিত্র(ম করে আবার হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে তিনি একটি (দ্র উপত্যকায় উপনীত হয়েছিলেন। সেখানকার এক বিহারে বুদ্ধের পূতদন্ত র(িত আছে। তাছাড়া কল্পকালের পূর্বেকার একজন 'প্রত্যেক-বুদ্ধ'-এর পূতদন্ত আছে। সেটি পাঁচ ইঞ্চি দীর্ঘ আর চার ইঞ্চির কম প্রস্থবিশিষ্ট। আছে সুবর্ণ-চত্র(রাজার পূতদন্ত। সানকবাসের লৌহ-ভোজনপাত্র ও রক্তি(ম সঙঘাতি চীবরও ঐ বিহারে সুর(িত।

ঐ গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে যে হিউয়েন সাঙ বামিয়ান থেকে পূর্বদিকে কপিশা রাজ্যে গমন করেন। তবে তো তাঁকে পূর্বোক্ত(বিহার দর্শন করে আবার ২০০ লি পথ অতিত্র(ম করে আবার বামিয়ান ফিরতে হয়েছিল।

সত্যি হয়েছিল কি না তার নিশ্চয়তা অবশ্য নেই।

আচার্য শীলভদ্র
(নালন্দা জুয়ান-জ্যাঙ মেমোরিয়ালের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

৫। বামিয়ান থেকে কাশ্মীর

কপিশা - লম্পক - নগরহার - হিড্ডা - গান্ধার - পেশোয়ার - উদয়ন - ত(শীলা - সিংহপুর - উরস - কাশ্মীর

জীবনীগ্রন্থ অনুসারে — হিন্দুকুশ পর্বতমালা অতিত্র(ম করতে হিউয়েন সাঙের পনেরো দিন সময় লেগেছিল। একবার তুষারঝড়ে দিকভ্রষ্ট হয়ে পড়েন। পথ হারিয়ে দু'টো দিন নষ্ট হয়। '(ুদ্র বালুকা শিখর'এর কাছে একদল শিকারীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তারাই পথ দেখিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে। তারপর কৃষ(পর্বত (ব্ল্যাক মাউন্টেন, সম্ভবত এটি পঘমান পর্বত) অতিত্র(ম করে শিবার গিরিপথ ধরে এসে পৌঁছলেন কা-পি-শিহ বা **কপিশা** বা কপিশ রাজ্যের রাজধানীতে। কপিশা বর্তমান কাফিরিস্তান। এ ঘটনা সম্ভবত ৬৩০ সালের শেষের দিকে। কপিশা নগরের অবস্থান বর্তমান কাবুল থেকে ষাট কিলোমিটার উত্তরে।

হিউয়েন সাঙ বলেছেন, কপিশা রাজ্যটি ৪০০০ লির অধিক দীর্ঘ সীমান্ত বিশিষ্ট। উত্তরে হিন্দুকুশ পর্বতমালা। অন্যদিকে কৃষ(পর্বত। রাজধানীর পরিসীমা দশ লির অধিক। উৎপন্ন হয় নানা শষ্য, ফল, জাফরান ও কাঠ। উৎকৃষ্ট অশ্বও মেলে। অন্যদেশ থেকে বিবিধ দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য আসে। ঠাণ্ডার সঙ্গে আছে ঝোড়ো বাতাস। অধিবাসীরা রুক্ষ্ম ও প্রচণ্ড মেজাজের। কর্কশ অশ্রাব্য ভাষায় কথা বলে। বিবাহপদ্ধতি বিচিত্র রকম। লেখ্য ভাষা তোখারার মতো। অন্তর্বাস হিসেবে উলের বস্ত্র ও বহির্বাসে চামড়া ও পশমের পোষাক ব্যবহার করে।

কপিশার রাজা বুদ্ধিমান, শক্তি(শালী ও সাহসী (ত্রিয়। তার প্রভাব প্রসারিত পার্শ্ববর্তী দশটি রাজ্যের উপর। রাজা প্রতি বৎসর আঠারো ফুট উঁচু রূপোর বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করে থাকেন আর মো(-পরিষদে দরিদ্র, বিধবা ও বিপত্নীকদের অকাতরে দানধ্যান করেন। চৈনিক অতিথিকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করতে রাজা অমাত্যসহ নগরপ্রান্তে উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যের শতাধিক বিহারে রয়েছে প্রায় ছয় হাজার সন্ন্যাসী। অধিকাংশ মহাযানী বৌদ্ধ। এই সেই প্রাচীন গান্ধার দেশ যেখানে একদা কনিষ্ক রাজত্ব করেছেন। দশটির বেশি দেবমন্দির আছে — নানা সম্প্রদায়ের সহস্রাধিক ভক্ত(আছে যার মধ্যে দিগম্বর, পাশুপত্য আর 'মুকুটে করোটি' সাজানো বেশকিছু সাধুসন্ত ও ভক্ত(রয়েছে।

রাজধানীতে হীনযানীদের 'শলাকা বিহার' আছে। বিহারবাসীরা বলে যে ঐ মঠ নির্মিত হয়েছে যেবার চিনের যুবরাজ জামিন স্বরূপ কপিশা এসেছিলেন। সম্ভবত বিহারটি কোন চিনা যুবরাজ দ্বারা নির্মিত। (চিনা যুবরাজের কাপিশায় বন্দীদশা — এমন ঘটনা সম্ভবত রাজা কনিষ্কের সময় ঘটেছিল।) যেহেতু নবাগত অতিথিও চিন থেকে এসেছেন, সুতরাং শলাকা বিহারবাসীদের ইচ্ছা তিনি তাদের মঠেই বাস করবেন। এদিকে আচার্য প্রজ্ঞাকর হীনযানী বলে মহাযানী মঠে বাস করতে অনাগ্রহী। যাই হোক হিউয়েন সাঙ শলাকা মঠেই আশ্রয় নিলেন। বর্ষাবাস কপিশার শলাকা বিহারেই অতিবাহিত হল।

শলাকা বিহার নির্মাণের সময় পূর্বোক্ত(চৈনিক যুবরাজ বুদ্ধ-সভাক(ের পূর্বদ্বারের দ(িণে মূর্তির পাদদেশে প্রচুর ধনসম্পদ লুকিয়ে রেখেছিলেন ভূগর্ভে। উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যতে বিহার সংস্কারের জন্য ব্যয়নির্বাহের ব্যবস্থা করে যাওয়া। একবার কোন এক দুষ্ট রাজা ঐ সম্পদ আত্মসাৎ করার মতলবে ভূমি খনন করেছিল। অপকর্মটি করতে গিয়ে মহা দুর্বিপাক ঘটল। প্রবল ভূমিকম্প শুরু হল। দেবমূর্তির উপরকার শুকপাখিটি পর্যন্ত পাখা ঝাঁপটে তীব্র চিৎকার করে উঠেছিল। রাজা ও তার সেনাদল ভয়ে চেতনা হারাল। তারপর থেকে ঐ সম্পদ উদ্ধারে আর কেউ সাহস করেনি। বিহারবাসীরা হিউয়েন সাঙকে বিহার সংস্কারের জন্য গুপ্তসম্পদ উদ্ধার করে দিতে অনুরোধ করল। হিউয়েন সাঙ সম্মত হলেন। মন্দিরে বিগ্রহের কাছে প্রার্থনা জানালেন। দেবতার কৃপা ভি(া করলেন। তারপর সাত-আট ফুট গভীর খনন করে প্রচুর স্বর্ণ ও মুক্ত(া উদ্ধার করে দিলেন। চারদিকে ধন্য ধন্য রব উঠল। অন্য এক বিবরণীতে বলা হয়েছে — ঐ বিহারের উত্তরে অবস্থিত এক পর্বতগুহায় গুপ্তসম্পদ ছিল(এক য(ছিল তার র(ক। সেই গুহা থেকে দু'-তিন লি পশ্চিমে কুয়ান-জু-সাই-পুষার (অবলোকিতেশ্বের বোধিসত্ত্ব) মূর্তি আছে। কথিত আছে, মূর্তি থেকে স্বয়ং পুষা নির্গত হন ও প্রকৃত ভক্ত(কে প্রবোধদান করেন।

রাজধানীর ত্রিশ লি দ(ি ণ-পূর্বে আছে জননেতা রাহুল দ্বারা নির্মিত রাহুল-বিহার। আর চল্লিশ লি দ(িণে সি-পি-তো-ফা-লা-জু নামক নগর। এটি ইন্দ্রের নিবাস-স্থান শ্বেতাবত-আলয় হতে পারে। যখন জগতের সর্বত্র ভূকম্প হয় ও প্রবল ধ্বস নেমে আসে, তখনও সেই পবিত্র স্থান শান্ত অবিচলিত থাকে।

রাজধানী থেকে ত্রিশ লি দূরে আ-লু-নো (অরুণ?) পর্বত। প্রতি বৎসর ওই পর্বত মাথায় একটু একটু করে উঁচু হয়, তারপর আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। কারণ একদা ওই পর্বত 'শু-না' নামক দেবতাকে আশ্রয় দেয়নি। ('শুনা' কি শূন্য দেবতা?)

দুই শত লি দূরে হিন্দুকুশ পর্বতের উপরে একটি লেক আছে। ঐ লেক ঘিরে জনৈক নাগরাজার কাহিনী প্রচলিত। সম্রাট কনিষ্ক সেখানে বিহার ও স্তূপ নির্মাণ করেছেন।

রাজধানীর উত্তর-পশ্চিমে 'পুরাতন রাজার বিহারে' শাক্য পুষার দুধ-দাঁত র(িত আছে। সংলগ্ন আরেকটি বিহারে আছে জু-লাইর উষ্ণীষ — এক ইঞ্চি পরিমাণ চওড়া

অংশ। হলুদ-সাদা রঙের। দ(ি ণ-পশ্চিমে 'পুরাতন রানির বিহারে' আছে একশ' ফুট উঁচু তামার স্তূপ। সেখানে সংর(ি ত বুদ্ধ পূতাবশেষ।

রাজধানীর দ(ি ণ-পশ্চিমে পি-লো-শো-লো পর্বত। দেখতে হাতির মতো তাই ওই নাম। ভগবান বুদ্ধ বারোশত অর্হৎ সহ ঐ পর্বতে পূজা গ্রহণ করেছিলেন। সেখানে অশোক নির্মিত শত ফুট উঁচু পিলোশোলো স্তূপ আছে। তার উত্তরের নাগ-ঝর্ণায় বুদ্ধ ও বারো শত অর্হৎ দন্তমার্জনা ও মুখপ্র(ালন করেছিলেন। তাঁদের বর্জিত খড়কে থেকে ঘন বন তৈরী হয়। পরে সেখানে পিংতোক বা 'পিণ্ডক বিহার' নির্মিত হয়।

কপিশার রাজা মহাযানপন্থী। ললিতকলায় আগ্রহ কম, তবে ধর্মপ্রচারে উৎসাহী। একদিন মহাযানী বিহারে তিনি ধর্মসভার আয়োজন করলেন। আহুত হলেন মহাযান সম্প্রদায়ের মনোজ্ঞঘোষ, সর্বাস্তিবাদী আর্যবর্মন এবং মহিশাসক সম্প্রদায়ের গুণভদ্র। হিউয়েন সাঙ ও প্রজ্ঞাকর তো ছিলেনই। পাঁচদিন ধরে আলোচনা চলল। আলোচনায় অংশ নিয়ে হিউয়েন সাঙ উপস্থিত শ্রোতাদের বোঝাতে পারলেন, মহাযান ও হীনযান উভয় শাখার শাস্ত্রগ্রন্থের উপর তাঁর পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের পরিধি কতদূর বিস্তৃত।

তারপর তোখারা তথা তুখারার রাজার আমন্ত্রণে আচার্য প্রজ্ঞাকরকে দেশে প্রত্যাবর্তন করতে হল। বলখ থেকে যাত্রা শুরু করে তাঁরা দুজনে বেশ কয়েকটা দিন একত্রে ছিলেন। তীর্থভ্রমণ করেছেন। নানা শাস্ত্র আলোচনা করেছেন। হিউয়েন সাঙ ব্যথিত চিত্তে তাঁকে বিদায় জানালেন। কপিশা থেকে পরিব্রাজক আবার পথে নামলেন।

কপিশা-গান্ধারে এসেই চৈনিক অতিথি প্রথম দেখেছিলেন হিন্দু ও জৈন ধর্মের মানুষজন। পুরাকালে চিনের কাছে ভারতবর্ষ টিয়েন-চু নামে পরিচিত ছিল, যদিও প্রাচীন নাম শিন-টু বা হিয়েন-তু বা শিয়েন-তাও। তবে সাধারণভাবে ভারত মানে ইন-তু। 'সি-ইউ-কি'র ভ্রমণবৃত্তান্ত শুরু হয়েছে কপিশার পর থেকে। লম্পক পৌঁছে নাকি তাঁর মনে হয়েছিল যে তিনি ভারত ভূখণ্ডে পৌঁছে গিয়েছেন। শুরুতে তিনি ভারতীয়দের জীবনযাত্রা সম্পর্কে সাধারণ এক বিবরণ পেশ করেছেন। তারপর গিয়েছেন ভ্রমণকথায়।

অনন্তর পঞ্জশির নদীর উপত্যকা ধরে পূর্বদিকে এগিয়ে চললেন ৬০০ লি পথ। শিয়াকোহ নামের কৃষ(পর্বত অতিত্র(ম করে এসে পৌঁছলেন লান-পো বা **লম্পক**। অবস্থান বর্তমানের লমঘন। কাবুল নদীর উৎসের কাছে। উত্তরে বরফাবৃত পর্বত, অন্য তিনদিকে কৃষ(কায় পর্বতমালা। রাজ্যটি ১০০০ লি সীমানা বিশিষ্ট। রাজধানী দশ লির বেশি পরিধির। কপিশার শাসনাধীন রাজ্য। ধান ও ই(জন্মে। ফলাদি কম হয়। অধিবাসীরা সঙ্গীতপ্রেমী তবে ভীরু কপট কুদর্শন ও কদাচারী। দশটি বিহার আছে। বৌদ্ধরা সংখ্যায় কম। যারা আছে সকলেই প্রায় মহাযানী। কয়েক কুড়ি দেবমন্দির আছ। ভক্ত(সংখ্যা সে তুলনায় অনেক।

হিউয়েন সাঙ তিনদিন লম্পকে বাস করেছিলেন। তারপর দ(ি ণ দিকে অগ্রসর হলেন। কাবুল নদীর উপত্যকা ধরে এগোনো আর অত কষ্টকর নয়। পথে এক (ুদ্র পাহাড়ের উপর স্তূপ পড়ল। কথিত আছে, বুদ্ধদেব দ(ি ণদেশ থেকে লম্পকে এসে ঐ পাহাড়ে অবস্থান করেছিলেন। সেজন্য ঐ স্থানে স্তূপটি নির্মিত হয়েছে। এখান থেকে উত্তরদিকের সমস্ত জায়গাই ম্লেচ্ছভূমি নামে কথিত। পাহাড় থেকে নেমে কুড়ি লির মতো দ(ি ণে অগ্রসর হয়ে (কুনার) নদী পার হলেন।

পৌঁছলেন ন-কিয়ে-লো-হো তথা **নগরহার** বা নাগরহর রাজ্যে। বর্তমান অবস্থান জালালাবাদ জেলায়। ৬৩০ খৃষ্টাব্দ তখনো শেষ হয়নি। রাজ্যটি দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ৬০০ লি ও ২৪০/২৫০ লি। চারদিক ঘিরে উঁচু পর্বত। রাজধানীর সীমান্ত কুড়ি লি থেকে বেশি। রাজা নেই। শাসনকার্য পরিচালনা করে কপিশার রাজা। শষ্য ও ফলাদি প্রচুর জন্মে। আবহাওয়া মাঝারি। অধিবাসীরা সচ্চরিত্র ও সাহসী। ধনসম্পদ তুচ্ছজ্ঞান করে ও বিদ্যাশি(াকে মর্যাদা দেয়। বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। বৌদ্ধ ভি(মুষ্টিমেয়, যদিও রাজ্যে অনেক স্তূপ ও বিহার আছে। দেবমন্দির আছে পাঁচটি।

রাজধানীর পূর্বে (অথবা দ(ি ণ-পূর্বে) দুই লি দূরত্বে অবস্থিত অশোক শিলাস্তূপটি তিনশ' ফুটের অধিক উচ্চতার। চমৎকার স্থাপত্য। কাছেই বিহার ও (ুদ্র স্তূপ আছে। এই পুণ্য স্থানে দ্বিতীয় কল্পে শাক্য বোধিসত্ত্বের সঙ্গে দীপঙ্কর বুদ্ধের সা(াত হয়। শাক্য বোধিসত্ত্ব কর্দমাক্ত(ভূমির উপর তাঁর অজিন দেহাবরণ ও কেশদাম বিছিয়ে দিয়েছিলেন। এবং দীপঙ্কর বুদ্ধের চরণচিহ্(র(া করেছিলেন। সা(াতে দীপঙ্কর বুদ্ধের কাছ থেকে ভবিষ্যদ্বাণী লাভ করেছিলেন যে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করবেন। 'বিনাশ-কল্প' শেষ হলেও এই স্থানের মাহাত্ম্য লুপ্ত হয়নি। এখানে উপবাস-দিনে স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হয়। চৈনিক পরিব্রাজক ঐ স্তূপ দর্শন করে প্রদ(ি ণ করলেন ও পূজা করলেন।

এক বৃদ্ধ শ্রমণের কাছে স্তূপ-মাহাত্ম্য জ্ঞাত হলেন — 'কল্পলোকের পরে সমগ্র সৃষ্টি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল, অথচ এই পুণ্যভূমি ধ্বংসের পরেও বিলুপ্ত হয়নি(যেমন সুমেরু পর্বত বিনষ্ট হলেও পরে আবার জাগ্রত হয়েছিল, তেমনি এই পুণ্যভূমিও পুনরাবির্ভূত হয়েছিল।'

রাজধানীতে আরো অনেক স্তূপ রয়েছে। একটি বিশাল স্তূপের ভিত্তিমূল আছে যেখানে একসময় বুদ্ধের দন্তাবশেষ র(ি ত ছিল। কাছেই আরেকটি স্তূপ রয়েছে যা মহাকাশ থেকে আবির্ভূত হয়েছিল। দ(ি ণ-পশ্চিমে দশ লি দূরত্বে একটি স্তূপ আছে যেখানে একদা বুদ্ধদেব মধ্যদেশ থেকে আকাশপথে এসে অবতরণ করেছিলেন। কাছেই আরেকটি স্তূপ আছে যেখানে দীপঙ্কর বুদ্ধের পূজার জন্য শাক্য বোধিসত্ত্ব পাঁচটি পদ্মফুল কিনেছিলেন।

ভ্রমণ বিবরণীতে বলা হয়েছে — দ(ি ণ-পশ্চিমে কুড়ি লি দূরের পাহাড়ে প্রস্তর নির্মিত বিহার আছে। তার সভাঘরটি বিশাল। প্রতি তলে অনেক ক(। শান্ত ও জনহীন সেই বিহারের নিচের ভূমিতে অশোক স্তূপ আছে। দুই শত ফুট উঁচু।

নগরহার থেকে দ(ি ণ-পূর্বে দশ (ভ্রমণবৃত্তান্ত মতে ত্রিশ) লি দূরে বালির পর্বত আছে। হিউয়েন সাঙ সেখানকার **হি-লো** নগরে পৌঁছলেন। স্থানটি সম্ভবত আধুনিক কালের হিড্ডা। অবস্থান জালালাবাদ থেকে পাঁচ মাইল দ(ি ণে। নগরের পরিধি চার-পাঁচ লি মাত্র। অনেকটা উঁচুতে নগর। চমৎকার উদ্যান ও সরোবর আছে। এখানে এক বহুতল ভবনের দ্বিতলে তলে সপ্তরত্নে সজ্জিত স্তূপ আছে। আছে মূল্যবান আধারে ভগবান বুদ্ধের পুণ্য করোটি-অস্থি (উষ(ীষ)। অস্থিটি বারো-চৌদ্দ ইঞ্চি পরিধির। হলদে সাদা রঙের করোটি-গাত্রে কেশগহ্বরের চিহ্(তখনও বিদ্যমান ছিল। যদি কেউ শুভাশুভ ফল জানতে চায়, তবে ধুনার গুড়ো সিল্কবস্ত্রে মাখিয়ে ঐ করোটিতে জড়ানো হয়। এর ফলে ঐ বস্ত্রখণ্ডে যে করোটি-চিহ্(আঁকা হয়ে যায়, তা থেকে অনাগত কর্মের শুভ-অশুভ লক্ষ্মণ জানা যায়। করোটি দর্শন করতে এক স্বর্ণমুদ্রা ও শুভাশুভ ফল জানতে পাঁচ স্বর্ণমুদ্রা দ(ি ণা লাগে। হিউয়েন সাঙ শুভাশুভ ফল জানতে চাইলেন। তাঁর বেলায় করোটি-অস্থি থেকে বোধিবৃ(ের ছাপ পাওয়া গেল। মন্দির ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যা — চিহ্(টি অতি শুভ, অতিথির ভাগ্য সুপ্রসন্ন এবং অবশ্যই তিনি বোধিলাভ করবেন।

আরেকটি কমলাকৃতি স্তূপেও করোটি-অস্থি র(ি ত আছে। সেখানে আপেলের মতো বৃহদাকার বুদ্ধনয়ন আছে — অন্ধকারে তা থেকে উজ্জ্বল আলোর বিচ্ছুরণ হয়। আছে বুদ্ধের সঙ্ঘাতী চীবর এবং শ্বেতলোহার বলয়-বাঁধা চন্দনকাষ্ঠের ধর্মযষ্ঠি। হাতলসহ যষ্ঠি। হিউয়েন সাঙ ঐ পবিত্র বস্তুর পূজা করলেন। স্বর্ণমুদ্রা, রজতমুদ্রা, পতাকা, রেশমবস্ত্র, ধর্মীয় পোষাক এবং পুষ্পরাজি দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন।

জীবনকথায় এক দীপঙ্কর নগরের উল্লেখ আছে, ভ্রমণকথায় নেই। জীবনীগ্রন্থ অনুসারে, দীপঙ্কর নগরের দ(ি ণ-পশ্চিমে কুড়ি লি দূরে নাগরাজ গোপালের অত্যাশ্চর্য 'ছায়াগুহা' আছে। ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়ে মনে হয় গুহা আরো খানিকটা দূরে। পথে সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট পড়ে। কোন স্রোতধারার (জলপ্রপাত) দু'দিকে আছে খাড়া পাথর। পূর্বদিকের গুহাভ্যন্তরে ভগবান বুদ্ধ গোপাল নামক নাগরাজকে পরাস্ত করেন এবং গুহার ভিতরে নিজের ছায়া রেখে যান। সেই পবিত্র ছায়া দর্শন করতে আগ্রহী হলেন হিউয়েন সাঙ। জায়গাটি ডাকাতদলের আড্ডা বলে কপিশা থেকে আসা পথ-প্রদর্শক ও অন্যান্যরা সেখানে যেতে সম্মত হল না। তারা দেশে ফিরে যেতে চাইল। পরিব্রাজক এতদূর থেকে এসেছেন, এরকম পবিত্র স্থান না দেখে চলে যেতে পারেন না। সেখানে যে বুদ্ধের ছায়া সুর(ি ত আছে! সঙ্গীদের বললেন — 'আপনারা ধীরে ধীরে এগিয়ে যান, আমি ছায়াগুহা দর্শন করে ফিরে যাচ্ছি।'

তারপর গুহার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। পথে এক মঠে খোঁজ নিয়ে জেনে নিলেন ছায়া-গুহার সঠিক অবস্থান। গ্রামবাসীরা কেউ তাঁর পথপ্রদর্শক হতে রাজি নয়। অবশেষে এক বালক নিকটবর্তী গ্রাম অবধি তাঁকে পৌঁছে দিতে এগিয়ে এল। সেখানে পৌঁছে রাতটা তিনি গ্রামেই কাটালেন। পরদিন গ্রামের এক বৃদ্ধ তাঁকে গুহায় নিয়ে যেতে সম্মত হল। পথে যেতে যেতে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল পাঁচ ডাকাতের সঙ্গে। ছুরি হাতে তারা সামনে উপস্থিত। চৈনিক পরিব্রাজক টুপি খুলে তাদের অভিবাদন জানালেন। পরিধানের ধর্মীয় পোষাক দেখালেন। তারপর জানালেন যে তাঁরা বুদ্ধের ছায়া পূজা করতে চলেছে। ডাকাতরা জিজ্ঞাসা করল — 'পথে ডাকাত আছে সেকথা কি শোনেন নি আপনি?'

'— শুনেছি। ভগবান বুদ্ধের চরণে প্রণতি নিবেদন করতে যাত্রা করেছি। পথে হিংস্র জন্তু থাকলেও যাত্রাপথ থেকে বিচ্যুত হবো না। আর ডাকাতরাও তো মানুষ।'

তাঁর কথা শুনে বিস্মিত হল ডাকাতের দল। তারাও একসঙ্গে ঐ আশ্চর্য ছায়া-গুহা দর্শন করতে গেল। সেখানে পৌঁছে দেখলেন — উপত্যকার পূর্বদিকে অবস্থিত অন্ধকার গুহার দ্বার। প্রবেশমুখ পাহাড়ের পশ্চিমে। বৃদ্ধ ব্যক্তি(টি জানাল — গুহার ভিতরে পঞ্চাশ পা সোজা এগোলে পুবদিকে পাথুরে দেয়াল পড়বে। তারপর পূর্বদিকে তাকালে পবিত্র ছায়ার দর্শন লাভ হবে।

কথামতো হিউয়েন সাঙ এগিয়ে গেলেন। না, কোন ছায়ার দর্শন পেলেন না। শতবার ভূমিশয়নে প্রণাম জানালেন। কোন ফল হল না। 'এ তাঁর পাপকর্মের ফল' বলে নিজেকে ধিক্কার জানালেন। তারপর নতুন উদ্যমে 'শ্রীমালা-দেবী-সিংহনাদ শাস্ত্র' থেকে মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। আরো শতাধিক বার শয়ন-প্রণাম জানালেন। এবার পূর্বদিকের প্রাচীরে সামান্য আলো দেখা গেল। পর(ণেই নিভে গেল। হিউয়েন সাঙ দু'শ' বার শয়ন-প্রণাম জানালেন। এবার গুহাভ্যন্তর উজ্জ্বল আলোয় ভরে উঠল। ক্র(মে পাথুরে দেয়ালে তথাগতের ছায়া ফুটে উঠল। কুয়াশার আবরণ থেকে যেমন করে তুষারশৃঙ্গ আত্মপ্রকাশ করে, তেমন করে দেখা গেল ছায়াঘন অবয়ব। হিউয়েন সাঙের হৃদয় আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ভগবানের দেহবর্ণ রক্তি(ম-পীত। তাঁর চীবরও অনুরূপ বর্ণের। কমলাসনের উপরভাগে তিনি সুস্পষ্ট দেখা দিয়েছেন। নিচের দিকটা খানিক অস্পষ্ট। পশ্চাদপটে বোধিসত্ত্ব ও অর্হতদের ছায়াও দৃশ্যমান। তাঁরা ভক্তি(ভরে পূজা করলেন। পুষ্পরাজি ও সুগন্ধি ধূপ নিবেদন করলেন। ভগবানের ছায়া দর্শন করে ডাকাতদলটিও অভিভূত হয়ে পড়ল। তারা অস্ত্রত্যাগ করে ধর্মদেশনা গ্রহণ করল। তারপর সকলে ফিরে গেল নিজ নিজ দেশে।

গুরু হিউয়েন সাঙও দ্রুতপায়ে অগ্রসরমান সহযাত্রীদলের সঙ্গে যোগ দিলেন। ৫০০ লির বেশি পথপরিক্র(মা করে পার্বত্য পথ ডিঙিয়ে খাইবার গিরিপথ দিয়ে পূর্বদিকে এগিয়ে এসে পৌঁছলেন কন-তো-লো বা **গান্ধার** রাজ্যে। ৬৩০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের

শেষে অথবা পরের মাসের গোড়ায়। একটি বছর ফুরিয়ে গেল পথে পথে। ইন-টু দেশে সবে তিনি পা রেখেছেন। বোধিবৃ(এখনো কতদূরে? নালন্দা?

বিশাল গান্ধার রাজ্যের আয়তন পূর্ব-পশ্চিমে ১০০০ লি, উত্তর-দ(ণে ৮০০ লি। পূর্বদিকে প্রবাহিত সিন্ধু নদ। রাজ্যের রাজধানী পু-লু-শ-পু-লো বা **পুরুষপুর** তথা পেশোয়ার। পরিধি ৪০ লি। কপিশরাজার অধীনস্থ দেশ। অথচ নগর-গ্রাম জনমানবশূন্য — বাসিন্দার সংখ্যা নগণ্য। রাজধানী-নগরের এক প্রান্তে এক হাজার পরিবার বাস করছে। ৭৮ খৃষ্টাব্দে শকাব্দ-প্রবর্তক কুষাণসম্রাট কণিষ্কের রাজধানী ছিল পুরুষপুর। সুফলা দেশ। শষ্য ফুল ফল প্রচুর জন্মে। ই(উৎপাদন খুব বলে গুড় বা মিছরি (সুগার-ক্যাণ্ডি) হয় প্রচুর। আবহাওয়া উষ(— তুষারপাত হয় না বললেই চলে। এই রাজ্যে জন্ম নিয়েছেন বহু স্বনামধন্য আচার্য যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নারায়ণদেব, অসঙ্গ বোধিসত্ত্ব (উয়ো-চো), বসুবন্ধু বোধিসত্ত্ব (শিহ-চিন), ধর্মত্রাতা (ধর্মতার), মনোরথ এবং শ্রদ্ধেয় পার্শ্বে। অসঙ্গ ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসুবন্ধু চতুর্থ শতকের দিকপাল দার্শনিক। নারায়ণদেব জনৈক অজ্ঞাতনামা দার্শনিক। শ্রদ্ধেয় পার্শ্বে রাজা কনিষ্কের আমলের।

প্রাচীন শহরটি তখন পূর্ব গৌরবগাথার সামান্য অবশেষই মাত্র বহন করছে। বৌদ্ধধর্ম ত্র(মাবনতির মুখে। অনেক বিহার রয়েছে তখনো — সংখ্যায় সহস্রাধিক। তবে অধিকাংশ জীর্ণদশায় ও পরিত্যক্ত(প্রায়। অধিকাংশ স্তূপও অন্তিমদশায়। শতাধিক দেবমন্দির আছে। নানা সম্প্রদায়ের লোকজন বসবাস করছে।

রাজধানীর উত্তর-পূর্বে এক ভবনচত্বরে একদা বুদ্ধের মহামূল্যবান ভি(াপাত্রটি ছিল। মহানির্বাণের পরে ভি(াপাত্রটি নানা স্থান ঘুরে পুরুষপুরে আসে। কয়েক শতক পরে আবার তা অন্যত্র চলে যায়। হিউয়েন সাঙের সময় হয়তো ছিল বেনারসে অথবা পো-লো-সু তথা পারস্যদেশে।

নগর থেকে আট-নয় লি দ(ণ-পূর্বে রয়েছে একশত ফুট উচ্চতার পিপ্পল বৃ(। ঘন পত্ররাজিতে বৃ(টি চমৎকার ছায়া মেলে ধরেছে। চার 'অতীত-বুদ্ধ' এই বৃ(তলে উপবেশন করেছিলেন। বসে ধ্যান করেছিলেন। তাঁদের উপবিষ্ট মূর্তি রয়েছে। ভবিষ্যকালের ৯৯৬ জন বুদ্ধও নাকি ঐ বৃ(র নিচে বসে ধ্যানমগ্ন হবেন। একদিন ঐ বৃ(তলে দ(ণমুখী আসনে বসে আনন্দকে বুদ্ধ বলেছিলেন — 'চারশ' বৎসর পরে কনিষ্ক নামে এক সম্রাট রাজত্ব করবেন(ইনি একটু দ(ণে স্তূপ নির্মাণ করবেন এবং সেখানে আমার অস্থিমজ্জার অনেকাংশ সংগ্রহ করে রাখবেন।'

মহানির্বাণের ঠিক চারশ' বৎসর পরে জম্বুদ্বীপের একচ্ছত্র রাজা কনিষ্কের আবির্ভাব হয়েছিল। আগে তিনি (বুদ্ধ-নির্দেশিত) ধর্মকর্মে বি(াস করতেন না(বৌদ্ধধর্মের প্রতি উদ্ধত ভাব পোষণ করতেন। একবার শিকার করতে গিয়ে এক ধবল শশকের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে দেখেন যে শশকটি বনের এক জায়গায় এসে উধাও হয়ে গেল। রাজা

দেখলেন, সেখানে এক রাখালবালক তিন ফুট উঁচু স্তূপ নির্মাণ করেছে। জিজ্ঞাসিত হলে ঐ বালক বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা জানাল তাঁকে এবং তিনিই যে সেই উদ্দিষ্ট রাজা তাও বলল। এরপর রাজা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেন এবং বালকের স্তূপের উপরে নতুন করে স্তূপ নির্মাণ শুরু করলেন। আশ্চর্যের কথা হল, যতই উঁচু করে তিনি স্তূপ তৈরী করেন, বালকের স্তূপটি ততই উঁচুতে উঠে যায়। তারপর যখন স্তূপের ভিতের পরিধি পাঁচ ধাপে দেড় লি এবং উচ্চতা চার শত ফুট হল, তখনই বালকের স্তূপটি আবৃত হল।

রাজা কনিষ্ক স্তূপ-শীর্ষে পঁচিশটি গিলটি-করা তামার চত্র(স্থাপন করলেন। স্তূপে সংর(িত হল তথাগতের দেহভস্ম ও পূতাস্থি। তারপর অর্চনা করতে অগ্রসর হলেন। তখন দেখেন, বৃহৎ স্তূপের থেকে ছোট স্তূপের খানিকটা অংশ বেরিয়ে পড়েছে। এবার রাজার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। আর কোন নির্মাণের চেষ্টা না করে তিনি স্তূপ অমনি রেখে দিলেন।

হিউয়েন সাঙ সেই অলৌকিক 'জোড়া স্তূপ' দেখলেন। তার শীর্ষদেশে বিদ্যমান পঁচিশ ভাগে নির্মিত হীরকচত্র(। ভক্ত(বৃন্দ রোগ নিরাময়ের জন্য এসে স্তূপে পূজা করে।

ঐ মহাস্তূপের পূর্বে প্রস্তরসোপানের দ(ণে দু'টি সুন্দর খোদাই-করা স্তূপ আছে — তিন ফুট আর পাঁচ (পঁচিশ?) ফুট উঁচু। মহাস্তূপের (দ্রকায় প্রতিমূর্তি হিসেবে। বোধিতলে পদ্মাসনে উপবিষ্ট দু'টি বুদ্ধমূর্তি আছে — চার ও ছয় ফুট উচ্চতার। সূর্যালোকে সোনালি রঙ ঠিকরোয় সেই মূর্তি থেকে। অন্যসময় রঙ থাকে গাঢ় বেগুনি।

মহাস্তূপের দ(ণ পাশে ষোলো ফুট উঁচু বুদ্ধচিত্র অঙ্কিত। চিত্রে বুদ্ধের দুটি মাথা।

একশ' কদম দূরে দ(ণ-পশ্চিমে (দ(ণ-পূর্বে) আরেকটি স্তূপে শ্বেতপ্রস্তরে নির্মিত উত্তরমুখী বুদ্ধমূর্তি দণ্ডায়মান। আঠারো ফুট উঁচু। স্থানীয় লোকেরা বলে, নিশীথ রাতে মূর্তিটি মহাস্তূপের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। তখন বুদ্ধমূর্তি থেকে আশ্চর্য সুগন্ধ ছড়ায়। নানা অদ্ভুত শব্দ শোনা যায়। আরো কাহিনী আছে মূর্তিটি ঘিরে।

চারপাশে ছড়ানো আছে শতাধিক (দ্র স্তূপ। বুদ্ধদেব ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন — যখন এই স্তূপে সাতবার অগ্নিদাহ ও সাতবার পুনর্নির্মাণ হবে, তখন ধরাধাম থেকে তাঁর ধর্মেরও অন্ত হবে। স্তূপটিতে ইতিমধ্যে তিনবার অগ্নিসংযোগ হয়েছে। পরিব্রাজক এসে দেখলেন চতুর্থবারের অগ্নিকাণ্ডের পর পুনর্নির্মাণ চলছে।

বৃহৎ স্তূপের পশ্চিমে কনিষ্ক নির্মিত প্রাচীন 'কনিষ্ক মহাবিহার'। ভগ্নদশায় তবু স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন। তোরণ ও একাধিক তলবিশিষ্ট ভবনে সংলগ্ন অনেক ছাদ — ছাদের মধ্যে গমনাগমনের জন্য বহু পথ আছে। বহু খ্যাতিমান এই সঙ্ঘারামের সঙ্গে যুক্ত(। কিছু হীনযানী ভক্ত(বাস করছিল। বিশাল ক(ের তৃতীয় তলে (অথবা তৃতীয় মিনারে) একদা শ্রদ্ধেয় পার্শ্বে (পো-লি-সু-ফো তথা পার্শ্বিক) বাস করতেন। ইনি দার্শনিক অশ্বঘোষের আচার্য। ছিলেন ব্রাহ্মণসন্তান। আশি বছর বয়সে বৌদ্ধধর্মে দী(িত হন। বিহারের প্রাত্যহিক

কর্মে অশক্ত(ছিলেন বলে কপালে উপহাস জোটে। তারপর তিনবছর শয্যায় দেহ পার্শ্বে না রেখে ধ্যান-অধ্যয়ন করে আধ্যাত্মিক সাফল্য লাভ করেন। সেই থেকে নাম হয় পার্শ্বে।

পূর্বদিকের প্রাচীন ভবনে শিহ-চিন-পুসা (বসুবন্ধু) আ-পি-তা-মো-কু-শি-লান (অভিধর্মকোষ শাস্ত্র) রচনা করেন। পিতা কৌশিক ও মাতা বিলিন্দির মধ্যম পুত্র তিনি। তাঁর অগ্রজ ভ্রাতা স্বনামধন্য আচার্য অসঙ্গ।

ভবনের পঞ্চাশ কদম দ(ি ণের ভবনে আচার্য মো-নু-হো-তা-তা (মনোরথ) বিভাষাশাস্ত্র রচনা করেছিলেন। তাঁর আবির্ভাব হয় মহানির্বাণের এক হাজার বৎসরের মধ্যে। আরেক হিসেবে ১৫০ খৃষ্টাব্দে। তখন শ্রাবস্তীর রাজা ছিল বিত্র(মাদিত্য। একবার রাজা বিত্র(মাদিত্য মনোরথকে অপদস্ত করার জন্য একশত পণ্ডিতকে বিতর্কে আহ্বান করেন। নিরানব্বুই জনকে পরাস্ত করার পরেও চাতুর্যের সঙ্গে মনোরথকে তর্কে পরাজিত ঘোষণা করা হয়। এ ঘটনায় (ব্ধ হয়ে আচার্য মনোরথ আত্মগ্লানিতে দেহত্যাগ করেন। তার আগে শিষ্য বসুবন্ধুকে সমস্ত ঘটনার কথা জানিয়ে যান। পরে বসুবন্ধু ঐ পণ্ডিতগণকে তর্কে পরাস্ত করে গুরু মনোরথের মান র(া করেন।

কনিষ্ক মহাবিহারের উত্তর-পূর্বে ৫০ লির বেশি (১০০ লি?) পথ অতিত্র(ম করে বিশাল নদ (সিন্ধু) পার হয়ে এলেন পো-সি-কা-লো-ফা-তি তথা **পুষ্কলাবতী** নগরে। অবস্থান আধুনিক পেশোয়ারের উত্তরে হস্তনগরে। চৌদ্দ-পনেরো লি সীমানা নগরের। জনবসতি যথেষ্ট। নগরের পশ্চিম দ্বারের বাইরে দেবমন্দির আছে। ভিতরে চমৎকার দেবমূর্তি। নগরের পূর্বদিশায় অশোক নির্মিত স্তূপ। সেখানে চার অতীত-বুদ্ধ ধর্ম প্রচার করেছিলেন। বসুমিত্র এখানে বসে 'অভিধর্ম-প্রকরণ-পদ শাস্ত্র' রচনা করেন।

নগরের চার-পাঁচ লি উত্তরে আরেকটি প্রাচীন বিহারে বসে ধর্মত্রাতা শাস্ত্র রচনা করেন। বিহারের পাশে অশোক নির্মিত কয়েক শত ফুট উঁচু স্তূপ আছে। স্তূপের কাঠের কাজ ও প্রস্তরখোদাই দেখে বিদেশী শিল্পকর্ম বলে মনে হয়। এই স্থানে শাক্যমুনি বুদ্ধ পূর্বজন্মে বোধিসত্ত্ব রাজা হয়ে জন্মেছিলেন সহস্রবার। প্রতি জন্মে চ(ুদানের মতো দানশক্তি(আয়ত্ত করেছিলেন। সামান্য পূর্বদিকে ব্রহ্মা ও ইন্দ্র নির্মিত দু'টি স্তূপ আছে যার ভিত ভূগর্ভে নিমজ্জিত। পঞ্চাশ লি উত্তর-পশ্চিমে যে স্তূপ নির্মিত রয়েছে, সেখানে বুদ্ধ দানবমাতা কুয়েই-জু-মু (দেবী হারিতি)-কে পরিবর্তিত করেছিলেন। ঐ স্থানের পঞ্চাশ লি উত্তরে 'শমক স্তূপ'। পূষা পূর্বেকার জন্মে শম ছিলেন। অন্ধ পিতামাতার জন্য ফল আহরণ করতে গিয়ে হরিণশিকার করতে আসা রাজার তীরে বিদ্ধ হন। সদাচরণের ফলে পরে তাঁর পুনর্জীবন লাভ হয়।

শমক স্তূপ থেকে ২০০ লি দ(ি ণ-পূর্বে **পো-লু-শ** নগর (সম্ভবত পালোধেরি) যার উত্তরের স্তূপটি যুবরাজ সুদানের রাজ্যত্যাগ করে বনবাস যাত্রার স্মরণে নির্মিত। পাশের বিহারে জনা পঞ্চাশেক হীনযানী বৌদ্ধের বাস। শাস্ত্রবিদ আচার্য ঈশ্বের এখানে বসে অভিধর্ম

শাস্ত্র রচনা করেন। নগরের পূর্বদ্বারের বাইরের বিহারে পঞ্চাশজন মহাযানী বাস করে। অশোকস্তূপ আছে। এক ব্রাহ্মণ তনতোলোক (দন্তলোক) পর্বতে যুবরাজ সুদানের পুত্রকন্যা ভি(া করে এনে বিত্র(য় করে দেয়। তার স্মরণে নির্মিত ঐ অশোকস্তূপ। পাশের স্তূপটি ঐ ব্রাহ্মণ দ্বারা সুদান-সন্তানদের উপর অত্যাচার ও রক্ত(পাতের স্বা(র বহন করে। পাথরে রক্তি(ম চিহ্(তখনও স্পষ্ট ছিল। গাছপালায় লেগেছিল রক্তি(ম বর্ণের ছোঁয়া।

কুড়ি লি উত্তর-পূর্বে দন্তলোক পর্বতের উপর একটি স্তূপ আছে। সুদানের আবাসস্থলে নির্মিত সেই স্তূপ। ঐ স্তূপের কাছাকাছি কোন জায়গায় সুদান ঐ ব্রাহ্মণের কাছে আপন পুত্রকন্যা দান করেছিলেন। আছে সুদানের সমাধিগুহা। একশত লি দূরের পাহাড়ে ঋষি একশৃঙ্গ বাস করতেন। সেখানে অশোকস্তূপ আছে। আরো যতো পুণ্যভূমি ছিল সেসব দর্শন করলেন। স্বর্ণ-রজত ও রেশম বস্ত্রাদি দান করলেন। কাওচ্যাঙের রাজা তাঁকে অঢেল উপহার দিয়েছিল বলেই তা সম্ভব হচ্ছিল।

পোলুশের ৫০ লি উত্তর-পূর্বে উঁচু পর্বতের পাদদেশে মহেশ্বরপত্নী 'ভীমাদেবীর মন্দির'। ভস্মাচ্ছাদিত তীর্থিকেরা সেই শক্তি(পীঠে পূজা ও দানধ্যান করে। ঐ পর্বতের আদল শিবপত্নী ভীমাদেবীর মতো। ভক্ত(দের বি(াস – সেখানে দেবী স্বয়ং আবির্ভূতা। দেশদেশান্তর থেকে ভক্ত(সমাগম হয়। সাতদিন উপবাস থেকে দেবীর কাছে ভক্তি(ভরে প্রার্থনা জানলে ভীমাদেবী ভক্ত(ের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।

ভীমা মন্দির থেকে দ(ি ণ-পূর্বে ১৫০ লি দূরে সিন্ধুর উত্তরতটে উ-তো-কা-কান-তু বা **উদকখণ্ড** নগর। আধুনিক আটকের উত্তরে উন্দ অঞ্চলে। কুড়ি লি সীমানা বিশিষ্ট নগর। অধিবাসীরা বিত্তবান। নগরে বিবিধ দুর্মূল্য বস্তুসম্ভার আছে।

আরো কুড়ি লি উত্তর-পশ্চিমে পো-লো-তু-লো বা শলাতুরা নগর – ঋষি পাণিনির জন্মভূমি। ঋষি পাণিনি শব্দবিদ্যার উপর শাস্ত্র রচনা করেছেন। পুরাকালের প্রারম্ভে জগতে সমুন্নত ভাষা ছিল। কল্পান্তে জগত জনহীন ও শূন্য হল। তখন শা(েতগণ অবতার রূপে মানুষকে নির্দেশ দিতে এলেন। তা থেকে লিপিশাস্ত্রের সৃষ্টি হল। ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রথমে আদর্শ শাস্ত্র রচনা করেছিলেন। পরে যখন মানুষের শত বৎসর পরমায়ু হল, তখন পাণিনির আবির্ভাব হয়েছিল। ইনি শিবের আশীর্বাদধন্য – বত্রিশ শব্দে বা মাত্রায় শ্লোক রচনা এবং সহস্র শ্লোকে সকল শব্দবিদ্যা আয়ত্ত করলেন। তাঁর শাস্ত্র রচনায় মুগ্ধ রাজা সমগ্র রাজ্যে ঐ শাস্ত্র শি(ার ব্যবস্থা করেন ও সফল শি(ার্থীকে সহস্র সুবর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেবেন ঘোষণা করেন। নগরে একটি স্তূপ আছে যেখানে কাশ্মীরের এক অর্হৎ জনৈক পাণিনি-শিষ্য ব্রাহ্মণকে ধর্মান্তরিত করেছিল।

উদকখণ্ড থেকে ৬০০ লি পথ পরিত্র(মা করে পর্বত-নদী-উপত্যকা পার হয়ে এসে উপনীত হলেন উ-চ্যাঙ-না বা **উদয়ন** রাজ্যে। এই অঞ্চলটি কোন রাজার উদ্যান ছিল হয়তো। উদ্যান থেকে সম্ভবত উদয়ন নাম হয়েছে। সোয়াট উপত্যকায় অবস্থিত রাজ্যটির

পরিধি ৫০০০ লি। চারদিকে পাহাড় গিরিসঙ্কট আর ঘন জঙ্গল। আবাদী জমি কম। আঙুর ও ফল-ফুল প্রচুর জন্মে। ইঁ(কম। সোনা, লোহা ও জাফরান প্রচুর পাওয়া যায়। অধিবাসীরা ভীরু ও কপট। জ্ঞানলাভের জন্য শি(ালাভ করে না। ভোজবাজি ও তন্ত্রমন্ত্র পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে খুব পছন্দ করে।

উদয়ন রাজ্যে আছে সু-পো-ফা-সু-তু (সুভবাস্তু, সুবাস্তু, সোয়াট) নদী। নদীর উভয়তটে একদা চৌদ্দশ' বিহার ছিল। সবই জীর্ণদশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। একদা ১৮,০০০ বৌদ্ধশ্রমণ বাস করত। কালান্তরে মহাযানী বৌদ্ধ অল্পকিছু সংখ্যায় রয়েছে। তারা নীরবে বসে ধ্যান করে আর মর্মার্থ না বুঝে অতি চাতুর্যের সঙ্গে মন্ত্র উচ্চারণ করে যায়। তারা যাদুবিদ্যায় পারদর্শী। বিহার-সন্ন্যাসীদের পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীতে 'বিনয়' শি(া দেওয়া হয় — ধর্মগুপ্ত, মহীশাসক, কাশ্যপীয়, সর্বাস্তিবাদী ও মহাসাঙ্ঘিক বিনয়। গোটা দশেক দেবমন্দির আছে।

রাজ্যে চার-পাঁচটি সুদৃঢ় নগর আছে। তার মধ্যে প্রধান নগর মেঙ-কিয়ে-লি বা **মঙ্গলৌর**। রাজা বাস করেন সেই নগরে। সে হিসেবে উদয়নের রাজধানী মঙ্গলৌর(দোশিরি পর্বতের গিরিশিরার নিচে অবস্থান। ধনসম্পদে সচ্ছল ও জনবহুল রাজধানী। চার-পাঁচ লি পূর্বদিকে স্তুপ আছে। সেখানে পূর্বজন্মে পুষা এক সর্বংসহা ঋষি ((ান্তিবাদী) হয়ে জন্মেছিলেন। জাতকে ঐ (ান্তবাদী ঋষির কাহিনীর উল্লেখ আছে।

মঙ্গলৌর থেকে ২৫০ লি উত্তর-পূর্বের পার্বত্য প্রদেশে সুভবাস্তু নদীর উৎস — সেখানে 'অপলাল নাগের ঝর্ণা' আছে। ঝর্ণা থেকে নির্গত নদী দ(ণ-পশ্চিমে প্রবাহিত। শাক্যমুনি বুদ্ধ অপলাল-নাগকে ধর্মান্তরিত করতে এখানে এসেছিলেন। তখন বজ্রপাণি গদা নিয়ে পর্বতশীর্ষ ভগ্ন করেছিলেন।

অপলালনাগ ঝর্ণার ত্রিশ লি দ(ণ-পশ্চিমে উত্তর তটের এক বৃহৎ শিলাখণ্ডে বুদ্ধদেবের চরণচিহ্(অঙ্কিত আছে। আশ্চর্যের কথা হল — যে ব্যক্তি(যেমন, সে ঐ চরণচিহ্নে(র মাপ তেমন করে দেখে। অপলাল-নাগ বিনাশকালে বুদ্ধ এই পদচিহ্(রেখে যান। নদীর ত্রিশ লি নিচে আছে এক প্রস্তরখণ্ড যার উপর বুদ্ধদেব তাঁর চীবর প্র(ালন করতেন। তাঁর পোষাকের দাগ তখনো এমন সুস্পষ্ট — যেন খোদাই করা হয়েছে।

মঙ্গলৌর থেকে ৪০০ লি দ(ণে মাউন্ট হি-লো। ঐ পার্বত্য উপত্যকায় স্রোতধারা পশ্চিমে প্রবাহিত। পাহাড় বেয়ে যতই পূর্বদিশায় উপরে ওঠা হয়, ততই নানা ফুল ও ফলগাছে স্রোতস্বিনী ও পাহাড় ঢাকা পড়ে যায়। শিখরে খাড়া পাহাড়ে চড়া কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। গিরিসঙ্কট এঁকেবেঁকে আরো সর্পিল হয়েছে। শব্দ এমন জোরালো হয় যে মনে হয় কেউ উচ্চগ্রামে কথা বলছে কিংবা সুরের প্রতিধ্বনি ভেসে আসছে। এখানে বসে তথাগত যে(র কাছে পূর্বজন্মে অর্ধেক গাথা শি(া করেছিলেন। প্রতিদানে তিনি তাঁর দেহ দান করেছিলেন।

মঙ্গলৌর থেকে ২০০ লি দ(ণে মো-হ-ফ-ন বা 'মহাবন বিহার'। কাহিনী আছে বিহার কেন্দ্র করে। বহুকাল আগে পূষা জু-লাই (বুদ্ধ) সফোতাচিহ (সর্বদা বা সর্বদদ বা সর্বদত্ত) রাজা হয়ে জন্মেছিলেন। তাঁকে শত্রুর হাতে রাজ্যপাট তুলে দিয়ে গোপনে আশ্রয় নিতে হয়েছিল মহাবেন। একদিন জনৈক ভি(াপ্রার্থী ব্রাহ্মণকে দানযোগ্য কিছু না থাকায় তিনি নিজেকে শত্রুরাজার কাছে সমর্পণ করেন আর তাঁকে ধরার জন্য যে পুরস্কারমূল্য রাজা দান করেন, তা ব্রাহ্মণকে দান করেন।

মহাবন থেকে ৩০-৪০ লি উতরাই পথে মো-ইয়ো বা মসুর বিহার। কাছেই শত ফুট উঁচু স্তূপ ও প্রস্তরে অঙ্কিত বুদ্ধের চরণচিহ্(বিদ্যমান।

মহাবন থেকে ৬০-৭০ লি পশ্চিমে আরেকটি অশোক স্তূপ আছে যেখানে রাজা শিবি এক কবুতরের প্রাণর(া করতে আপন দেহমাংস ঈগলকে দান করেছিলেন। বুদ্ধই পূর্বজন্মে রাজা শিবি ছিলেন।

শিবি স্তূপ থেকে ২০০ লি উত্তর-পশ্চিমে শননিলোশি উপত্যকায় সা-পাও-শা-তি বা 'সর্পৌষধি বিহার' ও আশি ফুট উঁচু স্তূপ। সন্নিকটে সু-মো মহাস্তূপ। মঙ্গলৌর থেকে ৬০ লি দ(ণ-পশ্চিমে নদীতীরে রাজা উত্তরসেনার নির্মিত ষাট ফুট উঁচু স্তূপ।

মঙ্গলৌর নগর থেকে ৫০ লি পশ্চিমে নদী অতিত্র(ম করে লোহিতক বা 'রোহিতক স্তূপ'। পঞ্চাশ (একশ'?) ফুট উঁচু ঐ স্তূপের নির্মাতা সম্রাট অশোক। পূর্বজন্মে তথাগত (মৈত্রবল) এখানে পাঁচ য(ের ভোজনের জন্য দেহকর্তন করে রক্ত(দান করেছিলেন। ঐ পাঁচ য(পরে অজ্ঞাত কোণ্ডিণ্য ও তাঁর চার সখা হয়ে জন্ম নিয়েছিল। উত্তর-পূর্বে ৩০ লি দূরে আছে ও-পু-তো বা 'অদ্ভুত স্তূপ' — ত্রিশ-চল্লিশ ফুট উচ্চতার। একদা বুদ্ধ এখানে সদ্ধর্ম প্রচার করেছিলেন। তাঁর বিদায়ের পরে স্তূপটি আপনা আপনি উদ্ভুত হয়। নদী পেরিয়ে পশ্চিমদিকে কয়েক লি দূরে অবলোকিতেশ্বের বোধিসত্ত্বের মন্দির। সেখান থেকে ১৪০-১৫০ লি দূরে লান-পো-লু পর্বত। উপরদিকে ত্রিশ লি পরিধির নাগ-হ্রদ আছে। একদা কপিলাবাস্তু থেকে নির্বাসিত শাক্যযুবা এখানে এসে নাগ-কন্যাকে বিবাহ করে উদয়নের সিংহাসন দখল করেন। তাঁরই পুত্রের নাম ছিল উত্তরসেন।

মঙ্গলৌর থেকে ১০০০ লি দূরে দুর্গম পথে তা-লি-লো বা দর্দ বা **দারেল** উপত্যকা — উদয়ন রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী সেখানে। সেখানকার বিহারে একশ' ফুট উঁচু জু-শিহ পূষার (মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব) কাষ্ঠমূর্তি আছে। কথিত আছে, আনন্দ-শিষ্য অর্হৎ মধ্যান্তিক অলৌকিক শক্তি(বলে জনৈক মূর্তিশিল্পীকে তুষিত স্বর্গে প্রেরণ করেছিলেন বোধিসত্ত্বের প্রকৃত অবয়বের সঙ্গে পরিচয়ের জন্য। ঐ শিল্পী তিন বার স্বর্গে গমন করেন। তারপর অপরূপ মৈত্রেয়মূর্তি নির্মাণ করেন। মূর্তিটি মৈত্রেয় বুদ্ধের যথার্থ রূপায়ণ — এমনটাই শিল্পীর দাবী। ফা-হিয়েন বলেছেন — মূর্তিটি উচ্চতায় আশি ফুট(নিচের দিকে চওড়ায় আট ফুট। উপবাসের দিনে মূর্তি থেকে মাঝেমাঝে তীব্র জ্যোতি বিকীর্ণ হয়।

তা-লি-লো থেকে পূর্বদিকে সিন্ধুর উজানে ৫০০ লি দূরে পো-লু-লো বা **বোলোর** রাজ্য। বন্ধুর পার্বত্যপথ, গভীর খাদ, ঝুলন্ত সেতু ও গিরিসঙ্কট উত্তীর্ণ হয়ে সে রাজ্য। ৪০০০ লি সীমানা। অবস্থান একেবারে হিন্দুকুশ পর্বতমালার উপর। সম্ভবত পোলুলো রাজ্যটি এখনকার বালতিস্তান। দারুণ শীতের জায়গা। গম, দানাশষ্য, সোনা ও রূপো পাওয়া যায়। স্থানীয় অধিবাসীরা ধনী, রুক্ষপ্রকৃতির ও কুৎসিতদর্শন। কয়েক শ' বিহারে কয়েক হাজার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আছে।

উদকখণ্ড থেকে হিউয়েন সাঙ উপরোক্ত স্থানে গিয়েছিলেন কিনা বা কতটা গিয়েছিলেন তা নিয়ে সংশয় খুব। যদি গিয়ে থাকেন, তবে উদকখণ্ড ফিরে এসেছিলেন। তারপর দক্ষিণে এগিয়ে সিন্ধুনদ অতিক্রম করলেন। দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত খরস্রোতা সিন্ধু সেখানে তিন-চার লি চওড়া। কেউ কেউ বলছেন, তিনি উত্তরে এগিয়ে বুনের উপত্যকার সাবাজঘর্নি হয়ে হুন্ডের কাছে সিন্ধুনদ অতিক্রম করেছিলেন। আসল কথা, এরপর তিনি এসে উপনীত হলেন তক্ষশীলা। একদা ষোড়শ জনপদের অন্যতম ছিল গান্ধার রাজ্যের রাজধানী তক্ষশীলা।

নালন্দার আগে তক্ষশীলাই ছিল বৌদ্ধসংস্কৃতির অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্র। বিম্বিসারের রাজবৈদ্য বুদ্ধভক্ত জীবক ও কূটনীতিবিদ চাণক্য এখানে শিক্ষালাভ করেন। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময় তক্ষশীলার রাজা অম্ভি গ্রীক সেনানায়ককে সাহায্য করেছিল। রামায়ণ খ্যাত ভরত নাকি এই নগরের প্রতিষ্ঠাতা – পুত্র তক্ষর রাজ্যাভিষেক হয় এখানে। রাজা জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞের স্থানও নাকি এখানে। বর্তমানের হারো নদী, তাম্রনালা, লুণ্ডিনালা ও হাতিয়াল পাহাড়ের উপত্যকায় গড়ে উঠেছিল সেদিনের তক্ষশীলা নগর। ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে বীরমণ্ড, শিরকাপ ও শিরসুখ এলাকার তিনটি নগরে। একদা পারস্যরাজার অধীন ছিল। পরে আসে গ্রীক ও মৌর্য আধিপত্যে। তারও পরে ইন্দোগ্রীক ও শক-পহ্লব-কুষাণদের শাসনে। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড পূর্বের বঙ্গদেশ থেকে তক্ষশীলা হয়ে পেশোয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত।

তা-চা-শি-লো বা **তক্ষশীলার** অবস্থান পশ্চিম পাকিস্তানের রাউলপিণ্ডির কাছে। সিন্ধু ও ঝিলম নদীর অন্তবর্তী ভূখণ্ডে। উর্বরভূমি – শস্য উৎপাদন (মতা ভালো। স্রোতস্বতী নদী ও ঝর্ণার দেশ। সবুজ বৃক্ষলতায় সমৃদ্ধ। অবশ্য কাশ্মীর রাজার অধীনস্থ রাজ্য। রাজ্যের পরিধি ২০০০ লি। রাজধানীর সীমানা দশ লির বেশি। জলবায়ু মনোরম। অধিবাসীরা তেজস্বী ও ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। অনেক বিহার আছে তবে বেশ কিছু বিহারই জনমানবহীন। বৌদ্ধদের সংখ্যা কম। যারা আছে তারা সকলেই মহাযানী।

নগরের উত্তরে বারো-তেরো লি দূরে উঁচু ঢিবির উপর আছে অশোক নির্মিত 'মস্তকদানের স্তূপ'। উপবাসের দিনে ঐ স্তূপ থেকে উজ্জ্বল আলোকপ্রভা নির্গত হয়। সেই সঙ্গে থাকে দৈব পুষ্পবৃষ্টি ও স্বর্গীয় সঙ্গীত।

হিউয়েন সাঙ এক অলৌকিক ঘটনার কথা শুনলেন। সম্প্রতি জনৈকা চর্মরোগগ্রস্ত রমণী স্তূপে পূজা করতে এসে স্থানটি অপরিচ্ছন্ন দেখে পরিষ্কার করতে লেগে যায়। তারপর ফুল ও ধূপ দান করে। আর অমনি আশ্চর্য হয়ে দেখে যে, সে রোগমুক্ত হয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, তার দেহ থেকে নীলপদ্মের সুগন্ধ নির্গত হচ্ছে। অতীতজন্মে বোধিসত্ত্ব যখন রাজা চন্দ্রপ্রভ নামে জন্মেছিলেন তখন বোধিসত্ত্ব অর্জনের জন্য তিনি মস্তক দান করেছিলেন সহস্র জন্ম ধরে। স্তূপের নিকটস্থ বিহার বিনষ্টপ্রায়। বিহারে জনাকয়েক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বসবাস করছিল। ওই বিহারে বসে সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের চিকিৎসক কৌ-মো-লো-লো-তো তথা কুমারলব্ধ অনেক শাস্ত্র রচনা করেন।

রাজধানীর দক্ষিণ-পূর্বে দক্ষিণ পাহাড়ের উত্তর ঢালে একশ' ফুট উঁচু অশোক স্তূপ আছে। অশোকপুত্র কুণালের স্মৃতির(ার্থে নির্মিত সেই কু-লাঙ-না বা 'কুণাল স্তূপ'। দুষ্টবুদ্ধি দ্বিতীয়া মহিষীর ষড়যন্ত্রে যুবরাজ কুণালকে তক্ষশীলা শাসন করতে পাঠানো হয়েছিল। বিমাতারই চক্র(ান্তে তাঁর চক্ষু উৎপাটিত হয়েছিল। তারপর এখানে প্রার্থনা জানিয়ে কুণাল দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়। হিউয়েন সাঙ অন্য কথা বলেন। অন্ধ কুণাল তক্ষশীলা থেকে রাজপ্রাসাদে ফিরে যায় এবং অর্হৎ ঘোষার কল্যাণে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়।

রাজধানীর ৭০ লি উত্তর-পশ্চিমে আছে 'এলাপত্র নাগ-সরোবর'। মিষ্ট জলের সরোবর। আয়তন একশ' কদমের মতো। সরোবরে নানা রঙের পদ্ম ফোটে। কাশ্যপবুদ্ধের কালে এক বৌদ্ধভিক্ষু অভিশপ্ত হয়ে এলাপত্র নাগ নামে এখানে থাকত। ঐ নাগ-সরোবর থেকে ত্রিশ লি দক্ষিণ-পূর্বে দুই পাহাড়ের মাঝখানে একশ' ফুট উঁচু অশোক স্তূপ আছে। মৈত্রেয় যখন বুদ্ধ হয়ে আবির্ভূত হবেন, শাক্য বুদ্ধ বলেছেন, তখন চারটি অমূল্য সম্পদের মধ্যে কেবলমাত্র একটি বর্তমান থাকবে। উক্ত চার অমূল্য সম্পদ হল গান্ধারের এলাপত্র, মিথিলার পাণ্ডুক, কলিঙ্গর পিঙ্গল এবং কাশীর শঙ্খ।

আশ্চর্যের কথা হল, তক্ষশীলায় বুদ্ধ-পূতাস্থির উপর যে অশোক নির্মিত ধর্মরাজিক স্তূপ আছে, সে ব্যাপারে হিউয়েন সাঙ এবং ফা-হিয়ান উভয়ে নীরব। অধুনা চিরটোপ নামে পরিচিত – প্রাচীন বীরমণ্ড নগরের প্রান্তে হাতিয়াল পাহাড়ের উপর অবস্থিত এই অর্ধগোলাকার স্তূপটির ধ্বংসাবশেষ বর্তমান।

তক্ষশীলা থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ৭০০ লি দূরে সেং-হ-পু-লো (**সিংহপুর**) রাজ্য। বর্তমানে কলবাগ বা সল্ট রেঞ্জে অবস্থিত। পশ্চিমে সিন্ধু নদ। রাজ্যের সীমানা ৩৫০০ লি। রাজধানী চৌদ্দ-পনেরো লি পরিধির। পাহাড়ী অঞ্চলে অবস্থিত বলে প্রাকৃতিক সুর(ায় সুরক্ষিত। রাজ্য কাশ্মীরের শাসনাধীন। শীতের দেশ। জমি উর্বর। অধিবাসীরা রুক্ষ, সাহসী ও কপট। রাজধানীর দক্ষিণে অশোক স্তূপ। পাশে পরিত্যক্ত বৌদ্ধবিহার। দক্ষিণ-পূর্বে ৪০-৫০ লি দূরে অশোক নির্মিত প্রস্তর-স্তূপটি দু'শ' ফুট উঁচু। দশটিরও বেশি

ছোটবড়ো সরোবর আছে। কলকল্লোলিনী জলপ্রবাহে নানা প্রকার মীন, নাগ, জলজ প্রাণী ও চার বর্ণের পদ্মফুল আছে। নানা রকমের ফলবৃ(সমৃদ্ধ স্থানটি অত্যন্ত সুন্দর। স্তূপের পাশে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার প্রথম ধর্মপ্রচারের স্মৃতিতে মন্দির আছে। পাশে আছে দেবমন্দির।

শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের প্রচারিত রীতিনীতি অনেকটাই বৌদ্ধধর্ম থেকে গৃহীত। তারা অগ্রজদের ভি(ও অধস্তনদের শ্রমণ বা শ্রমণের বলে। আচরণ ও সংস্কারাদি বৌদ্ধদের মতো। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের ভি(-শ্রমণের মাথায় ছোট করে ছাঁটা চুল থাকে — হয় তারা নগ্ন থাকে নয়তো শ্বেতবস্ত্র পড়ে ভ্রমণ করে। তাঁদের দেবশি(কের মূর্তি অনেকটাই বুদ্ধমূর্তির মতো।

সিংহপুর থেকে ত(শীলার উত্তর সীমান্তে ফিরে হিউয়েন সাঙ সিন্ধু নদ অতিত্র(ম করলেন। দ(ি ণ-পূর্বদিকে অগ্রসর হলেন ২০০ লি পথ। উপনীত হলেন **মহাগিরি-দ্বারে** (গ্রেট স্টোন গেট)।

এখানে বহুকাল আগে যুবরাজ মহাসত্ত্ব (ুধার্ত এক বাঘিনীকে রক্ত(ও দেহ দান করেছিলেন। সেই স্থানে নির্মিত হয়েছে 'মহাসত্ত্ব স্তূপ'। তখনো দর্শনাভিলাষীদের জন্য রক্তি(ম স্বা(র লেগে ছিল পাথরে-বৃ(লতায়। উত্তরে দুশ' ফুট উঁচু সুন্দর অলঙ্করণে সজ্জিত অশোক স্তূপ — তা থেকে অলৌকিক দ্যুতি নির্গত হয়। (ুদ্রাকার অনেক স্তূপ ও শতাধিক মন্দির আছে চারদিক ঘিরে। পূর্বদিকে একশ' মহাযানীর বসবাসের জন্য বিহার আছে। মহাসত্ত্ব স্তূপ থেকে ৫০ লি পূর্বে বিচ্ছিন্ন এক পাহাড়ে দু'শ' মহাযানী বৌদ্ধের বসবাসের উপযোগী আরেকটি বিহার আছে। বিহারের পাশে দণ্ডায়মান তিনশ' ফুট উঁচু একটি স্তূপ আছে। একদা বুদ্ধ এখানে দুষ্ট য(কে পরিবর্তিত করেছিলেন।

আরো ৫০০ লি পথে পাহাড়-পর্বত ঠেলে এসে উঠলেন উ-ল-শিহ (উলচ বা **উরস**) রাজ্যে। বর্তমানের হজার নামক স্থানে সেদিনের রাজ্যটির অবস্থান ছিল হয়তো। ২০০০ লি পরিধির দেশটি কাশ্মীরের অধীন। রাজধানী সাত-আট লি সীমানার হবে। হয়তো বর্তমানের হরিপুর সেদিনের রাজধানী ছিল। চাষের জমি কম। লোকজন রুক্ষ ও কপট। বৌদ্ধ নয়। রাজধানী থেকে চার লি দূরে দু'শ' ফুট উঁচু অশোক স্তূপ আছে। পাশের বিহারে সামান্য কয়েকজন মহাযানী বৌদ্ধ বসবাস করে।

তারপর পণ্ডিত পরিব্রাজককে অনেক পার্বত্য পথ অতিত্র(ম করতে হল। পার হতে হল লৌহসেতু। সেটাই তো বারমুলার গিরিপথ। বরাহমুলা থেকে বারমুলা?

উরস থেকে দ(ি ণ-পূর্বে কাপিন। আমরা তাকে জানি কাশ্মীর নামে। কশ্যপমীর থেকে কাশ্মীর — এমন একটা ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। কাশ্যপমুনি স্ত্রী কদ্রু ও নাগ সন্তানদের নিয়ে এখানে বসবাস করতেন। পাণ্ডববীর অর্জুন কাশ্মীর জয় করেছিলেন। সম্রাট

চন্দ্রগুপ্ত গান্ধারের সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীরের অধিকার লাভ করেন। সম্রাট অশোকের সময় এখানে বৌদ্ধধর্মের চর্চা বাড়ে। সম্রাট নাকি কন্যা চারুমতীকে নিয়ে এখানে এসেছিলেন ও বিহার নির্মাণ করেছিলেন। কুষাণ রাজ কনিষ্ক কাশ্মীরে চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসম্মেলনের অনুষ্ঠান করেন।

একটা চিত্রকল্প ফুটে ওঠে যেন — নির্জন প্রান্তরে প্রমত্ত পবন প্রবাহিত হচ্ছে, জোরে আরো জোরে। সঙ্গে ঝরছে অজস্র তুষাররাশি। হিমালয়ের বুকে তুষারঝড় (িপ্ত অজগরের মতো আছড়ে পড়ছে। তবু ধীর পদ(েপে পথ পরিত্র(মা করে চলেছেন এক বৌদ্ধভি(ু। কতদিন গেল, কত রাত্রি ফুরাল। তবু পথের শেষ নেই। লুয়োইয়াঙের বৌদ্ধমঠ অনেক দূরে। মঠ থেকে যাত্রা শু(হয়েছিল তাঁর। মাত্র সাতাশ বছর বয়সে। ল(্য এখনো অনেক দূরে। জীবনের স্বপ্নসাধ একটিই। পূর্ণ করতে এই কঠিন যাত্রা। কত নতুন দেশ পেরিয়ে চলা — তুরফান, লেক ইশিককুল, তাসখন্দ, সমরকন্দ। অবশেষে সেই পর্যটক ভি(কাশ্মীরে উপনীত হলেন। ভারতবর্ষের প্রবেশদ্বারের কাছে অবস্থিত প্রান্তিক রাজ্যে। তাঁর ঈপ্সিত নালন্দা মহাবিদ্যালয় আর দূরে নয়। ভগবান বুদ্ধের স্মৃতিধন্য পুণ্য তীর্থসকল অচিরেই দর্শন করা সম্ভব হবে।

বুদ্ধকে শরণ করেই এই চলা। ধর্মকে শরণ করেই এই যাত্রা।

অবলোকিতেশ্বর

৬। কাশ্মীর থেকে কনৌজ

কাশ্মীর- পুনাক- রাজপুর- চেহকা- জয়াপুর- শাকল- নরসিংহ- চিনাভুক্তি(- জালন্ধর- কুলুতা- পরিয়াত্র- মথুরা- স্থানেশ্বর- স্রুগনা- মাটিপুর- ব্রহ্মপুর- অহিচ্ছত্র- ভিলসান- কপিত্থ- কনৌজ

তুষারাবৃত পীরপঞ্জাল আর পাংগি রেঞ্জের মাঝখানে ও পামির মালভূমির দ(িণ-পশ্চিমে **কাশ্মীর** উপত্যকা। উরস থেকে দ(িণ-পূর্বে ১০০০ লি দূরে ক-সে-মি-লো বা কো-সি-মি বা কাপিন।

রাজ্যের চারদিক ঘিরে উচ্চ পর্বতমালা। তার মধ্যে সঙ্কীর্ণ গিরিপথ। রাজ্যকে ঘিরে এক দুর্ভেদ্য প্রাকৃতিক সুর(া বহাল। ৭০০০ লি সীমান্ত রাজ্যের। রাজধানীর দৈর্ঘ্য বারো-তেরো লি। প্রস্থ চার-পাঁচ লি। আবহাওয়া হিমশীতল – শীতকালে ভারী তুষারপাত হয়। কৃষিতে উন্নত দেশ। প্রচুর ফল-ফুল উৎপাদিত হয়। পাওয়া যায় অশ্ব (ড্রাগন-হর্স!), জাফরান, হুয়ো-চু (দহনোপল নামক স্ফটিক) ও নানা প্রকার বনৌষধি। লোকজন পশম ও তূলাজাত বস্ত্র পরিধান করে। তারা হাসিখুশি, ভীরু, সুশ্রী ও বিদ্যাপ্রেমী। তবে কপট। ধর্মে একদিকে যেমন গোঁড়া, অন্যদিকে আবার উদারও। তদর্থ তারা বৌদ্ধধর্ম ও অন্যান্য ধর্ম উভয়ই গ্রহণ করেছে। রাজ্যে তখনও শতাধিক বিহার। পাঁচ হাজারের বেশি শ্রমণ বসবাস করছে। সম্রাট অশোক চারটি স্তূপ নির্মাণ করে গিয়েছেন কাশ্মীরে। তথাগতের দেহভস্মের উপর।

তখন কাশ্মীরের অধিপতি ছিলেন দুর্লভবর্মন। তিনি স্বীয় মাতুলকে বাহন ও অশ্ব সমভিব্যহারে পাঠালেন মান্য অতিথিকে অভ্যর্থনা করে রাজধানীতে নিয়ে যেতে। হিউয়েন সাঙ পথে যেতে যেতে অনেক বিহার দেখতে পেলেন। সেখানে পূজা নিবেদন করলেন। এসে পৌঁছলেন 'হুবিস্ক' বা 'হুস্কর বিহারে'। রাত্রিযাপন হল সেখানে।

সেরাত্রে হুবিস্ক বিহারের শ্রমণেরা এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখল। কোন দেবতা যেন তাদের বলছেন – 'মহাচীন থেকে বরেণ্য অতিথি এসেছেন, ভারতবর্ষ থেকে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করবেন, এদেশের তীর্থ দর্শন করবেন এবং অজ্ঞাত বিষয় অবগত হবেন। যেহেতু তিনি সদ্ধর্ম সন্ধানে এসেছেন, তাঁর সঙ্গে রয়েছে অনেক দেবতা। সকলে সযত্নে মন্ত্রপাঠ করো ও তাঁর প্রশংসা অর্জন করতে চেষ্টা করো। আলস্যে এখনো কেন শয্যায় তোমরা?'

স্বপ্ন দেখে সন্ন্যাসীদের নিদ্রাভঙ্গ হল। কেউ পদচারণা করতে লাগল। কেউ ধ্যানস্থ হল। কেউ মন্ত্র পাঠ করতে লাগল। পরদিন সকাল থেকে তারা অতিথির সুনজরে পড়া যায় এমন সব কাজ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

দিন কয়েক লাগল রাজধানী পৌঁছতে। রাজধানী থেকে এক যোজন দূরের অতিথিশালায় রাত্রিবাস হল। পশ্চিমে নদী (ঝিলম)। কাশ্মীরাধিপতি পাত্রমিত্র বৌদ্ধসন্ন্যাসী সহ রাজধানী প্রবরপুর (অধিষ্ঠান?)-এর বহির্ভাগে অপে(া করছিলেন – দূরাগত অতিথিকে সম্মান জানাতে। সহস্রাধিক লোকের সমাবেশ ঘটেছিল। তাদের হাতে পতাকা ও গন্ধধূপ। কেউ পুষ্পরাজি বিছিয়ে দিচ্ছে। অতিথিশালায় পৌঁছে রাজা চৈনিক পরিব্রাজককে অভ্যর্থনা জানালেন। নানা প্রশংসাধ্বনি উচ্চারিত হল। তাঁকে পুষ্পরাজি দান করা হল। তারপর রাজধানীতে আমন্ত্রণ জানালেন। বৃহৎ গজপৃষ্ঠে আরোহণ করে অতিথি রাজধানীতে প্রবেশ করলেন। নগরের বহির্দ্বার থেকে পুষ্পাচ্ছাদিত পথে বিশ্রামভবনে নিয়ে যাওয়া হল। বিশ্রামের জন্য নির্দিষ্ট হল রাজ-মাতুল নির্মিত জয়েন্দ্রবিহার।

পরদিন তাঁকে রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে উপহারদান অনুষ্ঠানে। আহুত হয়েছে আরো অনেক সন্ন্যাসী। খ্যাতিমান সঙ্ঘকীর্তি তো আছেনই। অতিথিকে নানাবিধ উপহার দিয়ে সম্মান জানানো হল। ভোজনের পরে রাজা তাঁকে ধর্মীয় উপদেশ প্রদানের জন্য অনুরোধ জানালেন এবং সাধারণভাবে ধর্মালোচনার সূত্রপাত করতে বললেন।

সেই ধর্মালোচনায় দু'জন মহাযানী বৌদ্ধ সুধাসিংহ ও জিনবন্ধু, দু'জন সর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধ সুগতমিত্র ও বসুমিত্র এবং দু'জন মহাসাঙ্ঘিক বৌদ্ধ সূর্যদেব ও জিনমিত্র – এই ছয় পণ্ডিত অংশগ্রহণ করেছিলেন। হিউয়েন সাঙ পণ্ডিত ধর্মকীর্তির প্রশংসাধন্য হওয়ার কারণে অন্য পণ্ডিতেরা নানা কঠিন প্রশ্ন উত্থাপন করে যাচাই করে নিচ্ছিল বিদেশী অতিথির জ্ঞানের বহর। সব প্রশ্নের সম্যক উত্তর দিতে অতিথি সমর্থ হয়েছিলেন।

চৈনিক সন্ন্যাসী এদেশে শাস্ত্রজ্ঞান লাভের জন্য এসেছেন। তাঁর প্রয়োজনের দিকে ল(্য রেখে কাশ্মীর-রাজ বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থের অনুলিপি কার্যে দ(কুড়িজন অনুলিপি লেখককে নিযুক্ত(করলেন। তাঁর ব্যক্তি(গত সুখসুবিধার জন্য পাঁচজন কর্মকুশলী নিযুক্ত(হল। সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি রাজভাণ্ডার থেকে পাঠানোর ব্যবস্থা হল।

কাশ্মীরের পণ্ডিত ধর্মকীর্তি তখন সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ। বয়সভারে কাতর ও দুর্বল। সম্মানিত পণ্ডিত ব্যক্তি(। হিউয়েন সাঙ তাঁকে শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করলেন। তারপর তাঁর কাছে শি(া লাভ করতে শুরু করলেন দিবারাত্রি পরিশ্রম করে। সকালে তিনি 'অভিধর্মকোষ শাস্ত্র' চর্চা করেন। বৈকালে করেন 'অভিধর্ম-ন্যায়ানুসারা শাস্ত্র' চর্চা। রাত্রির প্রথম প্রহর শেষ হলে শি(া নিতেন 'হেতুবিদ্যা শাস্ত্র'এবং 'শব্দবিদ্যা শাস্ত্র'। এমন একনিষ্ঠ মনোযোগী শিষ্যলাভ যে কোন গুরুর

প(ে ভাগ্যের ব্যাপার। ধর্মকীর্তি অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন যে পণ্ডিত হিউয়েন সাঙ বসুবন্ধু-অসঙ্গের উত্তরাধিকারী হওয়ার মতো যোগ্য ব্যক্তি(। তবে দূরদেশে জন্মেছিলেন বলে এদেশের ঐতিহ্য ও প্রাচীন জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাননি। সেদিন শাস্ত্রশি(া ও চর্চায় যোগ দিয়েছিল আরো অনেক জ্ঞানীগুণী।

প্রাচীনকালে কাশ্মীরের হ্রদে নাগদের রাজত্ব ছিল খুব। একদা বুদ্ধ উদ্যান-নাগকে পরাস্ত করে আনন্দকে বলেছিলেন — 'আমার প্রয়াণের পরে অর্হৎ মধ্যান্তিক এখানে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে জনবসতি স্থাপন করবেন এবং বৌদ্ধধর্মের প্রচার করবেন।'

তথাগতের অন্যতম শিষ্য আনন্দ। মহাপ্রয়াণের পঞ্চাশ বৎসর পরে আনন্দ-শিষ্য অর্হৎ মধ্যান্তিকের আবির্ভাব। তিনি নাগরাজাকে বিমোহিত করেন ও হ্রদ ত্যাগ করে চলে যেতে বলেন। তারপর সেখানে পাঁচশ' বিহার নির্মাণ করেন। ভারত থেকে পাঁচশ' অর্হৎ কাশ্মীরে এসে বসবাস শুরু করে। মহাপ্রয়াণের একশ' বছরের মধ্যে এ সকল ঘটনা ঘটে। মগধে সম্রাট অশোকের রাজত্বকাল তখন। পাঁচশ' অর্হতের সঙ্গে পাঁচশ' সাধারণ বৌদ্ধসন্ন্যাসীও রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের মধ্যে একজন মথুরাবাসী ব্রাহ্মণপুত্র মহাদেব।

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের চারশ' বৎসর পরে (আঃ ১০০ খৃষ্টাব্দে) গান্ধারের রাজা কনিষ্ক শ্রদ্ধেয় পার্শ্বের অনুরোধে এক মহতী সভার আহ্বান করেন। সেই চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল কাশ্মীরে। আচার্য বসুমিত্র সহ ৪৯৯ জন ত্রিপিটক বিশেষজ্ঞ ও পঞ্চবিদ্যায় জ্ঞানী পণ্ডিত-সন্ন্যাসীর সমাগম ঘটেছিল। তাঁরা প্রথমে এক ল(শ্লোকে সূত্রপিটক ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে 'উপদেশ শাস্ত্র' রচনা করেন। বিনয়পিটক ব্যাখ্যার জন্য এক ল(শ্লোকে 'বিনয়বিভাষা শাস্ত্র' এবং অভিধর্মপিটক ব্যাখ্যার জন্য 'অভিধর্মবিভাষা শাস্ত্র' রচনা করেন। এই সকল রচনাদি তাম্রপত্রে খোদাই করে প্রস্তরাধারে সংর(ণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেকারণে ঐ সকল রচনাদি কাশ্মীরে সুর(িত আছে। তবে তা এখনো অনাবিস্কৃত।

কনিষ্কের পরে কাশ্মীর রাজ্য বৌদ্ধবিরোধীদের (কৃতীয়) দখলে যায়। দু'শ' বছর পরে তোখারা রাজ্যের বৌদ্ধরাজা কাশ্মীর থেকে বিরোধীদের উৎখাত করেন। অল্পকালের মধ্যেই আবার বৌদ্ধবিরোধীদের পুনর্বাসন হয়। হিউয়েন সাঙের ভারতভ্রমণের সময় কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সামান্যই ছিল বলা যায়।

প্রাচীন রাজধানীর উত্তরে অবস্থিত পর্বতের দ(িণ ঢালে বুদ্ধের পূতদন্ত র(িত আছে। একটি স্তূপে। নতুন রাজধানী থেকে দশ লি দ(িণ-পূর্বে সেই স্তূপ। সন্নিকটে বিহার আছে। চৌদ্দ লি দ(িণে অবস্থিত ছোট বিহারে অধিষ্ঠিত আছে পুষা কুয়ান-জি-সাইয়ের দণ্ডায়মান মূর্তি। ত্রিশ লি দ(িণ-পূর্বে পাহাড়ের উপর অবস্থিত প্রাচীন বিহারে ত্রিশ মহাযানী বাস করছিল। এই বিহারে আচার্য সঙঘভদ্র শাস্ত্র রচনা করেছেন। আশেপাশে

মহান অর্হৎদের স্তূপ ও দেহাবশেষ আছে। বানর ও বন্য জন্তুরা সেখানে নিয়মিত পূজার ফুল দান করে। আরো অনেক বিস্ময়কর নিদর্শন আছে।

বুদ্ধদন্ত বিহার থেকে দশ লি পূর্বে উত্তর-পর্বতের খাড়াই ঢালে যে বিহার আছে তা সো-কান-টি-লো তথা স্কন্দিল আচার্যর শাস্ত্ররচনার স্থল। বিহারের কাছে এক অর্হতের দেহাবশেষের উপর নির্মিত স্তূপ আছে। ইনি পূর্বজন্মে ছিলেন মোতু হস্তিনী। জন্মান্তরে অর্হৎ হয়েও তাঁর হস্তীসুলভ প্রবল (ুধার প্রকোপ ছিল। সকলে তাঁকে উপহাস করত জন্মান্তরের কথা তুলে। একদিন সেই অর্হৎ আকাশমার্গে বিস্ফোরিত হয়ে গেলেন।

রাজধানী থেকে ২০০ লি উত্তর-পশ্চিমে আছে 'শাঙ-লিন বিহার'। এখানে বসে আচার্য পু-ল-ন (পূর্ণ) শাস্ত্রগ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন। পশ্চিম দিকে রাজধানী থেকে ১৪০-১৫০ লি দূরে মহাসাঙিঘক বিহারে শত সন্ন্যাসী বাস করছিল। ঐ বিহারে বসবাসকালে আচার্য ফো-টি-লো (বোধিল?) মহাসাঙিঘক সম্প্রদায়ের জন্য ধর্মগ্রন্থ লিখেছিলেন।

হিউয়েন সাঙ কাশ্মীর রাজার আনুকূল্যে ও আতিথেয়তায় ভূস্বর্গ কাশ্মীরে দু'টি বৎসর অতিবাহিত করলেন নানা শাস্ত্রচর্চায়। সম্ভবত মে ৬৩১ খৃষ্টাব্দ থেকে এপ্রিল ৬৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। ইতিমধ্যে সংস্কৃত ভাষায় আরো পারদর্শিতা লাভ করা সম্ভব হয়েছে। মহাযান ও অন্যান্য বৌদ্ধ সম্প্রদায় সম্পর্কে আরো জ্ঞানলাভ হয়েছে। তিনি কাশ্মীরে অনুষ্ঠিত তৃতীয় মহাসঙ্গীতী সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করলেন।

তারপর একদিন কাশ্মীর রাজ্যকে বিদায় জানিয়ে পথে নামলেন।

পার্বত্যপথে ৭০০ লি দ(িণ-পশ্চিম দিশায় অগ্রসর হয়ে পৌঁছলেন পন-নু-সো বা পুনাচ বা **পুনাক**। রাজ্যের আয়তন ২০০০ লি। দেশ জুড়ে পাহাড় ও উপত্যকার সারি। কৃষিজমির পরিমাণ কম। উষ(দেশ। শষ্য, ই(ু, ফুল, আম-কলা-উদুম্বুর ইত্যাদি ফল উৎপন্ন হয়। আঙুর তেমন নয়। লোকজন সাহসী ও স্পষ্টবাদী। প্রধানত সূতীবস্ত্র পরিধান করে। কাশ্মীরের অধীনস্থ দেশ পুনাক। পাঁচটি বিহার আছে। সেসব খুবই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায়। রাজধানীর উত্তর দিকের বিহারে অল্পসংখ্যক বৌদ্ধ বাস করে। অলৌকিক প্রস্তরস্তূপ আছে একটি।

পুনাক থেকে ৪০০ লি দ(িণ-পূর্বে হো-লো-শে-পু-লো বা **রাজপুর** (আধুনিক কালের রাজপুরী বা রাজৌরি)। কাশ্মীর রাজার অধীন এই রাজ্যটির আয়তন ৪০০০ লি। রাজধানীর সীমানা দশ লি। জমি উর্বরা নয়। জলবায়ু ও উৎপন্ন দ্রব্যাদি পুনাকের মতোই। দশটি বিহার ও একটি দেবমন্দির আছে। বৌদ্ধ সংখ্যায় অল্প। অবৌদ্ধরা সংখ্যায় অধিক।

মহাচিনের অতিথির মনে হয়েছে — লম্পক থেকে চেকা পর্যন্ত ভারতবর্ষের সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা মানুষ হিসেবে খানিকটা স্থূল ও সরল প্রকৃতির, রুক্ষ্ম ও প্রচণ্ড

মেজাজের(তাদের ভাষা অমার্জিত। শিষ্টতাবোধ কম ও সততা যৎসামান্য। যথার্থ ভারতভূমির অধিবাসী থেকে সীমান্ত প্রদেশের অবর জনতারা ভিন্ন রকমের।

তারপর রাজপুর থেকে চন্দ্রভাগা নদী অতিত্র(ম করে ৭০০ লি দ(ি ণ-পূর্বে পৌঁছলেন **চেহ-কা**। নামান্তর শেহকিয়া বা টক্ক। অবস্থান সিন্ধু নদের পূর্ব দিকে পাকিস্তানের অন্তর্গত পশ্চিম পাঞ্জাবে। রাজ্যের পূর্বদিকে পি-পো-সে (বিবাস বা বিপাশা) নদী। রাজ্যের আয়তন ১০,০০০ লি। রাজধানীর নামও সম্ভবত চেহ-কা। পরিধি কুড়ি লি। ধান ও গম উৎপন্ন হয়। সোনা, রূপা, কাঁসা, তামা ও লোহা পাওয়া যায়। আবহাওয়া উষ(। মাঝেমাঝে ঝোড়ো বাতাস বয়। অধিবাসীদের আচরণ রুক্ষ্ম। তারা সাদা মসৃণ সিল্ক বা মসলিনের বস্ত্র পরিধান করে। বৌদ্ধধর্মে বি(্বাসীর সংখ্যা কম। গোটা দশেক বিহার আর কয়েক শত দেবমন্দির আছে।

পরিব্রাজক চেহকা থেকে দেখতে পেলেন পথে পথে দুর্গতদের জন্য নির্মিত রয়েছে অজস্র পুণ্যশাল বা ধর্মশালা। সেখানে ঔষধ ও আহার দুইই মেলে। তার ফলে ভ্রমণকারীকে চলার পথে সমস্যায় পড়তে হয় না।

ভ্রমণবৃত্তান্ত অনুসারে চেহকার রাজধানী থেকে ১৪/১৫ লি দ(ি ণ-পশ্চিমে প্রাচীন শহর শাকল। পরিব্রাজক শাকল থেকে ৫০০ লি পথ অতিত্র(ম করে পৌঁছান চিনাপতি। কিন্তু জীবনীগ্রন্থে লিখিত হয়েছে – পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ রাজপুর থেকে চন্দ্রভাগা নদী অতিত্র(ম করে দু'দিন পরে পৌঁছলেন **জয়াপুর**। নগরের পশ্চিমদ্বারের বহির্ভাগে অবস্থিত বিধর্মীদের মঠে এক রাত কাটিয়েছিলেন। জয়াপুরের মঠে তখন জনা বিশেক লোক বাস করছিল। তারপর নির্গত হয়েছিলেন শাকলের দিকে।

দু'দিন সময় লাগল শে-কিয়ো-লো বা **শাকল** পৌঁছতে। শাকল অর্থাৎ বর্তমান কালের শিয়ালকোট। সেখানকার মঠে শতাধিক সন্ন্যাসীর বাস ছিল। অতীতে বসুবন্ধু বোধিসত্ত্ব ঐ মঠে বসে 'পরমার্থ-সত্য শাস্ত্র' রচনা করেন। দু'শ' ফুট উঁচু স্তূপ আছে। চার অতীত-বুদ্ধ ওই স্থানে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। তাঁদের পদচারণার চিহ্(বিদ্যমান।

কয়েক শত বৎসর আগে এখানে মো-হি-লো-কু-লো (মিহিরকুল) রাজত্ব করে গিয়েছে। শাকল ছিল তার রাজধানী। এই সেই হুন-রাজা মিহিরগুল যার রাজত্বকালের শুরু ৫১৫ খৃষ্টাব্দে। অত্যন্ত শক্তি(শালী রাজা ছিল। শোনা যায়, অবসর সময়ে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করার জন্য স্থানীয় বৌদ্ধ আচার্যগণের কাছে একজন শি(ক চেয়েছিল সে। ঘটনাচত্রে(এক বৃদ্ধ ভি(ু রাজপ্রাসাদে তখন ভৃত্য রূপে কর্মরত ছিল। তাকেই রাজার শি(ক মনোনীত করে পাঠানো হল। এর মধ্যে বৌদ্ধ আচার্যদের কৌশল থাকতেও পারে। পাণ্ডিত্য তার যতই থাক, ভৃত্য হবে শি(ক? এ ঘটনায় অত্যন্ত (ুব্ধ অপমানিত রাজা প্রবল বৌদ্ধবিদ্বেষী হয়ে উঠল। অবিলম্বে রাজ্যের সমস্ত বিহার ধূলোয় মিশিয়ে

দিতে আদেশ দিল। গোটা রাজ্য প্রায় ভি(ু শূন্য করে ছাড়ল। তারপর যখন মিহিরগুল মগধ জয় করতে গেল, তাকে সুকৌশলে বন্দী করা হল।

মগধের রাজা তখন বালাদিত্য। শেষ পর্যন্ত বালাদিত্য রাজমাতার আদেশে তাকে হত্যা না করে মুক্তি(দেন। ইতিমধ্যে মিহিরগুলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সিংহাসন দখল করে নিয়েছে। রাজ্য ফিরে না পেয়ে মিহিরগুল কা(্মীরে গিয়ে আশ্রয় নিল। তারপর সুযোগ বুঝে কা(্মীররাজকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করে বসল। (মতাবান হয়ে উঠে আবার বৌদ্ধধর্ম বিনাশে মন দিল। মিহিরগুল ষোলোশ' বিহার-স্তূপ ইত্যাদি ধ্বংস করে। প্রায় নয় কোটি বৌদ্ধ হত্যা করে। অল্প কিছু দিনের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়।

শাকল থেকে হিউয়েন সাঙ **নরসিংহ** নগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। গতিমুখ পূর্বদিশায়। পথে পড়ল পলাশবন।

বনের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে সহসা শতাধিক ডাকাতের দল তাঁদের ঘিরে ফেলল। তাঁর ও সঙ্গীদের সমস্ত জিনিসপত্র লুঠ করে নিল। তারপর আবার তরবারী নাচিয়ে নাচিয়ে সকলকে শুকনো পুকুরের কাদায় ঠেলে ফেলে দিল। মতলব ছিল লুঠের বখরা শেষ হলে হত্যা করা হবে। এদিকে বখরা নিয়ে ডাকাতদের মধ্যে বিবাদ লাগল। সমস্যা মিটছিল না। ঐ পুকুরের মধ্যে কাঁটাগাছের জঙ্গল ছিল। এক যুবক সন্ন্যাসী-সহচর ল(্য করল যে তার আড়ালে পুকুরের দ(ি ণে জলনিকাশী নালা আছে(সেটা একজনের গলে যাওয়ার মতো উপযোগী। যুবা চৈনিক পরিব্রাজকের জামা টেনে ইশারা করল। তারপর কলহরত দস্যুদের অলে(্যে ঐ পথে পালিয়ে গেল। উদ্ধার লাভ করে গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের সবকথা জানাল। গ্রামবাসীরা যখন জঙ্গলে ছুটে এল, তখনো দস্যুদল বখরা নিয়ে বিবাদে মত্ত। দলের সঙ্গীরা তখনো অ(ত। পরোপকারী গ্রামবাসীদের সহায়তায় সেদিন যে শুধু তাঁর ও সঙ্গীদের প্রাণর(া হয়েছিল, তাই নয়, লুণ্ঠিত দ্রব্যাদিও সকলে ফিরে পেয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কী, প্রাণঘাতী এমন দুর্ঘটনায় পড়েও হিউয়েন সাঙ অন্য সকলের মতো বিপর্যস্ত হয়ে পড়েননি।

তাঁর স্থৈর্য দেখে সকলে জানতে চাইল – 'কেন তিনি এমন দুরবস্থায় পড়েও হাসতে পারছেন?'

চিনা পণ্ডিত বললেন – 'দ্যাখো, জীবনটাই সর্বাধিক মূল্যবান সামগ্রী(সেটাই আমরা ফিরে পেয়েছি। আমাদের চিনে বলে, স্বর্গমর্ত্যের মধ্যে মহামূল্যবান সম্পদ হল জীবন। আর তাই যখন ফিরে পেয়েছি তখন সামান্য কিছু (য়(তিতে বিচলিত হওয়া কেন!'

ডাকাতদলের হাত থেকে নিস্তার লাভ করে সদলবলে চেহ-কা রাজ্যের পূর্ব সীমানায় এক বৃহৎ নগরে উপস্থিত হলেন। নগরের পশ্চিম আম্রকাননে এক প্রবীণ ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর বয়স সাতশ' বৎসর বটে কিন্তু তাঁকে মনে হত ত্রিশ বৎসরের যুবক। ইনি ছিলেন নাগার্জুনের শিষ্য। 'মাধ্যমিক শাস্ত্র' এবং 'শত শাস্ত্র' সম্পর্কে মহাজ্ঞানী।

বেদগ্রন্থও তাঁর আয়ত্তাধীন। তাঁর দুই সহচরের বয়সও হয়েছিল নাকি শতাধিক বৎসর। হিউয়েন সাঙের সঙ্গে যখন প্রবীণ ব্রাহ্মণের সা(াত হল, তখন তিনি সহচরদের এই সংবাদ দিয়ে গ্রামে পাঠালেন — 'এক মান্য অতিথি দস্যুলুণ্ঠিত হয়েছেন(নগরের বৌদ্ধ অনুগামীরা তাঁর জন্য যেন আহার্য প্রস্তুত করে পাঠান।'

নগরে অল্প কয়েকঘর বৌদ্ধ বাস করত। কা(্মীর অবস্থানকালে হিউয়েন সাঙের যশরাশি বহু দূর দূরান্ত পর্যন্ত প্রচারিত হয়েছিল। তার ঢেউ ঐ নগরেও এসে পৌঁছেছিল। চিনা অতিথি তাদের গ্রামে এসেছেন সংবাদ পেয়ে দলে দলে লোকজন সমবেত হল ব্রাহ্মণের আম্রকাননে। হিউয়েন সাঙ তাদের সদ্ধর্ম বিষয়ে উপদেশ দিলেন। তারাও প্রচুর দানসামগ্রী উপহার দিল। কেউ কেউ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে আগ্রহী হল। সংগৃহীত উপহারাদি হিউয়েন সাঙ সহচরদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। উদ্বৃত্ত উপহার ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেওয়া হল। হিউয়েন সাঙ মাসখানেক ঐ নগরে বাস করে 'শত শাস্ত্র' এবং 'শত-শাস্ত্র-বৈপুল্য' অধ্যয়ন করলেন।

নরসিংহ নগরের কথা, ডাকাতের হাতে নিগ্রহের কথা এবং বৃহৎ নগরের কথা কেবল জীবনীগ্রন্থে লিখিত। ভ্রমণবৃত্তান্তে নয়। তবে আশ্চর্যের কথা হল যে তিনি ঐ বৃহৎ নগরের নামটা লিখে যাননি।

ভ্রমণবৃত্তান্ত অনুসারে পূর্বদিশায় ৫০০ লি পথ অতিত্র(ম করে পৌঁছলেন চিনাপতি। সময় সম্ভবত ৬৩৩ খৃষ্টাব্দ। রাজ্যের নাম চি-না-পুহ-তি বা **চিনাভুক্তি(**। স্থানটি বর্তমানের ফিরোজপুর না শিয়ালকোট সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। রাজ্যটি ২০০০ লি সীমান্তে ব্যপ্ত। রাজধানী চৌদ্দ-পনেরো লি পরিধির। কেউ কেউ বলেন, চিনাভুক্তি(র রাজধানী ছিল পত্তি নামক স্থানে — অবস্থান বর্তমান কসুরের সাতাশ মাইল উত্তর-পূর্বে ও বিপাশা নদীর দশ মাইল পশ্চিমে। রাজ্যে শষ্য উৎপাদন ভালো। গাছপালা প্রচুর না হলেও কম নয়। অধিবাসীগণ নির্দিষ্ট পেশায় নিযুক্ত(। তারা দুর্বল ও ভীরু প্রকৃতির। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মও সমানভাবে গৃহীত হয়েছে। দশটি বিহার ও নয়টি দেবমন্দির আছে। জাতীয় আয় যথেষ্ট। জলবায়ু উষ(।

চিনাভুক্তি(তে ছিল 'তোষাসন বিহার'। ত্রিপিটক বিশেষজ্ঞ আচার্য বিনীতপ্রভের বাস ঐ বিহারে। 'পঞ্চস্কন্ধ শাস্ত্র' এবং 'বিদ্যামাত্রসিদ্ধি-ত্রিদশ-কারিকা শাস্ত্র' সম্পর্কে দু'টি রচনা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। হিউয়েন সাঙ চৌদ্দ মাস সন্ন্যাসী-যুবরাজ বিনীতপ্রভর নিকট অধ্যয়ন করলেন 'অভিধর্ম-সমুচ্চয়-ব্যাখ্যা', 'অভিধর্ম-প্রকরণ-শাসন শাস্ত্র' এবং আরো অনেক শাস্ত্র। প্রবল প্রতাপ সম্রাট কনিষ্কের রাজত্বকালে চিনদেশের এক সামন্তরাজা তার পুত্রকে কুষাণ রাজদরবারে জামিন স্বরূপ পাঠিয়েছিল। সেই চিনা যুবরাজের গ্রীষ্মাবাস ছিল যে অঞ্চলে সেটাই ত্র(মে চিনাভুক্তি(নামে পরিচিত হয়। ওই চিনা যুবরাজ এদেশে পীচ ও নাসপতি গাছের প্রবর্তন করেন। এবম্বিধ মত চৈনিক ভ্রমণকারীর।

চিনাভুক্তি(থেকে দ(ি ণ-পূর্বে ৫০০ (৫০?) লি দূরে তা-মো-সু-ফ-ন বা 'তমসাবন বিহার'। সর্বাস্তিবাদী সম্প্রদায়ের তিনশ' ভি(ুর বাস। ভদ্রকল্পে সহস্র বুদ্ধ এখানে ধর্মপ্রচার করেন। শাক্যমুনি বুদ্ধর তিনশত মহানির্বাণপূর্তির সময় আচার্য কা-তো-ইয়েন-না (কাত্যায়ন বা কাত্যায়নীপুত্র) ঐ বিহারে বাস করতেন। রচনা করেছিলেন 'অভিধর্ম-জ্ঞান-প্রস্থান শাস্ত্র'। দু'শ' ফুট উঁচু অশোক স্তূপ আছে। চার অতীত-বুদ্ধের উপবেশন ও পদচারণার চিহ্(আছে। আরো অনেক স্তূপ ও গুহা আছে অর্হৎগণের স্মৃতিতে। আছে বুদ্ধের ভস্মাবশেষ নিয়ে অনেক স্তূপ।

তারপর উত্তর-পূর্ব দিশায় প্রায় দেড়শ' লি পথ পেরিয়ে পৌঁছলেন শে-লন-ত-লো বা চে-লন-তো-লো বা **জালন্ধর** রাজ্যে। কাল ৬৩৪ খৃষ্টাব্দ। রাজ্যের আয়তন একদিকে ১০০০ লি তো অন্যদিকে ৮০০ লি। রাজধানী বারো-তেরো লি পরিধির। পঞ্চাশটির মতো বিহার আছে। দু' হাজারের উপর শ্রমণ। তিনটি দেবমন্দির আছে। আছে পাশুপত সম্প্রদায়ের পাঁচশ' ভক্ত(। ধান ও অন্যান্য শষ্য উৎপন্ন হয়। ফুল ও ফল প্রচুর। গাছপালাও প্রচুর। উষ(জলবায়ু। অধিবাসীরা কিছুটা নিষ্ঠুর প্রকৃতির(নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য চেহারার মনে হয়। তবে ধনী। স্থানীয় নাগরধ্যান মঠে বাস করতেন চন্দ্রবর্মন নামের আচার্য। সেখানে চার মাস মঠে বাস করে তাঁর কাছে পাঠ করলেন 'অভিধর্ম-প্রকরণপদ-বিভাষা শাস্ত্র'।

জালন্ধর থেকে ৭০০ লি উত্তর-পূর্বে পার্বত্যপথ পার করে পৌঁছলেন কু-লু-তো বা কিউ-লো-তো বা **কুলুতা** রাজ্যে। স্থানটি আধুনিক কালের সুলতানপুরে না কুলু রাজ্যে, সঠিক বলা যায় না। রাজ্যসীমানা ৩০০০ লি। রাজধানীর সীমানা চৌদ্দ-পনেরো লি। উর্বর দেশ। ফসল উৎপাদন ভালো। সবুজের সমারোহ আছে — ফুলফল অনেক হয়। হিন্দুকুশ পর্বতমালার নিকটবর্তী রাজ্য বলে অমূল্য ঔষধি প্রচুর জন্মে। পাওয়া যায় সোনা, রূপো, লাল তামা, ব্রোঞ্জ ইত্যাদি। ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা পড়ে। বরফ ও হিমপাত কমই হয়। অধিবাসীরা কঠোর উগ্র প্রকৃতির কিন্তু ন্যায়পরায়ণ ও শৌর্যশালী। কুড়িটি বিহার আছে। এক হাজারের মতো বৌদ্ধশ্রমণ বাস করে। পনেরোটি দেবমন্দির আছে। খাড়া গিরিপথের দু'পাশে অর্হৎ-ঋষিদের বাসযোগ্য গুহা আছে। বুদ্ধের পদার্পণ-ধন্য স্থানে অশোকস্তূপ আছে।

কুলুতা রাজ্য থেকে ১৮০০ লি উত্তরে কো-হু-লো বা লাহুল রাজ্য। আরো উত্তরে ২০০০ লি দূরে মো-লো-সো বা মো-লো-পো বা মার্পা তথা লাদাখ রাজ্য। যাত্রাপথ ভয়ানক খারাপ। শীতও খুব। চিনা পরিব্রাজক লাহুল ও লাদাখ রাজ্যে যাননি।

কুলুতা থেকে ৭০০ লি দ(ি ণে শতদ্রু নদী অতিত্র(ম করে তিনি গেলেন শে-তো-তু-লু বা **শতদ্রু** রাজ্যে। এর সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা যায়নি। রাজ্যের আয়তন ২০০০ লি সীমানার। উর্বর জমি। প্রচুর ফল ও ফসল জন্মে। অধিবাসীরা নীতিবোধ সম্পন্ন ও

সচ্ছল। দশটি বিহার আছে। মূলত শ্রমণহীন। তিন লি দূরে অশোক স্তূপ আছে। দু'শ' ফুট উঁচু স্তূপ। কাছেই অতীত-বুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন আছে।

দক্ষিণ-পশ্চিমে আরো ৮০০ লি পথ অতিক্রম করে পরিব্রাজক উপনীত হলেন পো-লি-ইয়ে-তা-লো তথা **পারয়াত্র** রাজ্যে। এর অবস্থানও অনির্ণীত। তবে পূর্বদিকে মাত্র ৫০০ লি দূরে নাকি মথুরা। রাজ্যের আয়তন ৩০০০ লি। রাজধানী চৌদ্দ লি সীমানা বিশিষ্ট। গম ও অন্যান্য শষ্য প্রচুর জন্মে। ফুলফল সামান্য। গরু ও ভেড়া অসংখ্য। উষ্ণ আবহাওয়া। লোকজনের ভাবগতিক রুক্ষ্ম। বিদ্যাচর্চাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে না। রাজা বৈশ্য সম্প্রদায়ের কিন্তু সাহসী ও রণনিপুণ। আটটি বৌদ্ধবিহার আছে। সবই বিনষ্টপ্রায়। বৌদ্ধ আছে অল্পসংখ্যক এবং তারা সকলে হীনযানী। দেবমন্দির আছে দশটির বেশি। অবৌদ্ধ ভক্ত-সংখ্যা সহস্রাধিক।

পারয়াত্র থেকে ৫০০ লি পূর্বদিশায় হিউয়েন সাঙ যমুনা তীরবর্তী মোতুলো বা **মথুরা** গমন করলেন। পুরাণমতে লবণাসুরকে বধ করে বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার মধুরার প্রতিষ্ঠা করেন। কৃষ্ণ বংশীয় যাদবদের রাজধানী ছিল মধুরাপুরী যা ক্রমে হয়েছে মথুরাপুরী। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও শৈশব-কৈশোরকালের কাহিনী মথুরা কেন্দ্র করে। কুষাণ আমলেও রাজধানী ছিল কিছুকাল।

বৈষ্ণবতীর্থ মথুরা হিন্দু অধ্যুষিত হলেও হিউয়েন সাঙের সময় দু'হাজার বৌদ্ধ শ্রমণ বাস করত। সকল প্রধান বৌদ্ধ শাখাসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব ছিল। রাজ্যের আয়তন ৫০০০ লি সীমান্ত দিয়ে ঘেরা। রাজধানী নগরের সীমানা ২০ লি। জমি অত্যন্ত উর্বর। কৃষিকাজ প্রধান পেশা। নগরের নানা বাগিচায় অনেক আম্রকানন আছে। দু'রকমের আম দেখা যায় — একটি ছোট কিন্তু পরিপক্ক অবস্থায় হলুদরঙা, অন্যটি বড়ো কিন্তু সবুজ বর্ণের। (আম না আমলক তা নিয়ে মতভেদ আছে। চিনা ভাষায় একে বলা হয়েছে আন-সো-লো।) রাজ্যে উৎকৃষ্ট ডোরাকাটা সূতীবস্ত্র ও সোনা উৎপাদিত হয়। জলবায়ু উষ্ণ। রাজ্যবাসীর রীতিনীতি ও আচার আচরণ ভালো। কর্মসাধনে বিশ্বাসী। নৈতিক ও বৌদ্ধিক খ্যাতির সম্মান করে। রাজ্যে বিংশাধিক বিহার ও দ্বিসহস্রাধিক শ্রমণ আছে। পাঁচটি দেবমন্দির আছে যাকে কেন্দ্র করে নানা অবৌদ্ধ সম্প্রদায় বসবাস করে।

অশোক নির্মিত তিনটি স্তূপ আছে। আর চার অতীত-বুদ্ধের নানা চিহ্ন। শাক্য জু-লাইর যে সকল পুণ্যবান শিষ্যের নামে স্তূপ আছে তাঁরা হল — সারিপুত্র মৌদগল্যায়ন পূর্ণমৈত্রায়নীপুত্র উপালী আনন্দ ও রাহুল। স্তূপ আছে মঞ্জুশ্রী ও অন্যান্য পূষার নামে। প্রতি বৎসর তিন মাস (প্রথম, পঞ্চম ও নবম মাস) ও ছয় উপবাসকালে (প্রতি মাসের অষ্টম, চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ত্রয়োবিংশ, ঊনবিংশ ও ত্রিংশ দিবস) সন্ন্যাসীগণ ঐ স্তূপে শ্রদ্ধা নিবেদনে সমবেত হন। যে ভক্ত যে সম্প্রদায়ভুক্ত, তিনি সেরকম স্তূপেই অনুগমন করেন। যেমন অভিধর্মবাদীরা সারিপুত্রের স্তূপে, সমাধিস্থরা মৌদগল্যায়নের স্তূপে, সূত্রবাদীরা

মৈত্রায়নপুত্রের স্তূপে, বিনয়বাদীরা উপালীর স্তূপে, ভিক্ষুণীরা আনন্দের স্তূপে, শ্রমণেরা রাহুলের স্তূপে এবং মহাযানীরা নানা বোধিসত্ত্ব স্তূপে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। সেসময় বিভিন্ন স্তূপের মধ্যে পূজার ধুম লেগে যায়। কত নিশান আর ছত্র শোভা পায়। ধূপের ধোয়ায় মেঘের সঞ্চার হয়। পুষ্পরাশির বর্ষণ হয় খুব। চন্দ্রসূর্য ঢাকা পড়ে যায়। রাজা ও রাজন্যবর্গ সৎকর্মে ব্যাপৃত থাকে।

রাজধানীর পূর্বদিকে পাঁচ-ছয় লি দূরে (উরুমণ্ড বা উরমণ্ড?) 'পর্বত বিহার' তথা 'উপগুপ্ত বিহার'। খাড়া পাহাড়ের পাথর খোদাই করে তার কক্ষ নির্মিত। সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট দিয়ে প্রবেশপথ। নির্মাতা শ্রদ্ধেয় আচার্য উপগুপ্ত। সেখানে সংরক্ষিত আছে ভগবান বুদ্ধের নখাবশেষ। আসলে নাকি গোড়ায় নট ও বট নামে দুই ভাই উপরোক্ত নটবট বিহারখানি নির্মাণ করেছিল। পরে সন্ন্যাসী উপগুপ্ত সেখানে বসবাস করেন। একমতে বর্তমান মথুরার কাটরা বা ঈদগায় ঐ বিহার অবস্থিত ছিল। অন্যমতে কঙ্কালিটিলায়।

বিহারের উত্তর প্রস্তরপ্রাচীরে কুড়ি ফুট উঁচু ও ত্রিশ ফুট প্রশস্ত গুহায় চার ইঞ্চি পরিমিত কাষ্ঠখণ্ড জড়ো করে রাখা আছে। আচার্য উপগুপ্তের কালে প্রত্যেক বিবাহিত দম্পতি অর্হত্ত্ব লাভ করলে একটি করে কাষ্ঠখণ্ড বা আঁক-বাড়ি দান করে যেত।

গুহার দক্ষিণ-পূর্বে চব্বিশ-পঁচিশ লি দূরে এক শুষ্ক পুষ্করিণীর পাশে স্তূপ আছে যেখানে পদচারণারত বুদ্ধকে এক শাখামৃগ মধু দান করেছিল। ভগবান তা গ্রহণ করে শিষ্যদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। সেই আনন্দে অধীর শাখামৃগ উল্লসিত হয়ে নৃত্য করতে করতে খাদে পড়ে প্রাণত্যাগ করে। পরে ঐ মধুদানের সুবাদে শাখামৃগ মনুষ্যজন্ম লাভ করে। পুকুরের উত্তরে বিশাল বন। সেখানে চার অতীত-বুদ্ধের পদচিহ্ন আছে। নিকটে সারিপুত্র এবং অন্যান্যরা ধ্যানাভ্যাস করেছিল। বুদ্ধ এখানে প্রায়শই ধর্ম প্রচারের জন্য আসতেন। তাঁর কিছু স্মরণচিহ্ন আছে।

মথুরা দর্শন করে হিউয়েন সাঙ বেরিয়ে পড়লেন উত্তর-পূর্ব দিকে।

৫০০ লির অধিক দূরত্ব অতিক্রম করে স-ত-নি-সু-ফ-লো বা **স্থানেশ্বর** রাজ্যে উপনীত হলেন। বিশাল রাজ্য — সীমানা ৭০০০ লি। রাজধানীর নামও স্থানেশ্বর — সীমানা কুড়ি লি। জলবায়ু উষ্ণ। জমি উর্বরা। শষ্য উৎপাদন প্রচুর। অধিবাসীদের রীতিনীতি ও আচার-আচরণ অনুদার ও আন্তরিকতাহীন। ধনীরা বিলাসব্যসনে অধিকতর ব্যয় করতে পরস্পরের প্রতিযোগী। কৃষির তুলনায় বাণিজ্যে বেশি লোক কর্মরত।

তিন বৌদ্ধ বিহারে সাতশ' সন্ন্যাসী আছে। দেবমন্দিরের সংখ্যা শতাধিক। অবৌদ্ধরা সংখ্যায় অনেক। রাজধানীর চারদিকে ২০০ লি অবধি বিস্তৃত স্থানটিকে 'পুণ্য ধর্মস্থান' হিসেবে গণ্য করা হয়। এর পিছনে পূর্বতন রাজার মিথ্যা চাতুরি আছে। রাজধানীর উত্তর-পশ্চিমে চার-পাঁচ লি দূরে অশোক স্তূপ। উজ্জ্বল কমলা রঙের ইঁটে তৈরী। অলৌকিক

দেহাবশেষ রা(ত স্তূপে। রাজধানীর একশ' লি দ(ণে কু-হুন-তু বা 'গোবিন্দ বিহার' বা 'গোকণ্ঠ বিহার'।

স্থানে(র থেকে ৪০০ লি পূর্বে নদীর উজানে সু-লু-কিন-ন বা **সুগনা** রাজ্য। বর্তমান অবস্থান রোহতকের উত্তরে। রাজ্যের পূর্বদিকে গঙ্গা নদী প্রবাহমান, উত্তরে উচ্চ পর্বত। মাঝে প্রবাহিত হয়েছে ইয়েন-মো-না তথা যমুনা নদী। রাজ্যের আয়তন ৬০০০ লি। রাজধানীর কুড়ি। যমুনার উত্তরতটে রাজধানী — বিনষ্টপ্রায়। মানুষজন সৎ ও জ্ঞানচর্চায় শ্রদ্ধাশীল। পাঁচটি বৌদ্ধবিহারে সহস্রাধিক শ্রমণ বাস করে। হীনযানীরাই সংখ্যায় বেশি। শতাধিক দেবমন্দির আছে — অবৌদ্ধরা সংখ্যায় অনেক বেশি।

রাজধানীর দ(ণ-পূর্বে যমুনার পশ্চিম তীরে বড়ো বিহারের পূর্বদ্বারের বাইরে অশোক স্তূপ আছে যেখানে জু-লাই ধর্মপ্রচার করেছিলেন ও অনেক শিষ্যকে ধর্মান্তরিত করেছিলেন। পাশের আরেকটি স্তূপে রা(ত জু-লাইর কেশ ও নখ। চারপাশে আরো স্তূপ রয়েছে সারিপুত্র-মৌদগল্যায়ন ও অন্যান্য অর্হতের। বুদ্ধের প্রয়াণের পরে বৌদ্ধধর্ম দেশ থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তখন অন্য রাজ্য থেকে শাস্ত্রবিশারদগণ এসে তীর্থিক ও ব্রাহ্মণদের আলোচনায় পরাস্ত করে সঙঘারাম নির্মাণ করেন। পূর্বোক্ত(পাঁচ বিহার সেই সভাস্থলে নির্মিত হয়েছে বৌদ্ধধর্মের বিজয় ঘোষণা করতে।

জীবনীকার বলেছেন — তারপর চিনাভি(যমুনা থেকে পূর্বদিকে ৮০০ লি পথদূরত্বে গঙ্গায় পৌঁছলেন। অর্থাৎ গঙ্গার উৎসে। সম্ভবত হরিদ্বারে। গঙ্গা সেখানে তিন-চার লি প্রশস্ত। প্রবাহ দ(ণ-পূর্ব দিকে। জলের বুকে প্রবল তরঙ্গদোল আর নানা রঙের খেলা। সুন্দর জলচর প্রাণীরা ভেসে বেড়ায়। আঁশালো মৎস্যদৈত্যরাও আছে। কিন্তু তারা মানুষের অনিষ্ট করে না। নদীর জল মিষ্ট। স্রোতের সঙ্গে ভাসমান সূক্ষ্ম বালুকণা।

লোকসাহিত্যে এ নদীর জলকে ফো-শুই বা ফু-শুই বলে যার অর্থ 'ধর্মীয় গুণসম্পন্ন জল' তথা শান্তিবারি। নদীতে অবগাহন করলে সর্বপাপ দূর হয়(মুখপ্র(ালনে সর্ব বিঘ্ন নাশ হয়(এমনকি সলিলসমাধি লাভ করলে পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি(মেলে। অজ্ঞানীরা গঙ্গাস্নানের জন্য দলে দলে এসে জড়ো হয়। যদিও এসবই বিধর্মীদের ভ্রান্ত বি(্বাস। পরে চিহ-শিহ-জু-কুয়ো (সিংহল) দেশের দেব-বোধিসত্ত্ব এসে তাদের সত্যপথের হদিশ দেন।

একদিন ঐ দেবপূষা মাথ নিচু করে নদীর জলধারা পরিবর্তিত করতে চেষ্টা করছিলেন। তখন এক তীর্থিক বলল — 'মহাশয়, আপনি এমন অদ্ভুত আচরণ করছেন কেন?'

দেবপূষা বললেন — 'অনেক দূরে তাঁর দেশ সেই সিংহলে(সেখানে তাঁর পিতামাতা (ুধার্ত ও তৃষ(ার্ত। আশা করছি এই জল তাঁদের তৃষ(া মেটাবে।'

তীর্থিক বলল — 'মহাশয়, আপনি ভুল করছেন(আপনার বাড়ি দূরদেশে, মাঝে কত পর্বতমালা-নদী(এখানে জল নাড়িয়ে দূরদেশে আপনার পিতামাতার (ুধাতৃষ(া দূর করার ভাবনা আসলে অগ্রসর হয়ে গিয়ে পশ্চাদমুখী হওয়া(এটা অসম্ভব ব্যাপার।'

দেবপূষা বললেন — 'যদি এই জল অন্য লোকে থাকা তৃষ(ার্ত মানুষের তৃষ(া মেটাতে পারে তবে দূরদেশে পিতামাতার তৃষ(াও দূর করতে পারবে।'

এমন যুক্তি(শুনে তারা বিমোহিত হল। তারা নিজেদের ভুল স্বীকার করে নিয়ে প্রাচীন প্রথা বর্জন করল এবং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করল।

স্রুগনা রাজ্যে তখন ত্রিপিটকে পণ্ডিত এক ধার্মিক সন্ন্যাসী বাস করতেন। নাম জয়গুপ্ত। তাঁর নিকট হিউয়েন সাঙ সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের 'বিভাষা শাস্ত্র' অধ্যয়ন করেন। সেখানেই গোটা শীত এবং অর্ধেক বসন্তকাল অতিবাহিত হয়।

তারপর গঙ্গা অতিত্র(ম করে পূর্বতটে অবস্থিত মো-তি-পু-লো বা **মতিপুর** বা মান্দোর রাজ্যে পৌঁছলেন। সম্ভবত ৬৩৫ সালে। ভ্রমণবৃত্তান্তে অনুসারে তিনি স্রুগনা থেকে মতিপুরে যান। মোতিপুলোর বর্তমান অবস্থান পশ্চিম রোহিলখণ্ডের বিজনোরের কাছে মান্দোর বা মদভর।

রাজ্যটি ছিল ৬০০০ লি পরিধির। রাজধানী কুড়ি লির। রাজা শুতোলো তথা শূদ্রবর্ণের — বৌদ্ধধর্মে আস্থা নেই। তবে অধিবাসীরা সৎ ও ন্যায়বান। কার্যকরী শি(াকে সমাদর করে। যাদুকরী কলাকৌশলে সিদ্ধহস্ত। রাজ্যে দশটি বিহার আছে। আট শত শ্রমণ বসবাস করে। সকলেই হীনযানের সর্বাস্তিবাদী সম্প্রদায়ের।

মহানগর থেকে চার-পাঁচ লি দ(ণে (ুদ্র এক বিহার আছে। জনাপঞ্চাশ সন্ন্যাসী বাস করে। একদা শাস্ত্রবিদ গুণপ্রভ বিহারে বসে 'তত্ত্বসন্দেশ শাস্ত্র' লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর আরো শতাধিক রচনা আছে। ইনি পর্বত দেশের লোক। প্রথমে মহাযানী ছিলেন। পরে হীনযানী হন। কথিত আছে, তিনি বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে করতে দশটি প্রশ্ন নিয়ে সমস্যায় পড়েন। আচার্য তাঁর প্রশ্নের সদুত্তর না পেয়ে স্বর্গে গিয়ে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের সা(াতলাভে আগ্রহী হলেন। সেসময় অর্হৎ দেবসেন অলৌকিক শক্তি(বলে প্রায়ই তুষিত স্বর্গে যেতেন। আচার্য গুণপ্রভ অর্হৎ দেবসেনকে অনুরোধ করেন — তাঁকে তুষিত স্বর্গে নিয়ে যেতে। স্বর্গে গিয়ে অহঙ্কারী গুণপ্রভ মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের যথাবিহিত পূজা করতে ব্যর্থ হলেন। ফলে তিনবার স্বর্গে গমন করেও তাঁর প্রশ্নের সদুত্তর লাভ করতে পারেননি। এবং অর্হৎ হতে পারেননি।

গুণপ্রভ বিহারের তিন-চার লি দ(ণে আরো একটি বিহার আছে। হীনযান মতাবলম্বী দু'শ' শ্রমণ সেখানে বাস করে। ওই বিহারে শাস্ত্রগুরু সঙ্ঘভদ্র দেহত্যাগ করেছিলেন। তিনি কা(্মীরের অধিবাসী ও মহাপণ্ডিত। বিশেষ করে 'সর্বাস্তিবাদীন বিভাষা'য় বিদগ্ধ জ্ঞানী ছিলেন। বসুবন্ধু বোধিসত্ত্ব বিভাষা মতবাদের প্রতিপ('অভিধর্মকোষ শাস্ত্র' নামে যে মূল্যবান শাস্ত্র রচনা করেন, আচার্য সঙঘমিত্র তার সমুচিত উত্তর দিতে বারো বৎসর পরিশ্রম করে পঁচিশ হাজার শ্লোকে রচনা করেন 'অভিধর্ম-ন্যায়ানুসার' গ্রন্থ। সেই পুঁথি

নিয়ে তিনি বসুবন্ধুর সঙ্গে মুখোমুখী আলোচনায় উৎসাহী। বসুবন্ধু তখন চেকার রাজধানী শাকলে। সঙঘমিত্রর আগমনের পূর্বেই বসুবন্ধু শাকল ত্যাগ করেন। এদিকে সঙঘমিত্র মাটিপুর বিহারে পৌঁছে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি একটি পত্র লিখে শিষ্যের হাতে দিয়ে যান। পরে আচার্য বসুবন্ধু ঐ পত্র ও গ্রন্থ পাঠ করে শাস্ত্রকার সঙঘভদ্রের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হন। মৃত্যুপথযাত্রীর প্রতি সম্মান জানাতে তিনি তাঁর মতের বিরোধিতা থেকে (ান্ত হন। আচার্য সঙঘভদ্রের স্মরণে বিহারের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত আম্রকাননে স্তূপ নির্মিত হয়। হিউয়েন সাঙ সেই স্তূপ বিদ্যমান দেখলেন।

সঙ্ঘভদ্র স্তূপের পাশে আচার্য বিমলমিত্রের স্তূপ। ইনিও কাশ্মীরের অধিবাসী সর্বাস্তিবাদী সন্ন্যাসী। ত্রিপিটকে পণ্ডিত। গুণপ্রভ নানা দেশ ভ্রমণ করে সঙ্ঘভদ্র স্তূপে এসে আচার্য লিখিত গ্রন্থ পাঠ করে মুগ্ধ হয়েছিলেন। গুরুর অকালমৃত্যুর ফলে সেই চমৎকার গ্রন্থটি যথেষ্ট মর্যাদা লাভ করেনি দেখে আরো গ্রন্থ রচনা করে আচার্য বসুবন্ধুর যশহানি করবেন এমনটাই সুপ্ত বাসনা ছিল। কিন্তু এবম্বিধ অনিষ্টকর ভাবনার ফলে তিনি বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। মুখ থেকে পাঁচটি জিহ্বা নির্গত হল আর সর্বদেহ থেকে রক্ত(পাত হতে লাগল। কুচিন্তার ফলে এমনটা ঘটেছে বুঝে তিনি অনুশোচনাপত্র লিখলেন। বন্ধুদের বললেন — 'কখনো মহাযান ধর্মের কুৎসা প্রচার করবে না।' এরপরেই তাঁর মৃত্যু হয়। যেখানে মৃত্যু হয়েছিল, সেখানে তৎ(ণাৎ মহাগহ্বরের সৃষ্টি হয়েছিল।

সেই রাজ্যে গুণপ্রভ-শিষ্য মিত্রসেন নামে নব্বুই বৎসরের এক সন্ন্যাসী বাস করছিলেন। হিউয়েন সাঙ তাঁর কাছে অর্ধেক বসন্তকাল ও গোটা গ্রীষ্মকাল অধ্যয়ন করেন 'তত্ত্বসন্দেশ শাস্ত্র', 'অভিধর্মজ্ঞানপ্রস্থান শাস্ত্র' ও অন্য কয়েকটি সর্বাস্তিবাদী শাস্ত্র।

মতিপুরের উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গার পূর্বতটে মো-ইও-লো বা ময়ূর নগর। কুড়ি লি সীমানা নগরের। ঘন লোকবসতি আছে। গঙ্গার কাছে বিশাল দেবমন্দির। তার মধ্যে পুষ্করিণী আছে। খাল খনন করে গঙ্গা থেকে জলপ্রবাহ এনে তাতে ফেলা হয়েছে। এর অন্য নাম গঙ্গাদ্বার। ধর্মার্থসাধন ও পাপমোচনের জন্য এই স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেশবিদেশ থেকে জনতার ঢল নামে স্নানের জন্য। পুণ্যার্থী রাজারা পুণ্যশালা নির্মাণ করে বিনামূল্যে অন্ন-ঔষধ ইত্যাদি বিতরণ করে।

এই গঙ্গাদ্বার স্থানটি হরিদ্বার হতে পারে। ময়ূর নগর হতে পারে বর্তমানের মায়াপুর। তবে সঠিকভাবে ঐ স্থাননির্ণয় করা সম্ভব হয়নি।

মতিপুর ত্যাগ করে হিউয়েন সাঙ প্রস্থান করলেন ৩০০ লি উত্তরে পো-লো-হিহ-মো-পু-লো বা **ব্রহ্মপুর** রাজ্যের দিকে। চারদিকে পর্বত-ঘেরা ঐ রাজ্যের সীমানা ৪০০০ লি। রাজধানীর সীমানা কুড়ি লি। জনবসতি যথেষ্ট। উর্বরা জমিতে ফসল জন্মে নিয়মিত। ব্রোঞ্জ ও স্ফটিক পাওয়া যায়। জলবায়ু শীতল। অধিবাসীরা রুক্ষ্ম প্রকৃতির। জ্ঞানচর্চায়

আগ্রহী নয়। উৎসাহ কেবল লাভের কড়ি গুণতে। পাঁচটি বিহার থাকলেও বৌদ্ধ শ্রমণের সংখ্যা নগণ্য। দশটি দেবমন্দির আছে।

ব্রহ্মপুর রাজ্যের উত্তরে তুষারাবৃত পর্বতের মধ্যে সুবর্ণগোত্র রাজ্য। উন্নত মানের সুবর্ণ উৎপন্ন হয় বলে রাজ্যের নামও তাই। রানি শাসনকার্য পরিচালনা করেন। রাজা আছে। পুরুষরা কেবল প্রতির(া ও কৃষিকাজে যুক্ত(। ব্রহ্মপুরকে 'পূর্বদেশের প্রমীলা রাজ্য' বলা যায়। সুবর্ণগোত্র রাজ্যের পূর্বদিকে তুফান বা তিব্বত, উত্তরে ইয়োতিয়েন বা খোটান আর পশ্চিমে সন-পো-হো বা সম্পহ বা মলস। রাজ্যটির সঠিক অবস্থান নির্ধারিত হয়নি। সম্ভবত গাড়োয়াল-কুমায়ুনের মধ্যবর্তী কোন অঞ্চল হবে তার ঠিকানা।

জীবনীকারের মতে তিনি ব্রহ্মপুর থেকে আরো ৪০০ লি পথ দ(িণ-পূর্বদিকে এগিয়ে রোহিলখণ্ডের পূর্বভাগে অহিচ্ছত্র রাজ্যে যান। তারপর ২০০ লি দূরে দ(িণের দিকে গঙ্গা নদী অতিত্র(ম করে যান ভিলসাঁ বা ভিলশাণ রাজ্য। ভিলশাণ হয়ে হিউয়েন সাঙ কপিত্থ যান।

ভ্রমণবৃত্তান্ত অনুসারে, মতিপুর থেকে ৪০০ লি দ(িণ-পূর্বে গিয়ে উপনীত হলেন কু-পি-সং-ন বা **গোবিসন** রাজ্যে। গোবিসনের বর্তমান পরিচয় হতে পারে কাশিপুর-রামপুর-পিলভিট অঞ্চল। ২০০০ লি সীমানা রাজ্যের। রাজধানী প্রাকৃতিক সুর(ায় সুর(িত। যথেষ্ট লোকবসতি আছে। মানুষজন সৎ, সদাচারপূর্ণ ও শি(াচর্চায় আগ্রহী। অবৌদ্ধ হলেও জীবনের আনন্দসন্ধানে ব্যাপৃত। দু'টি বিহার আছে — ভি(ুর সংখ্যা শতাধিক। একটি অশোক স্তূপ আছে। আর জু-লাইর কেশ-নখাবশেষ নিয়ে দু'টি স্তূপ। ত্রিশটির বেশি দেবমন্দির আছে।

তারপর তিনি ৪০০ লি দূরের ও-হি-ছি-ত-লো বা **অহিচ্ছত্র** রাজ্যে গমন করলেন। ৩০০০ লি সীমানা সম্বলিত সেই রাজ্য। সতোরো-আঠারো লি সীমানার রাজধানী প্রাকৃতিক নিয়মে সুর(ি ত। মনোরম আবহাওয়া। ঝর্ণা ও সবুজ বৃ(লতায় ভরা শষ্যশ্যামল দেশ। অধিবাসীরা সৎ ও বিদ্যানুরাগী। দশটি বিহার আছে — সন্ন্যাসী সহস্রাধিক। তারা হীনযানের সাম্মিতীয় শাখার। দেবমন্দির আছে ন'টি। ঈশ্বর (শিব) পূজারী তিন শত ভক্ত(আছে — পাশুপত শাখার। নাগ সরোবরের কাছে অশোক স্তূপ আছে যেখানে বসে বুদ্ধ সপ্তাহকাল নাগদের ধর্মোপদেশ দিয়েছেন।

অহিচ্ছত্র থেকে ২৬০ লি দ(িণে গিয়ে গঙ্গা অতিত্র(ম করে পি-লো-শন-ন বা **ভিলশাণ** রাজ্যে গমন করলেন। রাজ্য ২০০০ লি সীমান্ত দিয়ে ঘেরা। রাজধানীর সীমানা মাত্র দশ লি। অবস্থান কালি নদীর পশ্চিমে কর্সনা থেকে চার মাইল দূরে ধ্বংসস্তূপ অত্রঞ্জিখেরা নামক স্থানে। আবহাওয়া ও উৎপন্ন দ্রব্য অনেকটা অহিচ্ছত্রের মতোই। দু'টি বিহারে তিনশতাধিক হীনযানী সন্ন্যাসী বাস করে। দেবমন্দিরের সংখ্যা পাঁচ। রাজধানীর প্রাচীন বিহারে অশোক স্তূপ আছে। রাজধানীতে অবস্থিত প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারে যে স্তূপ

আছে সেখানে বুদ্ধ 'স্কন্ধধাতুস্থান সূত্র' নামের সূত্রটি সপ্তাহকাল ধরে প্রকাশ করেছেন। অবশ্য এমন কোন সূত্র আছে বলে জানা যায় না।

পি-লো-শান-ন থেকে পূর্বদিকে (অথবা দ(ি ণ-পূর্ব দিকে) আরো ২০০ লি দূরত্ব পেরিয়ে পৌঁছলেন সাংকাশ্য বা **কপিত্থ** রাজ্য। চিনা ভাষায় তিনি বলেছেন কাহ-পি-ত। বর্তমানে এই স্থান উত্তরপ্রদেশের এটোয়া জেলার সংকিশ-বসন্তপুর এলাকা।

প্রাচীন রাজ্যটি ছিল ২০০০ লি সীমানায় বেষ্টিত। রাজধানীর সীমানা কুড়ি লি। আবহাওয়া এবং উৎপন্ন দ্রব্য পিলোশন্নর মতো। চারটি বৌদ্ধবিহারে সহস্রাধিক শ্রমণের বাস। সাম্মিতীয় শাখার সন্ন্যাসী তারা। দশটি দেবমন্দির আছে। ভক্ত(গণ সকলেই শৈব।

রাজধানী থেকে কুড়ি লি দূরে যে বিশাল বিহার আছে, সেখানে কয়েক শত সাম্মিতীয় শাখার বৌদ্ধভি(ু বাস করে। সঙ্গে কয়েক ল(সাধারণ বৌদ্ধ। বিহার-প্রাঙ্গণে তিনটি মহামূল্যবান সিঁড়ি আছে। কথিত হয়, ভগবান বুদ্ধ সপ্তম বর্ষাবাস দেবরাজ ইন্দ্রের ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে অতিবাহিত করেন। তখন মাতা মহামায়াকে তিন মাস ধরে ধর্মোপদেশ দান করে জম্বুদ্বীপে অবতরণ করেছিলেন সাংকাশ্য নামক স্থানে। স্বর্গ থেকে অবতরণের জন্য দেবরাজ ইন্দ্র ঐ সিঁড়ি নির্মাণ করেন। তিনটি সোপানের মধ্যবর্তীটি স্বর্ণনির্মিত — বুদ্ধ ঐ সোপানপথে অবতরণ করেছিলেন। অন্য দু'টি রজত এবং স্ফটিক নির্মিত — তা দিয়ে অবতরণ করেন ব্রহ্মা ও ইন্দ্র। কয়েক শতক আগেও নাকি ঐ সোপানাদির অস্তিত্ব ছিল। পরবর্তীকালে রাজন্যবর্গ ইট-পাথরে ও বহুমূল্য রত্ন খোদাই করে ঐ সোপানের স্মৃতি র(া করেছেন। সত্তর ফুট উঁচু সিঁড়ির উপরিভাগে মন্দির আছে। মন্দিরের মধ্যে আছে প্রস্তর নির্মিত বুদ্ধমূর্তি। দু'পাশে ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের মূর্তি।

মন্দিরের পাশে সম্রাট অশোক নির্মিত সত্তর ফুট উঁচু প্রস্তর স্তম্ভ রয়েছে। উজ্জ্বল বেগুনী রঙের স্তম্ভের উপরে উপবিষ্ট সিংহটি সোপানমুখী। পাশের স্তূপ বুদ্ধের অবগাহনের স্মৃতিবহন করে। সংলগ্ন মন্দিরে ছিল বুদ্ধের সমাধিগৃহ। প্রস্তর নির্মিত সাত ফুট উঁচু যে চত্বর দেখা যায়, বুদ্ধদেব সেখানে পদচারণা করেছিলেন। তাঁর চরণকমলের চিহ্(বিদ্যমান। দু'পাশে ইন্দ্র ও ব্রহ্মার স্তূপ। এখানেই ভি(ুণী উৎপলবর্ণা স্বর্গাবতরণরত বুদ্ধকে প্রথম দর্শনের প্রবল আগ্রহ নিয়ে অপে(া করছিল। তার আগেই অবশ্য সুভূতি বুদ্ধের স্বরূপ দর্শন করতে স(ম হয়। পদচারণা-চত্বর প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। একটি মহাস্তূপ রয়েছে। দ(ি ণ-পূর্বে সরোবর। সরোবরের নাগকুল সেই পবিত্র স্থান র(া করে।

উৎপলবর্ণা অতি সাধারণ ঘরণী থেকে কর্মবলে অর্হৎ হয়েছিল। প্রথম স্বামীর সঙ্গে যখন তার মাতার অবৈধ সম্পর্ক প্রকাশ পায়, উৎপলবর্ণা গৃহত্যাগ করে। পুনর্বিবাহের পরে একদিন তার দ্বিতীয় স্বামী তারই প্রথম প(ে র ঔরসজাত কন্যাকে উপপত্নী করে ঘরে নিয়ে আসে। জীবনের এরকম বিপর্যয়কারী ঘটনায় (ো ভে দুঃখে ভগ্নহৃদয় উৎপলবর্ণা

সংসারত্যাগ করে বুদ্ধের চরণে আশ্রয় নেয়। ভি(ুণী হয়। তারপর প্রবল উৎসাহে ধর্মাচরণ করে ক্র(মে অর্হৎ স্তরে উন্নীত হয়।

কপিত্থ দর্শন করে উত্তর-পশ্চিমে ২০০ লি দূরত্ব অতিক্র(ম করে এসে পৌঁছলেন কা-নো-কু-শে বা কিয়েপোকিওশে তথা **কান্যকুব্জ** রাজ্যে। হর্ষবর্ধনের রাজত্বে। রাজধানীর নাম ক-নাও-ওয়াই। আমরা জানি কনৌজ নামে। পৌঁছলেন সম্ভবত ৬৩৬ খৃষ্টাব্দে।

রাজ্যটি ৪০০০ লি পরিসীমা বিশিষ্ট। রাজধানী কুড়ি লি দীর্ঘ এবং চার-পাঁচ লি প্রস্থবিশিষ্ট। পশ্চিমে প্রবাহিত গঙ্গানদী। রাজধানীর সুর(া ব্যবস্থা অত্যুৎকৃষ্ট। সর্বত্র বিস্তৃত বিশালাকার নির্মাণ। নগরে সুন্দর উদ্যানাদি আছে। স্বচ্ছ জলের সরোবরও অনেক। দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদি সংগৃহীত সেখানে।

নগরবাসীরা ধনবান। কিছু পরিবার অগাধ বিত্তের অধিকারী। ফুল-ফল প্রচুর জন্মে। যথাযথ ঋতুভেদে বীজবপন ও ফসলসংগ্রহ করা হয়। লোকজনের চেহারা মার্জিত। তারা চাকচিক্যপূর্ণ কৌষেয় (সিল্ক) বস্ত্রে সুসজ্জিত থাকে। বিদ্যা ও শিল্পকলায় রুচিবোধ সম্পন্ন। কথাবার্তায় স্পষ্টবক্ত(া ও আলোচনায় অংশগ্রহণে পরাঙ্মুখ নয়। প্রচলিত-অপ্রচলিত ধর্মে বি(্বাসীদের সংখ্যা সমান সমান। রাজ্যে শতাধিক বিহার আছে। দশ সহস্রের অধিক সন্ন্যাসীর বসবাস। হীনযান ও মহাযান উভয় সম্প্রদায়ের শাস্ত্রচর্চা প্রচলিত। দুই শতের অধিক দেবমন্দির আছে। অবৌদ্ধ সংখ্যাও কয়েক সহস্র।

রাজধানীর উত্তর-পশ্চিমে রয়েছে দু' শ' ফুট উঁচু অশোক নির্মিত স্তূপ যেখানে ভগবান বুদ্ধ সপ্তাহকাল ধর্মপ্রচার করেছিলেন। নিকটস্থ স্তূপ চার অতীত-বুদ্ধের স্মৃতিতে নির্মিত। আরেকটি (ুদ্র স্তূপে বুদ্ধের কেশ-নখাদি সংর(িত আছে। প্রথমোক্ত(স্তূপের দ(ি ণে গঙ্গাতটের নিকটে তিনটি বিহার আছে। তিনটিই একই প্রাচীরবেষ্টিত (ে ত্রে অবস্থিত। সুন্দর বুদ্ধমূর্তি আছে মন্দিরে। আবাসিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা গম্ভীর ও শ্রদ্ধার্হ। সহস্রাধিক শ্রমণ নিয়ত নিয়োজিত তাঁদের সেবাকার্যে। একটি বিহারে এক আধারে দেড় ইঞ্চি লম্বা অলৌকিক (মতাসম্পন্ন বুদ্ধদন্ত সংর(িত। সকাল থেকে সন্ধ্যায় এক এক সময় তা বর্ণ ধারণ করে। এক স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে তা দর্শনাগ্রহীর কাছে প্রদর্শিত হয়।

ছয়-সাত লি দ(ি ণ-পূর্বে গঙ্গাতটে আরো একটি স্তূপ দৃশ্যমান। সেটি রয়েছে গঙ্গার দ(ি ণতটে। সম্রাট অশোক নির্মিত সেই দ্বিতীয় স্তূপটিও দুই শত ফুট উঁচু। ভগবান বুদ্ধ সেখানে ধর্মপ্রচার করতে এসেছিলেন। নগরে আরো অনেক বৌদ্ধ নিদর্শন আছে। সূর্যদেব ও মহে(শ্বরদেবের দারুণ সুন্দর মন্দির আছে। ঝকমকে নীল পাথরের মন্দিরে উচ্চাঙ্গের ভাস্কর্য দেখা যায়।

রাজ্যের নাম কন্যাকুব্জ তথা কাণ্যকুব্জ হওয়ার পিছনে আছে এক ইতিকথা।

পুরাকালে যখন ব্রহ্মদত্ত রাজা ছিলেন, তখন রাজ্যের নাম ছিল কুসুমপুর। শক্তি(শালী সেই রাজার একশ' পুত্র ও একশ' কন্যা ছিল। সেসময় গঙ্গীতীরে এক ঋষি দীর্ঘকাল সমাধিস্থ ছিলেন। চৈতন্য রহিত ঋষির দেহের উপর বটবৃ(জন্মাল, বৃদ্ধিলাভ করল, তবু ঋষিবরের চেতনা ফিরল না। তারপর একদিন সমাধিভঙ্গ হলে দেখলেন – নদীতট সংলগ্ন কাননে রাজপুত্রীরা কোলাহলরতা। ঋষি এক রাজপুত্রীর পাণিপ্রার্থনা করলেন। কিন্তু কোন রাজপুত্রী বিবাহে সম্মত হল না। তখন পিতার ক্লেশ লাঘবের জন্য কেবলমাত্র কনিষ্ঠা কন্যা বিবাহে সম্মতি জানাল। ঋষিবর যখন জ্ঞাত হলেন যে রাজার অন্য কন্যারা তাঁকে বিবাহ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে, তিনি ক্রু(দ্ধ হয়ে তাদের সকলকে অভিশাপ দিলেন। সেই শাপে নিরানব্বুই রাজকন্যাই কুব্জা হয়ে গেল। রাজ্যের পরিচয় তদবধি কান্যকুব্জ হল।

হিউয়েন সাঙ যখন ভারতভ্রমণে আসেন তখন কান্যকুব্জের রাজা ছিলেন হর্ষবর্ধন। ইনি বর্ণে বৈশ্য, প্রজানুরঞ্জনে সহৃদয়। তাঁর পিতা প্রভাকরবর্ধন ও অগ্রজভ্রাতা রাজ্যবর্ধন। পূর্বভারতে কর্ণসুবর্ণের রাজা বৌদ্ধদ্বেষী শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনকে প্রতিকূল শক্তি(মনে করে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করেন। তখন কনৌজের মহামন্ত্রী বাণী (ভণ্ডী) এবং অন্যান্য সহযোগী রাজকর্মচারীরা কনিষ্ঠ ভ্রাতা শীলাদিত্যকে সিংহাসনে বসতে অনুরোধ করেন। হর্ষবর্ধন বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের অনুমতি অনুসারে রাজপুত্র শীলাদিত্য নামে রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করেন।

শীলাদিত্য পরাক্র(মশালী রাজা ছিলেন। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যজয়ে মনোনিবেশ করেন। পূর্বদিশায় অগ্রসর হয়ে রাজ্যগুলিকে বশীভূত করেন। ছয় বৎসর তুমুল সংগ্রাম করে পঞ্চ ভারতভূমির অধীনতা সুনিশ্চিত করেন। তাঁর সেনাবাহিনী ৬০,০০০ গজারোহী ও এক ল(অশ্বারোহী নিয়ে গঠিত হয়েছিল শত্রুশিবিরকে সংযত রাখতে ও আপন রাজ্য সুরি(ত করতে। পরবর্তী ত্রিশ বৎসর অস্ত্র ত্যাগ করে তিনি নানা সৎকর্মে আত্মনিয়োগ করেন।

হর্ষবর্ধন শীলাদিত্য ন্যায়পরায়ণ ও কর্তব্য সচেতন রাজা ছিলেন। সৎকর্মে নিরত থাকার সময় আহারনিদ্রা পর্যন্ত বিস্মৃত হতেন। রাজ্যে প্রাণীমাংস গ্রহণ নিষিদ্ধ করেছিলেন। গঙ্গাতীরে সহস্রাধিক স্তূপ ও রাজ্য জুড়ে অজস্র ধর্মশালা ও বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করেছেন। পাঁচ বৎসর অন্তর মহাসম্মেলনে সমরাস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য সবকিছু ধর্মভি(ায় দান করতেন। প্রতি বৎসরে একবার করে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সমাবেশ করতেন এবং একুশ দিন ধরে ধর্মপালনে প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রকার দানধ্যান করতেন। রাজপ্রাসাদে প্রতিদিন এক সহস্র বৌদ্ধভি(ও পাঁচশ' ব্রাহ্মণকে ভোজ্যদ্রব্য নিবেদন করা হত। ইনি প্রথম জীবনে শৈব ছিলেন। তবে সকল ধর্মের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করতেন। শেষজীবনে বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত(হয়ে পড়েন।

হিউয়েন সাঙ ভদ্রবিহারে তিন মাস কাল বাস করেন। তখন আচার্য বীর্যসেনের নিকটে অধ্যয়ন করেন বুদ্ধদাসের 'বিভাষাশাস্ত্র' ও সূর্যবর্মণের 'বিভাষাশাস্ত্র'।

সেবার রাজা হর্ষবর্ধনের সঙ্গে চিনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের সা(াত হয়নি। সা(াত হয়েছে নালন্দা থেকে স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবর্তনের সময়। নালন্দা থেকে তিনি তখন কামরূপ হয়ে কনৌজ গিয়েছিলেন। কনৌজ থেকে স্বদেশে। সে বিবরণে পরে ফিরব।

ভ্রমণবৃত্তান্ত অনুসারে কান্যকুব্জ থেকে হিউয়েন সাঙ ১০০ লি দ(ণ-পূর্বে না-ফো-তি-পো-কু-লো বা **নবদেবকুল** নগরে গমন করেন। গঙ্গার পূর্বতীরে অবস্থিত উক্ত(নগরের সীমানা কুড়ি লির উপর। নগরে অপূর্বসুন্দর দেবমন্দির আছে। পাঁচ লি পূর্বে তিনটি বিহার আছে যেখানে শ'পাঁচেক সর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধশ্রমণ বাস করে। বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত দু'টি অশোক স্তূপ আছে।

তারপর নবদেবকুল থেকে তিনি অযোধ্যার পথে অগ্রসর হলেন। জীবনীকারের মত অন্যরকম। হিউয়েন সাঙ কনৌজ থেকে ৬০০ লি দ(ণ-পূর্বে গঙ্গা পেরিয়ে অযোধ্যা রাজ্যে উপনীত হলেন। অযোধ্যার প্রাচীন নাম ছিল সাকেত।

মঞ্জুশ্রী